৫৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৬ বর্ষ, ২২ সংখ্যা, ১১ চৈত্র – ১৭ চৈত্র, ১৪২৮ ঃ ২৬ মার্চ – ১ এপ্রিল, ২০২২

Kolkata : 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 22, 26 March - 1 April, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : আশঙ্কা সত্যি করে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে অর্থ জোগানোয়

ঘাটতি ধরা পড়ল পূর্বাঞ্চলের বেসরকারি হাসপাতাল সংগঠনের চিঠিতে। ২০টি বেসরকারি হাসপাতালের পক্ষ থেকে রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিবকে লেখা চিঠিতে বকেয়া বিল মেটানো এবং রেট পুনর্বিবেচনা করার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে।

রবিবার : এতদিন এভাবেই চলছিল। রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার কার্ড লিঙ্ক

করাতে কেন্দ্রীয় নির্দেশ চালু হতেই বেরিয়ে পড়ল কেউটে। ইতিমধ্যে রাজ্যে নিষ্ক্রিয় করা হল ১ কোটি ৭০ লক্ষ রেশন কার্ড। এর ফলে বছরে আড়াই হাজার কোটি টাকা বাঁচবে। এ বছরেই নিষ্ক্রিয় কার্ডের সংখ্যা দাঁড়াতে পারে আড়াই কোটি।

সোমবার : পুরুলিয়ার ঝালদায় সদ্য নির্বাচিত কংগ্রেস কাউন্সিলর

তপন কান্দুর খুনের মামলায় যার দিকে অভিযোগের আঙুল উঠেছিল ঝালদা থানার সেই আইসি সঞ্জীব ঘোষ সহ চার জন পুলিশ কর্মীকে শেষ পর্যন্ত চার্জ করতে বাধ্য হল প্রশাসন। প্রশ্ন উঠেছে এতদিন পরে কেন? প্রমাণ লোপাটের জন্য কি এই অপেক্ষা?

মঙ্গলবার : স্কুল পোশাকে বিশ্ব বাংলার লোগো লাগানোর সরকারি সিদ্ধান্ত নিয়ে

বিতর্ক তুঙ্গে উঠেছে রাজ্যে। বিরোধিতায় নেমেছে বাম-বিজেপি সকলে। বাংলাকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে স্কুল পড়ুয়াদের সামিল করার সরকারি যুক্তি খারিজ করে জনস্বার্থ মামলা হল কলকাতা হাইকোর্টে।

বুধবার : এ কোন বাংলা! বীরভূমের রামপুরহাটে বগটুই গ্রামে উপপ্রধান খুনের

পরদিন এক বাড়িতেই পুড়ে খাক সাত জন। মোট মারা গিয়েছেন আট জন। পুড়ে যাওয়ার নৃশংস ভিডিও আগুনের গতিতে ছড়াচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীও। গোটা দেশ তোলপাড় ঘটনার অভিঘাতে।

বৃহস্পতিবার : রামপুরহাট কাণ্ডে ২৪ ঘন্টার মধ্যে রাজ্য পুলিশের বিশেষ

তদন্তকারী দল সিটের রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। জমা দিতে হবে কেস ডায়েরিও। প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব এবং বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চ ইতিমধ্যেই সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।

শুক্রবার : চলে গেলেন বাংলা সিনেমার আর এক নায়ক অভিনেতা

অভিষেক চট্টোপাধ্যায়। হঠাৎই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন অভিষেক। সিনেমা মহলে শোকের ছায়া। শোক জ্ঞাপন করছে নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতিও। তিনি বহুদিন ধরে সমিতির অনাথ শিশুদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন আর্থিক সাহায্য নিয়ে। এসেছিলেন বিবেক নিকেতনেও।

সবজান্তা খবরওয়ালা

ফের অস্থিরতার ইঙ্গিত বাংলায়

শক্তি ধর

ভারতীয় গণতন্ত্রের সংখ্যাতত্ত্বে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা যে কত ভয়ঙ্কর তার নিদর্শন আরও একবার দেখাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। রাজনৈতিক ক্ষমতায় জীবন, জীবিকা, রুজি-রোজগার সহ সবকিছুকে গ্রাস করে নেওয়ার মানসিকতা যে আসলে অস্থিরতার জন্ম দেয় তা বার বার প্রমাণ করেছে এপার বাংলা। বাঙালির ক্রমাবনতি বুঝিয়ে দেয় আগ্রাসী রাজনীতি একটি জাতিকে পিছিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। পশ্চিমবঙ্গে যে পাঁচটি বছরকে সবচেয়ে কালো অধ্যায় বলে চিহ্নিত করা হয় সেই ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ কংগ্রেসের আসন সংখ্যা ছিল ২৮০টির মধ্যে ২১৬। মেরে কেটে বিরোধীদের সাফ করে দেওয়ার এই সময়কাল বাঙালির কাছে আজও দুঃস্বপ্নের। এর আগে রাজনৈতিক টালমাটালে তিনবার রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়েছিল এ রাজ্যে। শত দুঃখ-কষ্ট সয়ে বাঙালি ১৯৭৭-এর নির্বাচনে শেষ করে দিল এতদিনের কংগ্রেসী কালচারের। এল নতুন ভোর। ভোরের আলো চড়চড়ে রোদ হতে বেশিদিন লাগেনি। রক্ত পতাকার আড়ালে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের পরিচালনায় গেড়ে বসল নতুন আগ্রানের কৌশল। মেরে ধরে নয়, প্রশাসনের সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে বিরোধীদের দাবিয়ে রাখতে নিজেদের মেধা ও প্রতিভার সাক্ষর রেখে গিয়েছে বাম নেতারা। ২৯৪টি আসনের মধ্যে সিপিএম একাই ১৯৭৭-এ পেয়েছে ১৭৭, ১৯৮২-তে ১৭৪, ১৯৮৭তে

১৮৭, ১৯৯১তে ১৮৮, ১৯৯৬-তে ১৫০ এবং ২০০১-এ ১৪৩টি আসন। ২০০৬ সালে বুদ্ধবাবু যখন আমরা-ওরা তত্ত্ব আওড়াচ্ছেন তখন সিপিএমের আসন সংখ্যা ২৯০-এর মধ্যে ১৭৬। তবুও সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, নেতাই, ছোট আঙারিয়া সহ শত শত রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড আটকানো যায়নি। দিন কেটেছে আস্ফালন, হুমকি আর ঔদ্ধত্বে। ফের পিছিয়েছে বাঙালি।

তাই আবার পরিবর্তন। লড়াকু নেত্রীর নেতৃত্বে দিনবদলের আশা নিয়ে এল কংগ্রেসের বিচ্ছিন্ন অংশ তৃণমূল কংগ্রেস। বামেদের মতই একটাই স্লোগান যেভাবে পারো বিরোধীদের আটকাও। মনোনয়ন আটকাও, ব্যালট আটকাও, পথ আটকাও, অধিকার আটকাও। সব কিছু রাঙিয়ে দাও একটাই রঙে। ফলে ফের বাংলায় শুরু হয়েছে দুর্বৃত্তদের দৌরাত্ম্য। ফের রাজনৈতিক অস্থিরতায় ভুগতে শুরু করেছে বাংলা। খুনোখুনি, মারামারি-কাটাকাটিতে ফের মেতেছে বাঙালি। রামপুরহাটের নৃশংস অগ্নিকান্ডের দীর্ঘ ছায়া পড়েছে আদালতেও। ইতিমধ্যে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নিজে থেকে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে ঘটনার। প্রধানমন্ত্রী সরকারি অনুষ্ঠানে এসেও চেপে রাখতে পারেননি তাঁর প্রতিক্রিয়া। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও ভাষা ফুটছে ক্রমশ। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি নেমে পড়েছে মাঠে। ফের পিছচ্ছে বাঙালি। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও ফের রাজনৈতিক অস্থিরতার ইঙ্গিত। চতুর্থবার রাষ্ট্রপতি শাসনের দিকে কী এগোচ্ছে বাংলা? সিঁদুরে মেঘ দেখছে বাঙালি।

ইতিহাসের শিক্ষা বড় নির্মম। সে পাঠ এড়িয়ে গেলেও রক্ষা পাবার উপায় নেই। তাই সেই শিক্ষা দিতে অধর্মকে হারিয়ে ধর্মস্থাপনায় বারবার আসতে হয় ভগবানকে। বাংলা বাঁচাতে এবার অধর্মের আহ্বান ছেড়ে মানবধর্মের চর্চা জরুরি। সকলে মিলে হানাহানি ছেড়ে রাজনৈতিক আগ্রাসনের পথে না হেঁটে রাজ্যের উন্নতিতে কাজ করা জরুরি। আর এর নেতৃত্ব দিতে হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকেই। তা না করে অধর্মের পক্ষে দাঁড়ালে পতন যে অবশ্যম্ভাবী তাতে সন্দেহ নেই। বিপুল সমর্থন কখনও শেষ কথা বলে না বরং ক্ষুদ্র সমর্পণ জয় নিশ্চিত করে। তবে বর্তমান সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার পূর্বসূরীদের পথ অনুসরণ করবে না জনগণের পক্ষে দাঁড়াবার বার্তা দেবে তার উপর নির্ভর করছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ভবিষ্যত।

সরকারি ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বেসরকারিকরণে

আসতে চলেছে শ্রমিক শোষণ : অভিযোগ

কল্যাণ রায়চৌধুরী

কাগজে কলমে ভারতবর্ষ থেকে দু'শো বছরের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অপসারিত হয়। এজন্য অনেক আত্মত্যাগ সহ অনেক তরতাজা প্রাণের বলিদান হয়েছে। যার বিনিময়ে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে। এবং সাম্রাজ্যবাদ বা রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় গণতন্ত্র। কিন্তু পঁচাত্তর বছরের স্বাধীন দেশ ভারতবর্ষে উপরতলার প্রায় এক শতাংশ নাগরিকের হাতে বর্তমানে প্রায় ৭৪ শতাংশেরও বেশি সম্পদ জড়ো হয়েছে। একদিন যে শোষণযন্ত্রের হাত থেকে সাধারণ মানুষকে নিষ্কৃতি বা মুক্তি দেওয়ার জন্যে তৎকালীন যুব সমাজ কাতারে কাতারে প্রাণ বিসর্জন করেছিল। কার্যত সেই নিষ্কৃতি বা মুক্তি লাভ হয়নি সাধারণ মানুষের। ঔপনিবেশিক শক্তির অপসারণ ঘটলেও গণতন্ত্রকে একপ্রকার প্রহসনে পরিণত করে জন্ম নিল দেশিয় শোষকশ্রেণী। এমনটাই মন্তব্য সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষকমহলের।

তাদের মতে, মালিক শ্রেণির মুনাফার সীমাহীন লালসা চরিতার্থ করার মধ্যে দিয়ে ধনী দরিদ্রের এই বিশাল বৈষম্য গড়ে উঠেছে আমাদের দেশে। যেন দুই ভারত মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। এক ভারতে মুষ্টিমেয় ধনী তথা মালিক শ্রেণি সম্পদের পাহাড়ে বসে আছে। অন্য ভারতে বেশিরভাগ শ্রমজীবী জনসাধারণের জীবন অনাহারে-অর্ধাহারের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার (এ আই ইউটিইউসি)-এর রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'সাম্প্রতিক করোনা অতিমারি এবং সরকারের অবহেলায় পড়ে ১৮ কোটির বেশি মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে, লক্ষাধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছে।

সেই পরিস্থিতির মধ্যেও আদানি-আম্বানিদের সম্পদ বৃদ্ধির হার অতীতের সমস্ত রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। করোনা আবহের সুযোগ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ৪৪টি শ্রম আইনের মধ্যে ২৯টি শ্রম আইনকে বাতিল করে চারটি শ্রম কোড তৈরি করেছে। এই কোডগুলি কার্যকর হলে বেশিরভাগ শ্রমিক শ্রম আইনের আওতার বাইরে চলে যাবে। মালিকরা শ্রমিকদের ইচ্ছেমত ব্যবহার করবে। শ্রম নিঙড়ে ছিবড়ে করে, প্রয়োজন ফুরালে ছুঁড়ে ফেলবে। যার পোশাকি নাম 'হায়ার অ্যান্ড ফায়ার'। অবাধে চলবে ছাঁটাই, ক্লোজার, লেঅফ, লকআউট। প্রবল গতিতে বাড়বে বেকারত্ব। সারা দেশে অসংগঠিত ক্ষেত্রে ৫০ কোটির বেশি শ্রমিক নয়া কোডের ফলে বর্তমান শ্রম আইনের সুবিধা থেকেও অনেকাংশে বঞ্চিত হবে। সরকারি ও রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ধারাবাহিক বেসরকারিকরণকে আরও গতিশীল করেছে এই সরকার। ন্যাশনাল মানিটাইজেশন পাইপলাইনস (এনএমপি) স্কিম-এর সাহায্যে জনগণের অর্থ ও রক্ত-ঘাম-শ্রমে গড়ে ওঠা সরকারি এ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে কেন্দ্র প্রায় জলের দামে বিক্রি করে দিচ্ছে বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থার কাছে। এর ফলে মুখে স্বনির্ভরতার কথা বললেও কার্যত কর্পোরেট নির্ভরতার দিকে দেশকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে দেশ ছেয়ে যাচ্ছে কর্মহীন, নিঃস্ব, রিক্ত মানুষে। শ্রম কোড কার্যকর হয় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তৈরি করা রুলস-এর মাধ্যমে।

এরপর পাঁচের পাতায়

রায়পুর নদী বাঁধে ব্যাপক ভাঙন

স্থায়ী সমাধানের পরিকল্পনা হচ্ছে

কুনাল মালিক

গত ১৯ মার্চ পূর্ণিমার কোটাল চলাকালীন দক্ষিণ শহরতলির বজবজ-২ নম্বর ব্লকের ডি রায়পুর অঞ্চলে হুগলি নদীর রায়পুরে নব নির্মিত জেটির ডানদিকে নদী বাঁধে ব্যাপক ভাঙন হয়। বিষয়টি নিয়ে এলাকায় রীতিমতো আতঙ্ক ছড়ায়। তবে খুব দ্রুত নোদাখালী থানার আইসি, বিডিও এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রীতা মিত্র, সহ-সভাপতি বুচান ব্যানার্জী ও স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রধান অনিল মণ্ডল সহ জনপ্রতিনিধি ও উর্ধ্বতন প্রশাসনিক আধিকারিকরা ঘটনা স্থলে ছুটে আসেন। নদীর বাঁধে যে সব ইঁট ছিল তা দ্রুত সরিয়ে ফেলা হয়। সেচ দফতরের আধিকারিকরা

ছুটে আসেন। বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু হয়। প্রসঙ্গত গত বছর যশের সময়ও এখানে নদী বাঁধে ফাটল দেখা গিয়েছিল। ডি-রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অনিল মণ্ডল বলেন, বাঁধের অবস্থা বিপজ্জনক। তবে সংস্কার শুরু হয়েছে। ডি-রায়পুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রাজকুমার পরামানিক বলেন, সয়েল টেস্ট করে সেচ দফতর সংস্কার শুরু করেছে। সেচ দফতরের মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্রের সঙ্গে বিধায়ক অশোক দেব এবং সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জী কথা বলেছেন। আমরা চাই স্থায়ী সমাধান হোক। রাজকুমার বাবু বলেন, নদী বাঁধ রক্ষার ব্যাপারে সহকারী সভাপতি বুচানদা খুবই উদ্যোগী হয়েছেন। আমরাও তাঁকে সহযোগিতা করছি। আইসি ও বিডিওর নেতৃত্বে নদী বাঁধ বাঁচাও কমিটিও গঠন করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বজবজ-২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জী বলেন, আমি সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী এবং মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্রের সঙ্গে কথা বলেছি। আপাতত নদী বাঁধের ভাঙন ঠেকাতে সেচ দফতর কাজ করছে। তবে স্থায়ীভাবে সমাধানের জন্য খুব শীঘ্রই একটি প্রকল্প করা হচ্ছে। একটু সময় লাগবে, তবে নিশ্চিতভাবে কাজ হবে। সুইলিস গেটটিরও সংস্কার হবে। সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীও বিষয়টি নিয়ে গুরুত্ব দিচ্ছেন।

ছবি : অরুণ লোধ

ঠাণ্ডা জলে ভাত হয় ম্যাজিক চালে

নিজস্ব প্রতিনিধি : সারা বিশ্বে অনেক জাতের ধান উৎপাদিত হয়। আপনিও নিশ্চয়ই অনেক জাতের ধানের কথা শুনেছেন, কিন্তু কখনও কি এমন চালের কথা শুনেছেন যা গরম জলের বদলে ঠান্ডা জলে রান্না হয়? আজ আমরা আপনাকে এমন একজন কৃষকের কথা বলতে যাচ্ছি যিনি তার জমিতে এমন ধান উৎপাদন করেন যা রান্না করতে গরম নয় বরং ঠান্ডা জলের প্রয়োজন হয়। এই চাল ম্যাজিক চাল নামে পরিচিত। 'দ্য বেটার ইন্ডিয়া' অনুসারে, বিহারের পশ্চিম চম্পারণের হারপুর গ্রামে বিজগিরি নামে এক কৃষক রয়েছেন। যাকে মানুষ ম্যাজিক চাল উৎপাদনের জন্য চেনে। ৬৪ বছর

বয়সী বিজয় গিরি নতুন জাতের ধান ও গমের চাষ নিয়ে আজকাল আলোচনায় রয়েছেন। সারা দেশের কৃষকদের কাছেও তিনি উদাহরণ। বিজয় গিরি দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন এবং তার ১২ একর পৈতৃক জমিতে চাষাবাদ করেন। বিজয় গিরি তার জমিতে ঐতিহ্যবাহী ধান, গম, ডাল ইত্যাদি ফসল ফলাতেন। কিন্তু জৈব চাষের প্রবণতা শুরু হলে তারাও তা গ্রহণ করে।

এরপর পাঁচের পাতায়

আভিজাত্যের ব্রাত্যভূমিতে গণদেবতার উত্থান

ওঙ্কার মিত্র

মণ্ডল জমিদারদের বৈভব ও প্রতিপত্তিতে দক্ষিণ ২৪ পরগণার আলিপুর মহকুমার বজবজ বাওয়ালি আজ থেকে সাড়ে তিনশো বছর আগে বিরাজ করত রাজকীয় গরিমায়। ভুবন জোড়া মণ্ডল কৌলিন্য কাহিনীতে যেমন এসেছে রাজবাড়ি, দরবার, ঝাড়বাতি, বিদেশি মূর্তি-পুতুল, বিলাস কেন্দ্র জলটুঙি, রাধামাধব-রাধাগোবিন্দ-রাধাবল্লভ জিউ-এর টেরাকোটা মন্দিরগুচ্ছ তেমনই এসেছে জেলখানা, গুমঘর, সাধারণ প্রজাদের প্রতি নির্যাতনের বহুল প্রচারিত কথকথা। এসব নিয়ে আজও বিরাজ করছে বাওয়ালি। তবে কালের স্রোতে হারিয়েছে তার কৌলিন্য, খসে পড়েছে ইঁটকাঠ পাথর, টেরাকোটার ব্লক। জলটুঙির জলাধার আজ পানাপুকুর। সরকারি পত্রিকার প্রচ্ছদে মণ্ডলদের নানা কীর্তি মুদ্রিত হলেও কৌলিন্যের এই গাথাকে রক্ষা করতে চায়নি প্রশাসন। দীর্ঘ বাম আমলে নানা প্রতিশ্রুতি মিললেও জমিদারি ঐতিহ্য উপেক্ষিত থেকেছে সম্ভবত ফিউডালিজম বিরোধী মনোভাব থেকেই।

অনেক পরে মাত্র কয়েক বছর আগে ঐতিহ্য রক্ষার নামে বাওয়ালিবাসীকে একত্র করে রাজবাড়ি চলে গিয়েছে বেসরকারি হাতে। নিজেদের জমিদার বাড়িতে এখন ব্রাত্য স্থানীয় গ্রামবাসী। সেখানে এখন লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা। ধনী মানুষের নানা অনুষ্ঠান ও কর্পোরেট কনফারেন্সে বিলাসবহুল রাজবাড়ি যাপন। এবার পালা দেবত্তর ভূমির, যেখানে রাধামাধব, রাধাবল্লভ, রাধাগোবিন্দের দীর্ঘবাস। সেটিও নাকি কর্পোরেট কালচারের ট্যুরিস্ট সার্কিটের অংশ হবে। চোখ খুলে গেল বাওয়ালিবাসীর। আশঙ্কা,

সেখানেও তবে ব্রাত্য থাকব আমরা! মনের দ্বন্দ্ব একজোট করে দিল খেটে খাওয়া প্রাচীন প্রজা তথা এখানকার জনগণকে।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ও ব্যবসায়ী সুমন পাড়ুইয়ের নেতৃত্বে সিদ্ধান্ত হল বাঁচাতেই হবে নিজেদের দেবভূমিকে। ভগ্নদশা মন্দিরগুলিকে সংস্কার করার তাগিদে গড়ে উঠল বাওয়ালি মন্দির উন্নয়ন কমিটি। জমিদার গরিমা ছেড়ে এগিয়ে এলেন মণ্ডল পরিবারের একাংশ। শুরু হয়েছে গুপ্ত বৃন্দাবন ধাম-এ রাধাকান্ত জিউ, রাধা বল্লভ জিউ, রাধাগোপীনাথ জিউ, রাধাগোবিন্দ জিউ, গোপাল জিউ ও

জগন্নাথদেবের মন্দির সংস্কার। যেন ভগবান পুণর্নির্মাণ করিয়ে নিচ্ছেন নিজের বাস্তুভিটে। এই অবৈজ্ঞানিক সংস্কারে হয়ত ধুয়ে মুছে যাচ্ছে প্রাচীন মূল্যবান টেরাকোটার জমিদারি নিদর্শন। তা যাক, ভগবান বোধহয় ধুয়ে মুছে সাফ করে দিচ্ছেন ব্রাত্যভূমির কৌলিন্যের ছোঁয়াচ।

এমন সংস্কার মুখী গুপ্ত বৃন্দাবন ধামে এবার আয়োজিত হল দোল উৎসব। হাজার হাজার আবালবৃদ্ধবণিতার কৃষ্ণনামে উদ্বেলিত হওয়া দেখে বোঝা গেল ব্রাত্যভূমি বাওয়ালিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছে গণদেবতার। পরিসংখ্যান বলছে দুপুর বেলায় সেদিন গুপ্ত বৃন্দাবন ধামে খিচুড়ি ভোগ গ্রহণ করেছেন ৩০ হাজার মানুষ। সমাগম হয়েছে তারও বেশি। সেখানে উপস্থিত হয়ে অবাক বিস্ময়ে দেখছিলাম যুবক-যুবতী থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের হরিনামে মত্ত হয়ে যেতে। প্রভাত পরিক্রমায় অংশ নিয়ে হাজার পাঁচেক ভক্ত হরিনামের সুরে জাগিয়ে তুলেছেন বাওয়ালিকে। সারাদিন ধরে কৃষ্ণনামের নানা অনুষ্ঠানের সঙ্গে ছিল ভগবানের অভিষেক। ঐতিহাসিক, বুদ্ধিজীবী, কর্পোরেট কালচারিরা যাই বলুন গণদেবতার এই জাগরণ কী আদৌ উপেক্ষা করা যায়!

Alipur Barta: 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 22, 26 March - 1 April 2022

যুদ্ধের বাজারেও যোদ্ধা শেয়ার বাজার

পার্থসারথি গুহ

অর্থনীতি

করোনা অতিমারি থেকে মুক্তি (যদিও কোভিড ফের ভয় দেখাচ্ছে) যদিও বা মিলল আতঙ্কের দোসর হয়ে এল যুদ্ধ। যাকে মহাযুদ্ধ বা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হিসেবেও অনেকে তুলে ধরেছেন। করোনা শুরুর সময়ে যে থরহরি কম্প জেগেছিল তার জেরে বিশ্বজুড়ে শেয়ার বাজারেই ভারী পতন হয়েছিল। ভারতের অর্থবাজারও প্রায় ৩৫–৪০ শতাংশ তলানিতে এসে ঠেকেছিল। কিন্তু কোভিডের সঙ্গে লড়াইয়ের পাশাপাশি শেয়ার বাজার দ্রুত তার জমি খুঁজে পায়। বস্তুত, ২০২০–র মার্চ–এপ্রিলে যাঁরা লগ্নি করেছিলেন তাঁদের বিনিয়োগ বছর দেড়েক এর একটু বেশি সময় ধরে বিশাল পরিমাণে রিটার্ন দিয়ে যায়।সেই ভারতের অর্থবাজার ফের থমকে দাঁড়ায় রুশ–ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে। ততদিনে অবশ্য কারেকশনের একটা গল্প বেশ চালু হয়েছিল বাজারে। আসলে টানা বাড়ার পর এই সংশোধনী খুবই প্রত্যাশিত ছিল। কারেকশন পর্বে দেখা যাচ্ছিল ওপরে ১৮,৫০০ আর নিচে ১৬,৮০০–র মধ্যে নিফটি ঘুরপাক খাচ্ছে। সেনসেক্সেও ৬–৭ হাজার পয়েন্টের খেলা চলছে।

এমতাবস্থায় হঠাৎ করেই ১৬,৮০০ র বড়মাপের ভিত বা সাপোর্ট টলিয়ে দেয় এই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি। নিফটি একটা সময়ে ১৬ হাজারের ঘর ভেঙে রীতিমতো ত্রাহিত্রাহি রব তুলেছিল। এই জায়গায় প্রয়োজন ছিল একটা উপযুক্ত জুটির। যা জোট বেঁধে ভারতের বাজারকে তুলে ধরবে। এই কাজটাই গত দিনদশেক ধরে চলছে। যার লম্ফঝম্পে ইতিমধ্যে ফের ১৭ হাজারের হার্ডসল পেরিয়ে আবারও পুরনো উচ্চতা ছোঁয়ার অভিলাষ দেখাচ্ছে নিফটি মহারাজ। সেনসেক্সও অনেকটাই পয়েন্ট ফিরে পেয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠছে। যুদ্ধ চলেছে যুদ্ধের মনে। বাজার হাঁটছে নিজের ছন্দে।

গত ৫ বছরে ভারতের অর্থবাজার যে কারেকশন সম্পন্ন করেছে তাতে নিচের দিকে ৭ হাজার পর্যন্ত আসতে দেখা গিয়েছে নিফটিকে। সেনসেক্স ২০ হাজারের কাছ থেকে সাপোর্ট নিয়েছে। ব্যাঙ্ক নিফটি, আইটি ও ফার্মা সূচকও কারেকশনের মধ্যে দিয়ে আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। ওষুধ সেক্টর তো শুধু এমনি কারেকশন করেই ক্ষান্ত থাকেনি। তার কারেকশন পর্ব ছিল টাইম ওয়াইজ বা অন্তর্বর্তীকালীন। এই কারেকশন বন্ধনীতে প্রায় বছর দুয়েকের বেশি গুজরান করতে দেখা গিয়েছে ফার্মা সূচককে। আর এই রাজনীতির সাপলুডোর ছকে যখন ভারতের অর্থবাজার আবর্তিত হবে তখন সেও ওষুধের ওপর বাজি ধরতে দেখা যাচ্ছে বাজার বিশেষজ্ঞদের। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো ওষুধ সেক্টরের মতো না হলেও ভারতীয় লগ্নিকারীদের অত্যন্ত পছন্দের মিডক্যাপেও কারেকশন নামক গ্রহণ ঘনিয়ে এসেছিল বেশ ভালোমতোই। সেই জায়গাটাই আবার যেন মেরামত হতে চলেছে। আর লোকসভা নির্বাচনের ডামাডোলের কথা ভেবেও ফার্মা ও মিডক্যাপকে এই বছরের অন্যতম সেরা থিম বলে অভিহিত করছেন শেয়ার তার্কিকরা। মিডক্যাপের ক্ষেত্রে তাঁদের বক্তব্য, ২০১৭ তে যে কাজ শুরু হয়েছিল জোরালোভাবে সেই বুল রানেই লাগাম পরে ছিল গত প্রায় ৪–৫ বছর। সেই চাকাই এবার ফের ঘুরে দাঁড়াবে বলে আশাবাদী পণ্ডিতরা।

মিডক্যাপ ও ফার্মা ছাড়াও ডলার চাঙ্গা থাকায় তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রেও এই বছর বুল হাওয়া জারি থাকার ওপর বাজি ধরছেন শেয়ার বিশেষজ্ঞরা। অর্থবাজারের ইতিহাস বলছে প্রতিটি সংশোধনের পর সূচক আরও পুষ্ট হয়। নতুন করে শক্তি লাভ করে ওপর দিকে চলার ব্যাপারে। আসলে প্রচণ্ড দাবদাহের পর এক পশলা বৃষ্টি যেমন চাতকের পরিতৃপ্তি মেটায় ঠিক তেমনই ব্যাপক বেড়ে যাওয়া বাজারকে লাগাম পরায় এক–একটি কারেকশন। আর এই কারেকশন আসেও নানা ফ্রেজে নানা ভাবে। তাতে মূলত বাজার উপকৃতই হয়। কাছাকাছি কিছু উদাহরণ তুলে ধরলে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হবে। ২০১৬ তে দীর্ঘ কারেকশনের পর নিফটি থিতু হয়েছিল ৭ হাজারের ঘরে। এই কারেকশনের পর যে পরিমাণ পুষ্টি বাজার লাভ করে তার ফলস্বরূপ ৬০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পায় বাজার। এটা যে কতটা শক্তি জুগিয়েছিল বাজারকে তা বেশ বোঝা যায়। এরপর করোনার প্রথম পর্বের পরেও বাজার ফের এমনই একটা প্রত্যাবর্তন দেখায়। আগামীতেও যদি বাজার আর একটু নিচে আসে তবে ওপরে উঠতেও যে দেরি করবে না তা জলের মতো পরিষ্কার।

মাষ্টারদা সূর্য সেনের ১২৯তম জন্মদিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়িতে পালন করা হল মাষ্টারদা সূর্য সেনের ১২৯তম জন্মদিবস। আজ শিলিগুড়ির সূর্য সেন পার্কে মাষ্টারদার মুর্তিতে মালা দিয়ে তাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলেন শিলিগুড়ির ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার এবং অন্যান্য কাউন্সিলারেরা। সূর্য সেনের মুর্তিতে মালা দিয়ে রঞ্জন সরকার জানান, ভারতের ইতিহাসে মাষ্টারদা সূর্য সেনের নাম উজ্জ্বল হয়ে আছে। তিনি যেভাবে তার জীবন দেশের জন্য সমর্পণ করেছেন সেটা আমরা সবাই জানি। মাষ্টারদা তার জীবন সংগ্রামের মাধ্যমে দেশবাসীকে অনেক কিছু শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। তাই আমাদের কর্তব্য শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে তাঁকে কিছু ফিরিয়ে দেওয়া। এদিন মাষ্টারদা সূর্য সেনের জন্মদিনের উপলক্ষে পথচলতি মানুষদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়, এবং ছোটদের একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় মাষ্টারদার সম্বন্ধে রচনা লিখতে। প্রায় ষাট জন প্রতিযোগী অংশ নেন এই প্রতিযোগিতায়। পরে ডেপুটি মেয়র জানান, মাষ্টারদা সূর্য সেনের নামাঙ্কিত এই পার্কের দায়িত্ব এবার থেকে রাজ্য সরকারের হাতে থাকবে। এই পার্কের দেখাশোনা করবার জন্য আরো দুজন সহায়ক নিয়োগ করবে শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল কর্পরেশন।

পর্যাপ্ত শিক্ষিকা নিয়োগের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্কুলে ছাত্রী সংখ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচশো, তার বিপরীতে শিক্ষিকা মাত্র তিন জন। তাও দু'জন ইংরেজি ও একজন ইতিহাসের। বাংলা, অঙ্ক বা বিজ্ঞান বিভাগের কোনো শিক্ষিকা নেই। যার ফলে তাদের শিক্ষার পূর্ণতা ঘটছে না। দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষিকার সংকটে ভোগা ওই স্কুলের ছাত্রীরা এবার পথে নামল। তাদের স্কুলে পর্যাপ্ত শিক্ষিকা নিয়োগের দাবিতে এবার ফালাকাটা আলিপুরদুয়ার রাজ্য সড়ক অবরোধ করল তারা। তাদের এই আন্দোলনে নৈতিক সমর্থন জুগিয়েছে তাদের অভিভাবকরাও। আলিপুরদুয়ার জেলার ১ নং ব্লকের শিলবাড়িহাট আর আর জুনিয়ার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা মঙ্গলবার সকালে আলিপুরদুয়ার ফালাকাটা জাতীয় সড়কের পলাশবাড়িতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। এই বিক্ষোভে এদিন অনেক অভিভাবকরাও সামিল ছিলেন। প্রায় ঘন্টাখানেক অবরোধ চলে।

খবর পেয়ে উদ্ধার ম্যাকাও ও টিক কাঠ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কিছুদিন আগে চোরাপথে বাংলাদেশ থেকে কোচবিহারের প্রবেশ করার সময় উদ্ধার করা হয় ১৫ টি ম্যাকাও। বিএসএফের কাছে গোপন সূত্রে খবর ছিল, চোরাপথে ম্যাকাও বাংলাদেশ থেকে ভারতে আনা হচ্ছে। এরপর বিএসএফ অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করে ১৫ টি ম্যাকাও। পুলিশের সহযোগিতায় বিএসএফ বনদপ্তর এর কাছে তুলে দেয় ম্যাকাও গুলি। বর্তমানে উদ্ধার হওয়া ১৫ টি ম্যাকাও সহ আরো কিছু পরিযায়ী পাখি কোচবিহারের রসিকবিল এর শোভা বাড়াচ্ছে।

প্রচুর মানুষের প্রতিদিন ভিড় জমাচ্ছেন তাদের দেখতে। তাদের যাতে কোনো রকম অসুবিধা না হয় সে বিষয়ে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। স্নানের জন্য রাখা হয়েছে বাথটব। এছাড়া কাজুবাদাম, কিসমিস, বাদাম, দুধ, সহ বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী খাওয়ানো হচ্ছে তাদের।

বনদপ্তর থেকে জানানো হয়েছে ম্যাকাও গুলো ভারতীয় নয়। এগুলি আমেরিকার প্রজাতি, তাই ভারতীয় পরিবেশ মানিয়ে নিতে একটু সমস্যা হবে, তবে তাদের যাতে কোনো রকম অসুবিধা না হয় সেই দিকে বিশেষভাবে নজর রাখা হচ্ছে।

ম্যাকাও এবং পরিযায়ী পাখি ছাড়াও কোচবিহারের রসিকবিল চিড়িয়াখানায় আছে পাইথন, লেপার্ড সহ বিভিন্ন জীবজন্তু। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গাড়ি সহ প্রায় ৬০ সিএফটি টিক কাঠ আটক করল দলগাঁও রেঞ্জের বন কর্মীরা। পাচারকারীর গাড়ির ধাক্কায় কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় বন দপ্তরের একটি গাড়ি। দলগাঁও রেঞ্জ সূত্রে খবর, রবিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বন দপ্তরের দুটি দল ওৎ পেতে থাকে।

ফালাকাটা ব্লকের কাজলী হল্ট এলাকায় কাঠ বোঝাই গাড়ি দেখতে পেয়ে পিছু ধাওয়া করে বন দপ্তরের একটি গাড়ি। কিছু দূর যাওয়ার পর জটেশ্বরের কাছে পাচারকারীর গাড়ির সামনে বন দপ্তরের গাড়ি দাঁড় করালে চলন্ত গাড়ি থেকে চালক নেমে পালিয়ে যায়।

তৃণমূলে যোগদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের নির্বাচনের আগে ক্রমাগত সংগঠনকে শক্তিশালী করছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। মহকুমা পরিষদের নির্বাচন এগিয়ে আসতেই বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান কর্মসূচি চলছে। সোমবার সিপিএম ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করল ১৪৫টি পরিবার। নকশালবাড়ির মনিরাম তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ঢাকনা কলোনিতে এই যোগদান কর্মসূচি পালন করা হয়। দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষের হাত ধরে এই যোগদান কর্মসূচি আয়োজিত হয়। এই যোগদান কর্মসূচিতে দার্জিলিং জেলা তৃণমূল সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ, জেলা কিষাণ ক্ষেতমজুর সভাপতি অমর সিনহা, নকশালবাড়ি ব্লক২ সভাপতি পৃথ্বীশ রায়, যুব সভাপতি অরুণ ঘোষ, ভানু বর্মন সহ অন্যান্য তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। পাপিয়া ঘোষ জানান, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের নির্বাচনে শাসক শিবিরে এই যোগদান দলকে অ্যাডভান্টেজ জোগাবে। পাপিয়া ঘোষ বলেন, শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের মতন এবার মহকুমা পরিষদের নির্বাচনে তৃণমূল জেতার ব্যাপারে একশো শতাংশ আশাবাদী। তিনি আরো জানান, আগামী দিনে অন্যান্য জায়গার মতন তৃণমূল কংগ্রেস শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ ও দখল করবে। এখন সব মানুষই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে চলতে ভরসা এবং বিশ্বাস করছেন। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন করতে হলে শুধুমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসকেই ভোট দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি জানালেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি পাপিয়া ঘোষ।

প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি : মিছিলটি হিলকার্ট রোড পরিক্রমা করে আবার হাশমিচকে এসে শেষ হয়। মিছিলের নেতৃত্বে ছিল বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির নেতৃত্ব ও কাউন্সিলররা। এদিন বিজেপির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ জানান, রামপুরহাটের ঘটনা আমাদের দেখিয়ে দিল পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি ঠিক কোন জায়গাতে দাড়িয়ে আছে, ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চ্যাটার্জী বলেন, এইভাবে নৃশংসতা আমাদের আদিম জায়গাতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। আমরা যদি এখন এর কোনও প্রতিবাদ না করি তবে পশ্চিমবঙ্গের সব জায়গাতেই রামপুরহাট তৈরি হবে। এদিন মিছিলে বিজেপির সমর্থকেরা মুখ্যমন্ত্রীর নীরবতাকে কটাক্ষ করে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী জানেন এই ঘটনা তার লোকেরাই ঘটিয়েছে। তাই তিনি চুপ করে আছেন। সত্যি সত্যি মুখ্যমন্ত্রী যদি নিরপেক্ষ হন তবে তিনি কেন পদক্ষেপ নিচ্ছেন না। নিরীহ মানুষদের হত্যা করে তৃণমূল কংগ্রেস দেখিয়ে দিল কতখানি হিংসা এবং পাশবিক প্রবৃত্তি তাদের মধ্যে লুকিয়ে আছে। এই রাজ্যে এখন নৈরাজ্যের অবস্থা একে অন্যকে মারছে এবং মুখ্যমন্ত্রী চুপ করে সব দেখছেন। এদিন বিজেপির মিছিল ভেনাস মোড় থেকে শুরু হয়ে শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্কে গিয়ে শেষ হয়।

মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : শুক্রবার সাতসকালে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে এক অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল ফাঁসি দেওয়া ব্লকের হাসখাওয়া এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বাগডোগরা থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। মৃতদেহের কাছ থেকে কোনো পরিচয় পত্র পাওয়া যায়নি। তবে মৃতদেহের পাশে একটি ব্যাগ পাওয়া গেছে। কীভাবে এই মৃতদেহটি এখানে এল, তার পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাগডোগরা থানার পুলিশ। অজ্ঞাত পরিচয় ওই ব্যক্তির ছবি পাঠানো হয়েছে বিভিন্ন থানায়। কোথাও কোনো নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের বাগডোগরা থানা। কিভাবে ওই যুবক ওই জায়গায় আসল কিংবা তাকে কেউ মেরে ওই জায়গাতে রেখে দিয়ে গেছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তবে জানা গেছে বেশ কয়েকদিন ধরে ওই যুবককে বাগডোগরা এবং তার আশেপাশের জায়গায় ঘুরতে দেখা গেছে। পুলিশ ওই যুবকের পকেটের পার্স থেকে তার ব্যক্তিগত কিছু কাগজপত্র খুজে পেয়েছে। যার থেকে সে কোথায় থাকত তা খুঁজে দেখা হচ্ছে।

নিকাশি ব্যবস্থা খতিয়ে দেখলেন চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোচবিহার ১৪ নং ওয়ার্ডে নিকাশি ব্যবস্থা খতিয়ে দেখলেন কোচবিহারের নবনিযুক্ত পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। বৃহস্পতিবার সকালে ১৪ নং ওয়ার্ডে রাস্তার আশে পাশের নোংরা ও নর্দমা পরিস্কারের কাজ তদারকি করেন তিনি। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পুরকর্মীদের দিয়ে জঞ্জাল ও নর্দমা পরিষ্কার করান। চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানান, পুরসভা এলাকাকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে এইরূপ উদ্যোগ। পাশাপাশি তিনি জানান, শহরকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে ওয়ার্ডের জনগন কে সচেতন হতে হবে। তারাও যেন নোংরা আবর্জনা নর্দমায় না ফেলে সেগুলি পুরসভার গাড়িতে দিয়ে দেন। এই উদ্যোগে খুশী ওয়ার্ডের সাধারণ মানুষ। তারা জানিয়েছেন এই উদ্যোগ শহরকে পরিষ্কার রাখবে,যেটা একটা উন্নত শহরের প্রয়োজন সবচাইতে আগে। রবীন্দ্রনাথ ঘোষের এই উদ্যোগ শহরকে আরো পরিচ্ছন্ন রাখবে বলে মনে করছেন শহরের সমস্ত বিশিষ্ট মানুষেরা।এই উদ্যোগ উত্তরবঙ্গের অন্যান্য শহরকেও রাস্তা দেখাবে বলে মনে করছেন তারা

নিযুক্ত হল ৫ টি বরোর পুরপ্রধান

নিজস্ব প্রতিনিধি : কাজের গতি বাড়াতে দক্ষ ও নতুন মুখেই ভরসা শিলিগুড়ি পুরসভার বর্তমান বোর্ডের মেয়র গৌতম দেবের । তাই তার পুর পরিবারে স্থান পেয়েছে দক্ষ ও নবীন কাউন্সিলররা। মেয়র পারিষদে যেমন সাজানো হয়েছে নতুন –পুরোনো দক্ষ কাউন্সিলরদের নিয়ে । তেমনি বরো কমিটি গুলির কাজের গতি বাড়াতে সেই একই কৌশল নিয়েছে মেয়র গৌতম দেব । তাই ১ নম্বর বরোতে গার্গী চ্যাটার্জী, ২ নম্বর বরোতে আলম খান, ৩ নম্বর বোরোতে মিলি সিনহা, ৪ নম্বর বোরো জয়ন্ত সাহা ও ৫ নম্বর বোরোতে প্রীতিকণা বিশ্বাসকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এদিন বরো চেয়ারম্যানদের নাম ঘোষণা করে মেয়র গৌতম দেব জানান, এখন থেকে ৫টি বরোকে আলাদা আলাদা করে দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হবে। এতে একদিকে যেমন পুরসভার চাপ অনেকটাই কমে যাবে, তেমনি শিলিগুড়ির মানুষের অনেকটাই সুবিধা হয়ে যাবে, ছোট ছোট কাজের জন্য তাদের আর কর্পোরেশনে ছুটে আসতে হবে না। এখন থেকে এই ৫টি বরোতে যে যে ওয়ার্ডগুলি আছে সেই সব ওয়ার্ডের যাবতীয় কাজকর্ম হবে। এদিন বরো চেয়ারম্যানদের নাম ঘোষণা করে মেয়র গৌতম দেব তাদের হাতে পুষ্পস্তবক এবং মিষ্টির প্যাকেট তুলে দেন। ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার জানান, এবারে শিলিগুড়ির উন্নয়ন এক নতুন গতি পাবে, যা আগের সরকারের পক্ষ থেকে করে ওঠা সম্ভব হয় নি। মেয়র এদিন জানান, শিলিগুড়ির মানুষের জঞ্জাল নিয়ে অনেক অভিযোগ আছে বহুদিন থেকেই। তাই মানিক দে ছাড়াও সব বরোর চেয়ারম্যানদের এই জঞ্জাল সাফাই এর ব্যাপারে বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে, যাতে শিলিগুড়িকে জঞ্জাল মুক্ত শহর হিসাবে তৈরি করা যায়। শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল কর্পরেশনের বর্তমান চেয়ারম্যান সোনাম ওয়াং দি ভুটিয়া এদিন বরো চেয়ারম্যান দের শপথ বাক্য পাঠ করান।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৬ মার্চ – ১ এপ্রিল ২০২২

মেষ রাশি : সঞ্চিত অর্থ ব্যয় হবে। গুরুজনদের পরামর্শ নিয়ে কোথাও বিনিয়োগ করবেন। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি না হয় সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। পারিবারিক সম্পর্কের অবনতির আশঙ্কা। পুত্রের পড়াশোনার ক্ষেত্রে সাফল্যে বাধা আসবে। ব্যবসার চেয়ে চাকরিতে সাফল্যের ক্ষেত্রে শুভ ফল পাবে। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাবে। সাবধানে রাস্তা পারাপার হবেন।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২৭ বার 'ওঁ কৌমায় নমঃ' জপ করুন।

বৃষ রাশি : অকারণে মানসিক উদ্বিগ্নতা বাড়বে। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাবে। পারিবারিক গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন। চাকরি ও ব্যবসায় শুভ ফল লাভ হবে বাধা এলেও তা কাটিয়ে উঠবে। অবিবাহিতদের বিবাহের সম্ভাবনা বৃদ্ধি। ডাক্তারী, গবেষণায় সাফল্য বৃদ্ধি। উচ্চশিক্ষায় সাফল্যে বাধা আসবে।

প্রতিকার : শুক্রের মন্ত্র পড়ুন।

মিথুন রাশি : অযথা ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষার্থীদের পদোন্নতিতে বাধা। ব্যবসার ক্ষেত্রে শুভ। বিনিয়োগে কম ঝুকিপূর্ণ। ধর্ম–কর্ম করার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। উচ্চ শিক্ষায় শুভ ফল লাভ হবে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪১ বার 'ওঁ নমো নারায়ন'র জপ করুন।

কর্কট রাশি : মানসিক অবসাদ হওয়ার আশঙ্কা। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় আগ্রহ বৃদ্ধি। পারিবারিক সম্পর্কের অবনতি। সন্তানকে নিয়ে উদ্বেগ বাড়বে। চাকরির চেয়ে ব্যবসায় শুভ ফল লাভ হবে। উচ্চ শিক্ষায় সাফল্য ভাই–বোনেদের সাফল্যে খুশি। সর্দি–কাশি, ঠাণ্ডা লাগা জনিত, নার্ভের রোগ হওয়ার আশঙ্কা।

প্রতিকার : সোমবার অসহায় বৃদ্ধাদের ভোজন করান।

সিংহ রাশি : সদা সতর্কতার সহিত রাস্তা পারাপার হবেন। সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদ হওয়ার আশঙ্কা। সন্তানের সাফল্যে খুশির জোয়ার। চাকরিতে সাফল্য এলেও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরাগ ভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় শুভ ফল পাবে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষায় সাফল্য লাভ হবে। আয়ভাব শুভ।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওঁ নমঃ শিবায়' মন্ত্র পড়ুন।

কন্যা রাশি : ব্যবসার চেয়ে চাকরিতে শুভ ফল লাভ হবে। সন্তানকে নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকবেন। উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণায় সাফল্যে বাধা আসবে। ঠাণ্ডা জনিত রোগ, পেটের রোগ হওয়ার সম্ভাবনা। আয়ভাব শুভ হলেও ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। কর্ম ভাব শুভ। দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : বিষ্ণু মন্ত্র 'নারায়ণম' জপ করুন।

তুলা রাশি : সঞ্চিত অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হলেও তা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। সন্তানের সাফল্যে আপনি খুশি হবেন। চাকরি ক্ষেত্রে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রসারতা অব্যাহত থাকবে। হঠাৎ অর্থ পেতে পারেন। সাবধানে চলাফেরা করুন। আয়ভাব শুভ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মত বিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ১৫ বার 'ওঁ শুক্রায় নম' মন্ত্র পড়ুন।

বৃশ্চিক রাশি : মানসিক উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধির সঙ্গে অন্যের প্রতি রূঢ় আচরণ বাঞ্ছনীয় নয়। পরিবারের সকলের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ঘটবে। পুত্রের খুশিতে খুশি। চাকরিতে শুভ কিন্তু ব্যবসায় সাফল্যে বাধা। উচ্চশিক্ষায় সাফল্যে বাধা। সুগার, প্রেসার, পেটের সমস্যা প্রভৃতি হওয়ার সম্ভাবনা। চাকুরিজীবীদের পদোন্নতি।

প্রতিকার : ভগবান নরসিংহের পুজো করুন।

ধনু রাশি : কোনো সঞ্চিত অর্থ বা দ্রব্য হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। যত্র আয় তত্র ব্যয় হবে। পিতা বা গুরুজনদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। সন্তানের পড়াশোনার ক্ষেত্রে পিতা–মাতার ধ্যান দেওয়া প্রয়োজন। চাকরি ক্ষেত্রে বাধা আসবে কিন্তু ব্যবসার ক্ষেত্রে শুভ ফল পাবে। পথ চলার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন। কর্মে সাফল্য। আয়ভাব শুভ।

প্রতিকার : বৃহস্পতির ব্রত করুন।

মকর রাশি : মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হবে। মিষ্টান্ন জাতীয় সুখাদ্য খাওয়ার ইচ্ছা বৃদ্ধি পাবে। ভাই–বোনেদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হবে দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। সন্তানের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ থাকবে না। সর্দি–কাশি, চোখের সমস্যা হওয়ার আশঙ্কা। চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফল এবং ব্যবহার ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। আয়ভাবে শুভ ফল পাবে না।

প্রতিকার : প্রত্যহ ৪৪ বার 'ওঁ মন্দায় নমঃ' পাঠ করুন।

কুম্ভ রাশি : চাকরি ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মত বিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা। পারিবারিক অশান্তি থাকবে। গবেষণা ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে সাফল্য। আয়ভাব শুভ। আয়ের থেকে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হবে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওঁ হনুমতে নমঃ' জপ করুন।

মীন রাশি : সন্তানকে নিয়ে মানসিক উদ্বিগ্নতা বাড়বে। চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফল পাবে এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রসারতা বিলম্ব হবে। উচ্চশিক্ষায় সাফল্যে বাধা আসবে। আয় ভাব খুব শুভ নয়। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা।প্রতিকার : বৃহস্পতিবার বৃহস্পতির মন্ত্র পড়ুন।

প্রতিকার : দুধ ও ফল খাবেন বৃহস্পতিবার দিন। এবং ব্রত করলে ভালো হয়।

শব্দবার্তা ১৯২

■	■	■	১		২	■	৩
■	৪			■		■	
■		■	৫				
৬				■	■	■	
	■	■	■	৭		৮	
৯		১০			■		■
	■		■	১১			■
	■	১২			■	■	■

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। তদন্তের জন্য নিযুক্ত কমিশন বা সমিতি ৪। পক্ষান্তরে ৫। প্রধান দ্বার ৬। মনোরাজ্য ৭। ঔজ্জ্বল্য, শোভা ৯। মনের 'ব্যাধি' ১১। পদবি বিশেষ ১২। তত্ত্ব, সন্ধান, খোঁজে।

উপর–নীচ

১। হোস্টেলে বাসকারী ২। ভুল ৩। নাতনির স্বামী ৪। যৎসামান্য ৬। মসিজীবীর বৃত্তি ৭। অন্নবস্ত্র ৮। তার, তাহার ১০। '— বড় ভাল লাগে'।

সমাধান : ১৯১

পাশাপাশি : ১। শব্দবার্তা ৪। ঘর ৫। অশ্বরক্ষক ৭। সবার ৯। অভয় ১০। পরেশনাথ ১১ তার ১২। আনকোরা।

উপর–নীচ : ১। শর ২। বালেশ্বর ৩। নাটক ৪। ঘরে বাইরে ৬। ক্ষণভঙ্গুর ৮। জনার্দন ১০। পকেট ১১। তারা।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

আক্রান্ত প্রতিবাদী

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাজি ফাটানোর প্রতিবাদ করায় এক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর উপর ব্লেড চালিয়ে হামলার অভিযোগকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। এই ঘটনায় পরীক্ষার্থীর ঘাড়ে, কানে, মাথায়, পিঠে একাধিক জায়গায় গভীর ক্ষত হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে বারুইপুর থানার মল্লিকপুরের হাবিবল্যান্ড এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জখম ছাত্রের বাড়ির লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তাঁর মাথায় ও শরীরে প্রায় ৩২টি সেলাই পড়েছে। রাতেই বারুইপুর থানায় অভিযোগ করে ছাত্রের পরিবার। পুলিশ অভিযুক্ত ২ নাবালককে গ্রেপ্তার করেছে। অভিযুক্তদের নাম মহম্মদ সাবির ও মহম্মদ রাজ। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, হাবিবল্যান্ড এলাকার বাসিন্দা মহম্মদ ফায়েজ আফজল আলি রাজপুর চৌহাটি হাইস্কুলের এবছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। আক্রান্ত ছাত্র রবিবার বলেন, শনিবার রাতে বাড়ির সামনে রাস্তায় প্রচুর চকলেট বাজি ফাটাচ্ছিল কয়েকজন। সামনেই পরীক্ষা। তাই আমার পড়ার অসুবিধা হচ্ছিল। প্রথমে আমার মা বাইরে এসে তাদের বারণ করে বাজি না ফাটানোর জন্য। তাদের অন্যত্র চলে যেতে বলে। কিন্তু তারা তা না শুনে ঘরের জানালা লক্ষ্য করে বোমা মারে। এরপরে আমি বেরিয়ে বাজি ফাটানোর প্রতিবাদ করি। সেই সময় কয়েকজন আমাকে ঘিরে ধরে হামলা চালায়। পকেট থেকে ব্লেড বার করে আঘাত করে ওরা। এর পরে আমি রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে গেলে তারা পালিয়ে যায়। আহত ছাত্র কী করে পরীক্ষায় বসতে পারবে তা নিয়ে চিন্তায় পড়েছে তাঁর পরিবার।পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

প্রাণে বাঁচল একরত্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি : অ্যাম্বুলেন্স চালকের মানবিক তৎপরতায় প্রাণে বাঁচলো একরত্তি শিশুর প্রাণ। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে ক্যানিং থানার ক্যানিং স্পোর্টস্ কমপ্লেক্স ময়দান সংলগ্ন ক্যানিং-বাসন্তী রোডে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন সকালে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে রোগী নিয়ে ফিরছিলেন চালক ফয়জুল। সেই সময় ক্যানিং স্টেডিয়াম সংলগ্ন রাস্তা পারাপার করতে গিয়ে আচমকা অ্যাম্বুলেন্সের সামনে চলে আসে এক শিশু। অ্যাম্বুলেন্সে থাকা রোগীদের কথা চিন্তা না করে শিশুর প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে সজোরে ব্রেক কষেন। থমকে যায় অ্যাম্বুলেন্স। ধাক্কা খেয়ে রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে একরত্তি শিশু। তার মাথায় ও মুখে মারাত্মক আঘাত লাগে। ঘটনার পর দৌড়ে আসেন স্থানীয় মানুষজন সহ কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ। ততক্ষণে চালক তার অ্যাম্বুলেন্স ঘুরিয়ে নেয়। শিশুটিকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তার অবস্থা সংকটজনক হলে চিকিৎসকরা কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। শিশুটিকে অ্যাম্বুলেন্স চালক ফয়জুল তার অ্যাম্বুলেন্সে করে কলকাতায় নিয়ে যায়। শিশুটির মা মাফুজা মোল্লা জানিয়েছেন, আমি আর আমার ছেলে মোফিজুল বাসন্তীর কলা হাজরার বাড়ি থেকে বেরিয়ে ক্যানিংয়ে এক আত্মীয়ের বাড়িতে যাচ্ছিলাম। রাস্তা পার হওয়ার সময় মোফিজুলের হাত ছেড়ে যায়। গাড়ির ধাক্কায় ছিটকে পড়ে। তবে গাড়ির চালকের কোনও দোষ নেই। তা স্বত্বেও দুর্ঘটনার পর পালিয়ে না গিয়ে আমার সন্তানকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ওই অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। অন্যদিকে মানবিক অ্যাম্বুলেন্স চালক ফয়জুল ঘটনা সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে চায়নি। তবে সাধারণ মানুষ অ্যাম্বুলেন্স চালকের মানবিকতাকে কুর্ণিশ জানিয়েছেন।

বাঘের আক্রমণে জখম

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঘের আক্রমণে গুরুতর জখম হলেন এক মৎস্যজীবী। ঘটনাটি ঘটেছে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের প্রত্যন্ত সুন্দরবনের আজমলমারী ৩ নম্বর কোম্পারমেন্টে পুট্টির খাল এলাকায়। বাঘের আক্রমণে গুরুতর জখম হয়েছে আবু তালেব পিয়াদা নামে এক মৎস্যজীবী। তাঁর বাড়ি কুলতলি থানার অন্তর্গত দেবীপুর পঞ্চায়েতের দেউলবাড়ি গ্রামে। আবুতালেব পিয়াদা কুলতলি বিট অফিস থেকে বৈধ অনুমতি পত্র নিয়েছিলেন সোমবার। ওই দিনই দুই সঙ্গীসাথী মহিবুর খাঁন ও আজিম মন্ডলকে নিয়ে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলের নদীখাঁড়িতে কাঁকড়া ধরার জন্য রওনা দিয়েছিলেন। বুধবার রাতে কাঁকড়া ধরছিলেন আজমলমারী ৩ নম্বর কোম্পারমেন্টের পুট্টি খালে। সেই সময় সুন্দরবনের গভীর জঙ্গল থেকে একটি বাঘ বেরিয়ে আসে। টার্গেট করতে থাকে আবু তালেবকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সকলের অজান্তে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে বাঘ। ঝাঁপিয়ে পড়ে আবু তালেবের উপর। তাকে টানতে টানতে জঙ্গলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সঙ্গীসাথীরা ঘটনায় প্রথমে হকচকিয়ে যায়। এরপর বাঘের আক্রমণ থেকে সঙ্গী কে বাঁচাতে কাঁকড়া ধরার শিক আর নৌকার বৈঠা নিয়ে বাঘের সাথে তুমুল লড়াই করে। টানটান উত্তেজনার মধ্যে দীর্ঘক্ষণ চলে বাঘে মানুষের তুমুল লড়াই। বাঘ তার শিকার ছাড়তে নারাজ। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে বাঘ রণে ভঙ্গ দেয়। শিকার ছেড়ে হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় সঙ্গী সাথীরা তড়িঘড়ি আবুতালেবকে পিয়াদাকে নৌকায় চাপিয়ে বেয়ে দ্রুততার সাথে নৌকা চালিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। খবর দেওয়া হয় স্থানীয় বিট অফিসে ও জয়নগর গ্রামীণ হাসপাতালে। তড়িঘড়ি পাশের বাড়িতে থাকা একটি মোটর সাইকেলে আবুতালেবকে বসিয়ে বসিয়ে কুলতলির জয়নগর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে জরুরি ভিত্তিতে ওই মৎস্যজীবী চিকিৎসা শুরু করেন চিকিৎসকরা। পরে ওই মৎস্যজীবীর অবস্থা সঙ্কটজনক হলে তাকে জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। পথে রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কুলতলি থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরে জয়নগরের এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেন। ওই মৎস্যজীবীর বাড়িতে স্ত্রী পাঁচ মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে। অভাবের সংসারে পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী আবুতালেব। বর্তমানে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন।

পরীক্ষার্থীকে ধাক্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কমপিউটার ক্লাস সেরে সাইকেল চালিয়ে বাড়িতে ফিরছিল এক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। সেই সময় তার পিছন থেকে সজোরে ধাক্কা মারলো এক বাইক চালক। বাইকের ধাক্কায় সাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে গুরুতর জখম হলেন রাঙাবেলিয়া উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুলের ছাত্র তুষার মাইতি। তবে ঘটনার পর মুহূর্তে বাইক চালিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় ওই বাইক চালক। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে গোসাবা থানার অন্তর্গত বাদামতলা এলাকায়। রাতের অন্ধকারে রাস্তার উপর পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছিল ওই ছাত্র। রাতের অন্ধকারে চিৎকার শুনে স্থানীয়রা দৌড়ে আসেন। গুরুতর জখম ওই উচ্চমাধ্যমিক ছাত্রকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য গোসাবা ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। পাশাপাশি স্থানীয়রাই ওই ছাত্রের কাছ থেকে ফোন নম্বর জোগাড় করে তার সোনাগাঁও বাড়িতে দুর্ঘটনার কথা জানায়। পরিবারের লোকজন খবর পেয়ে তড়িঘড়ি গোসাবা হাসপাতালে চলে আসে। অন্যদিকে ওই ছাত্রের অবস্থা আশঙ্কাজনক হলে তাকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন গোসাবা হাসপাতালের চিকিৎসকেরা।রাতেই ওই ছাত্রের পরিবার পরিজন তাকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে ওই উচ্চমাধ্যমিক ছাত্র আশঙ্কাজনক অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

অবহেলায় যাত্রী প্রতীক্ষালয়

সঞ্জয় চক্রবর্তী : হাওড়া আন্দুল রোড মৌড়ি রেল ব্রিজের উপর প্রতীক্ষালয়টির দীর্ঘদিন ধরে মাথার চাল না থাকায় নিত্য যাত্রীরা নাজেহাল। নিত্য যাত্রীদের মতে, ঝড়ে এই প্রতীক্ষালয়টির চাল উড়ে যায়। কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে সারানোর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। মূলত, এই মৌড়ি রেল স্টেশনের উপর গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ দিয়ে চলে গেছে আন্দুল রোড। আন্দুল রোড হয়ে হাওড়াগামী সমস্ত বাস ও ছোট বড় যানবাহন যাতায়াত করে। যে হেতু এখানে রেল স্টেশন ও ব্রিজের উপর মৌড়ি বাস স্টপেজ, তাই নিত্য যাত্রীদের যাতায়াতও চোখে পড়ার মতো। এমত অবস্থায় মৌড়িগ্রামের উপর তৈরি দুদিকে দুটি প্রতীক্ষালয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বর্তমানে তার বেহাল দশা। প্রতীক্ষালয়ের মাথায় উপর ছাদ না থাকায় রোদ বৃষ্টিতে নাজেহাল নিত্য যাত্রী থেকে আমজনতা। সকলের দাবি, অবিলম্বে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সংস্কার করা হোক। না হলে রোদ বৃষ্টিতে সকলকে নাজেহাল হতে হবে।

যানজটে নাজেহাল আমজনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়া মৌড়ি খটির বাজার পুলের সামনে চৌমাথায় নিত্য যানজটে নাজেহাল আমজনতা। নিত্য দিনের এই যানজট একপ্রকার গা সওয়া হয়ে গেছে এলাকাবাসী থেকে নিত্য যাত্রীদের। এলাকাবাসী ও নিত্য যাত্রীদের মতে, রাস্তাটি প্রয়োজনের তুলনায় (চওড়ায়) ছোট হওয়ার জন্য এই বিপত্তি বলে মনে করছে। তার উপর সকালে রাস্তার দু'ধারে বাজার বসার ফলে সকালবেলায় যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে বলে অভিমত এলাকাবাসী থেকে আমজনতার সকলের। এই রাস্তা দিয়ে লরি, ছোট বড় চার চাকার গাড়ি থেকে শুরু করে নিত্য প্রয়োজনীয় গাড়ি যাতায়াত করে। একবার যানজটের সৃষ্টি হলে তা থেকে মুক্তি পেতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। এলাকাবাসী থেকে শুরু করে নিত্য যাত্রীদের দাবি, প্রশাসনের পক্ষ থেকে যদি যানবাহন নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্রাফিক নিয়োগ করা হয় তা হলে সকলের ভালো হয়। তা হলে নিত্য এই যানজট থেকে মানুষ মুক্তি পায়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই সমস্যা সমাধান করার জন্য কি ভূমিকা গ্রহণ করে এখন সেটাই দেখার।

মৎস্য চাষের উন্নয়নে গবেষণা

মলয় সুর: সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ব্যারাকপুর, পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অভ্যন্তরীন ফিশারিজ সোসাইটির প্রফেশনাল ফিশারিজ গ্র্যাজুয়েট ফোরামের যৌথ উদ্যোগে মঙ্গলবার ২২ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত ব্যাকারপুর ইন্ডিয়ান ফিশারিজ আউটলুক ২০২২। মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে সুদূর প্রসারী উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যারাকপুরে মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রে তিনদিন ধরে চলে সেমিনার। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১০০ জন মৎস্য চাষি হাজির হন। পাশাপাশি মৎস্য গবেষক ও বিশেষজ্ঞরা সেমিনারে ছিলেন। প্রথম দিন সেমিনারের সূচনা করেন কেরালা ইউনিভার্সিটি অব ফিশারিজ অ্যান্ড ওশান স্টাডিজের উপাচার্য ডঃ রিজিজন, আইসিএআর-এর ডেপুটি ডিরেক্টর ড. জয়কৃষ্ণ জেনা, রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা, সিফরির ডিরেক্টর বসন্ত কুমার দাস, কলকাতা রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের সম্পাদক স্বামী সুপর্ণানন্দ মহারাজ, ডঃ গবেষক অর্চন কান্তি দাস, মিডিয়া আহ্বায়ক সুজিত চৌধুরী প্রমুখ। তিনদিনের এই অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল টেকনিক্যাল সেশন, ইন্ডাস্ট্রি মিট, সিফরি প্ল্যাটিনাম জুবিলি অনুষ্ঠান, প্লেনারি সেশন, প্রদর্শনী এবং ট্রেড শো। গবেষক অর্চন কান্তি দাস এ প্রসঙ্গে গোটা বিষয়টি তুলে ধরেন। ভারতে মৎস্য চাষে তার গবেষণা ও প্রযুক্তি বিকাশের মাধ্যমে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে যা দেশকে মাছের উৎপাদন ৯ গুণ বৃদ্ধি করতে সক্ষম করেছে (সামুদ্রিক ৫ গুন এবং আভ্যন্তরীণ ১৭ গুণ)। এতে রাজ্যের তরুণ প্রজন্মের কর্ম সংস্থান সৃষ্টি হবে। সেমিনারের শেষ দিন রাজ্যের মৎস্যমন্ত্রী অখিল গিরি উপস্থিত হন। গঙ্গাবক্ষে ব্যারাকপুর ফিশারিজ ছাত্রছাত্রীদের লক্ষ্যে কুইজ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়। বিশ্ব ব্যাপী খাদ্যের ভাণ্ডারে ভারতীয় মৎস্য সম্পদের অবদান অনস্বীকার্য।

মহেশতলায় ষষ্ঠ পুর বোর্ড গঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২১ টি পূর্বতম গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪০ টি সম্পূর্ণ ও আংশিক মৌজা নিয়ে ৪৪.১৭৫৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকা বিস্তৃত হুগলি নদীর পূর্ব পাড়াস্থিত মহেশতলার পথ চলা শুরু ২১ ডিসেম্বর ১৯৯৩। এই পুরসভায় গত ২২ মার্চ পূর্ণাঙ্গ ষষ্ঠ পুর বোর্ড গঠিত হল। গত ১৭ মার্চ শপথ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে পুরপ্রধান ও উপ-পুরপ্রধানের নাম ঘোষিত হয়। বাকি ছিল পুরপ্রধান পরিষদ কারা কারা হবে? তাদের মধ্যে কার কাছে কোন কোন পুর দফতর বন্টিত হবে? ২২ মার্চ পুরভবনের তৃতীয় তলাস্থিত সভাকক্ষে পুরসভার ৩৫ টি ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি নিয়ে দ্বিতীয় বোর্ড মিটিং বসে। তাতেই পুরপ্রধান পরিষদ কারা কারা হবে এবং কে কোন দফতর পাবে সে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাতেই নির্দিষ্ট হল পঞ্চম পুর বোর্ডের মতো ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি পীযুষ দাসের হাতে থাকবে পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ দফতর। আর পঞ্চম পুর বোর্ডের মতো ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি সুকান্ত বেরার হাতে থাকবে চিকিৎসা, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও কঠিন বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাষণ ও ব্যবস্থাপনা, অ্যাম্বুলেন্স, খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ, কসাইখানা ও পরিবেশ দূষণরোধ দফতর।

আবার পঞ্চম পুর বোর্ডের মতো ৯ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি তাপস হালদারের হাতে থাকবে সমাজকল্যাণ ও অন্যান্য কয়েকটি দফতর, ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের অভিজ্ঞ পুরপ্রতিনিধি অলোকা মাইতির হাতে থাকবে পুর শিক্ষা, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি দফতর আর ২১ নম্বর ওয়ার্ডের আরেক অভিজ্ঞ পুরপ্রতিনিধি আতিবর রহমান মোল্লার হাতে থাকবে আলো ও বিদ্যুৎ দফতর।

১৯ নম্বর ওয়ার্ডের অভিজ্ঞ পুরপ্রতিনিধি উপ-পুরপ্রধান আবুতালেব মোল্লা হাতে রাজস্ব দফতর (অ্যাসেসমেন্ট, সম্পত্তিকর, লাইসেন্স, বিজ্ঞাপন) আর বর্তমান পুরবোর্ডের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি পুরপ্রধান দুলাল চন্দ্র দাস নিজের হাতে রাখেন সাধারণ প্রশাসন, অর্থ এবং নগদ বিভাগ, নগরায়ন, পুর পরিকাঠামো উন্নয়ন, প্রকল্পসমূহ, গৃহনির্মাণ নক্সা অনুমোদন, ভূর্গভস্থ নিকাশী নালা নির্মাণসহ অন্যান্য সমস্ত। মহেশতলা পুরসভা এলাকার এক প্রাক্তন প্রধান শিক্ষকের আক্ষেপ ২৮ বছর বয়সের যে পুরসভার বাম প্রান্ত ধরে বয়ে চলেছে মা গঙ্গা হুগলি নদী সেই পুরসভা এতো দিনেও অন্তত ছোটো করে হলেও দৈনিক অন্তত ৫ মিলিয়ন গ্যালন জল পরিশোধন ক্ষমতার এক জল শোধনাগার তৈরি করে উঠতে পারলো না? ২০২১ - এর ১৫ জানুয়ারি আকড়ার ২৫৯ পুরনো বাস স্ট্যান্ডে মহেশতলা পুরসভার নিজস্ব দৈনিক ৪ কোটি গ্যালন ক্ষমতাসম্পন্ন পরিস্রুত পানীয় জল পরিশোধনাগার নির্মাণ প্রকল্পের যে শিলান্যাস রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও পুরপ্রধান দুলাল দাসের উপস্থিতিতে শিলান্যাস হল সে কাজের কতটা অগ্রগতি হল? এছাড়াও মহেশতলার সর্বত্র ভূগর্ভস্থ নিকাশী নালা নির্মাণ প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি কতটা হল? এরকম একাধিক প্রশ্ন মহেশতলার সর্বত্র উড়ে বেড়াচ্ছে।

ওমান থেকে ফিরল নিথর দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোদাখালী থানার দক্ষিণ রায়পুর গ্রামের যুবক জাহাঙ্গীর মোল্লা (৩৯) সাড়ে তিনবছর আগে মিস্ত্রির কাজ করতে ওমান যান। গ্রামের বাড়িতে মা বাবা স্ত্রী কন্যা পুত্র থাকতেন। মাস খানেক আগে বাবা মারা যান। কাজের কারণে সে সময় জাহাঙ্গীর বাড়ি আসতে পারেননি। গত ১৬ মার্চ ওমানে জাহাঙ্গীরের হৃদরোগে মৃত্যু হয়। গ্রামের বাড়িতে ওমান থেকে খবর আসে। কিন্তু দরিদ্র পরিবারের সদস্য-সদস্যারা কি ভাবে তাঁর শবদেহ ফিরে পাবেন তা নিয়ে চরম সমস্যার মধ্যে পড়েন। গ্রামের সদস্য সেখ বসিরুল বিষয়টি জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপীকে জানান। সেখ বাপী দ্রুত বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর দফতরে জানান। এরপর ওমানে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে রাজ্য সরকার। ৭ দিন পর অফিসিয়াল জট কাটে। ভয়েস মেসেজ, ই-মেল, হোয়াটসঅ্যাপে রাজ্যের সঙ্গে ওমানের যোগাযোগের পর গত ২৪ মার্চ কলকাতা বিমান বন্দরে কফিনে ফিরে আসে জাহাঙ্গীরের নিথর দেহ। গ্রামে মৃতদেহ আসার পর প্রচুর মানুষ ভিড় জমান। জাহাঙ্গীরের পরিবার কান্নায় ভেঙে পড়েন। তাঁর বৃদ্ধা মা জাহানারা বেওয়া, কাঁদতে কাঁদতে বলেন, মৃত হলেও বাছাকে শেষ দেখা দেখতে পাচ্ছি এটা অনেক ভাগ্যের। গ্রামের মানুষজন সেখ বাপীর ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। সেখ বাপী বলেন, খুবই দুঃখজনক ঘটনা। তবে সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী এবং মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর দফতর যে ভাবে সহযোগিতা করেছেন, যার ফলেই জাহাঙ্গীর মোল্লার শবদেহ বিনা খরচে দেশের মাটিতে আনা গেল। আমার কোনো কৃতিত্ব নেই, সবই মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ও সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর কৃতিত্ব।

মোটরভ্যান চালকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গ্রামীণ জীবনের বাস্তবতায় স্বল্প মূল্যে মাল ও যাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে এখনও মোটরভ্যান অপরিহার্য্য। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় তিন লক্ষাধিক বেকার যুবক তাদের পরিবার প্রতিপালন করেন এই মোটরভ্যান চালিয়ে। বহুবার দাবি করা সত্ত্বেও মোটরভ্যান চালকদের সরকারি লাইসেন্স প্রদান, পুলিশি অত্যাচার বন্ধ করা, পরিবহন শ্রমিকে স্বীকৃতিদান, দুর্ঘটনা জনিত বিমা চালুকরণ আজও অপূর্ণ। এ কারণে বৃহস্পতিবার ইত্যাদি ৭ দফা দাবিতে রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রী ও শ্রমমন্ত্রীর কাছে এআইইউটিসি-র অন্তর্ভুক্ত সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন প্রদান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় বলে জানালেন, সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক দীপক চৌধুরী। তিনি আরও জানান, এদিনের কর্মসূচিতে বিভিন্ন জেলা থেকে হাজার হাজার মোটরভ্যান চালক সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের বিক্ষোভ সমাবেশে জড়ো হন। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি অশোক দাসকে এই সমাবেশের সভাপতি করে কাজ শুরু হয়। সম্পাদক দীপক চৌধুরী ছাড়াও এদিন বক্তব্য রাখেন জগদীশ শাসমল, অংশুধর মণ্ডল, দীনেশ মেইকাপ, গৌর মিস্ত্রি, পূর্ণ বেরা, গোপাল দেবনাথ সহ বিভিন্ন জেলার মোটরভ্যান চালকগণ। দাবি পূরণ না হলে জেলায় জেলায় প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার পাশাপাশি জেলায় জেলায় সংগঠনকে আরও শক্তিশালী ও মজবুত করার জন্যে আশ্বাসও প্রদান করেন তিনি।

আক্রান্ত মহিলা সাংবাদিক

অমিত মন্ডল : খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে হেনস্থার শিকারের পাশাপাশি সাংবাদিকদের মারধর করার অভিযোগ উঠল নামখানায়। অভিযোগ, সাংবাদিকদের মারধরের পাশাপাশি এক মহিলা সাংবাদিকের শ্লীলতাহানীরও চেষ্টা করা হয়। এমনকি চিত্র সাংবাদিককে মারধর করে, তার ক্যামেরা কেড়ে নেওয়া হয়। পাশাপাশি খবর সংগ্রহ করতে যাওয়ার ঘটনার ছবিও মুছে দেয় অভিযুক্তরা। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই বুধবার চাঞ্চল্য ছড়ায় নামখানা এলাকায়। বুধবার নামখানার নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গণেশ নগরের বটতলা এলাকায় চোর সন্দেহে এক যুবক স্থানীয় কিছু মানুষের গণপিটুনির শিকার হয়। সেই খবর পাওয়া মাত্রই নামখানা এলাকার এক মহিলা সাংবাদিক এবং তার দুই চিত্র সাংবাদিক খবর সংগ্রহ করতে যায়। এর পরেই ওই যুবককে গণপিটুনি করা মানুষজন ছবি তুলতে বাধা দেয় সাংবাদিকদের। পাশাপাশি যে সমস্ত ছবিগুলি তোলা হয়েছিল, তা জোর করে ক্যামেরা কেড়ে নিয়ে মুছে দেয় অভিযুক্তরা। খবর করতে বাধা দেওয়ায় দুই চিত্রসাংবাদিক এবং মহিলা সাংবাদিকের সঙ্গে তুমুল বচসায় জড়িয়ে পড়ে অভিযুক্তরা। এমনকি মহিলা সাংবাদিকের শ্লীলতাহানির চেষ্টা করা হয়। পাশাপাশি সাংবাদিকদের হুমকি দেওয়া হয়, পরবর্তীতে কোনও জায়গায় খবর করতে গেলে তাদের প্রাণের ঝুঁকি রয়েছে। কোনওক্রমে ওই ঘটনাস্থল ছেড়ে সাংবাদিকরা প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। এর পরেই ওই মহিলা সাংবাদিক এবং চিত্র সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে কাকদ্বীপ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে কাকদ্বীপ থানার পুলিশ। এই ঘটনার পরেই আক্রান্ত হওয়া সাংবাদিকরা আতঙ্কে ভুগছেন। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে আক্রান্ত হচ্ছে সাংবাদিকরা। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভকে কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করছেন কিছু ব্যাক্তি।

শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন বিএসএফের

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৩ মার্চ, ২০২২-এ ৮২ ব্যাটালিয়নের সীমা চৌকি সিকরা দ্বারা সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়। এই প্রোগ্রামে প্রধান অতিথি অমরীশ কুমার আর্য ডিআইজি, সেক্টর কৃষ্ণনগর এবং সঞ্জয়প্রসাদ সিং, কমান্ডিং অফিসার, ৮২ ব্যাটালিয়নের উপস্থিতিতে ১০০০ লিটার ক্ষমতার RO প্ল্যান্ট এবং একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কম্পিউটার ল্যাব উদ্বোধন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে সাবিনা ইয়াসমিন মন্ডল, চেয়ারম্যান, পঞ্চায়েত সমিতি চাপড়া সহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও শিশুরা উপস্থিত ছিলেন। বিএসএফ কর্তৃক স্থাপিত RO প্ল্যান্টটি সিকরা, হাটখোলা ও মহাখোলা গ্রামের বাসিন্দাদের বিশুদ্ধ পানীয়জলের সমস্যা সমাধানে এবং সীমান্ত এলাকার অভাবী ব্যক্তিদের জল বিতরণ কেন্দ্রের ঘাটতি পূরণ করবে। সেই সাথে ৮২ ব্যাটালিয়ন শিশুদের জন্য একজন কম্পিউটার শিক্ষকের ব্যবস্থাও করেছে। গ্রামবাসীরা বিএসএফ কর্তৃক তাদের জন্য তৈরি করা উভয়সুযোগ-সুবিধা নিয়ে বেশ খুশি। তারা বলেন, তাদের পানীয় জলের সুব্যবস্থা নেই এবং তাদের সন্তানরা কম্পিউটার শিক্ষা থেকেও বঞ্চিত কারণ তাদের সীমান্তবর্তী গ্রামে এ ধরনের কোনো সুবিধা ছিল না। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর এই উদ্যোগের জন্য সকলেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে অমরীশ কুমার আর্য, ৮২ ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসারকে সীমান্ত জনগোষ্ঠীর সামাজিক মর্যাদা ও শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করার জন্য প্রশংসা করে বলেন যে বিএসএফ দ্বারা শুরু করা বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং কম্পিউটার শিক্ষা প্রদান অদূর ভবিষ্যতে খুবই উপযোগী

সুবিধা সম্প্রসারণ করতে সাহায্য করবে। শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের লক্ষ্যে প্রধান অতিথি এ অনুষ্ঠানে চারটি কম্পিউটারসহ প্রিন্টার ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক সম্বলিত একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কম্পিউটার ল্যাব উদ্বোধন করেন। এই কম্পিউটার ল্যাবটি আশেপাশের গ্রামের স্কুল শিশুদের জন্য কম্পিউটার শিক্ষা প্রমাণিত হবে। তিনি গ্রামবাসীদের সমস্যার কথাও শুনেন এবং তাদের অভিযোগের প্রতিকারের আশ্বাস দেন। সঞ্জয়প্রসাদ সিং, ৮২ ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার প্রধান অতিথি এবং নাগরিকদের এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য এবং তাদের মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

অ্যাসিড হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রেমের সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করায় গৃহবধূর ওপর অ্যাসিড দিয়ে হামলা প্রেমিকের। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল,বারুইপুর থানার মল্লিকপুরের এক গৃহবধুর সাথে কয়েক মাস আগে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল জয়নগরের শাহজাহান মন্ডলের। কিন্তু মাস চারেকের মধ্যেই এই পরকীয়ার কথা জানতে পারে ওই গৃহবধূর স্বামী। আর তারপরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে ওই গৃহবধূ অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চায়। শুক্রবার বিকেলে বারুইপুর কোর্টের মাঠের কাছে ওই গৃহবধূর ওপর অ্যাসিড নিয়ে হামলা চালায় প্রেমিক। তাঁর কপাল, কান ও গলার কাছে বেশ কিছুটা অংশ ঝলসে গিয়েছে। পরনের কাপড় ও বেশ কিছুটা পুড়ে গিয়েছে। এ বিষয়ে গৃহবধূর অভিযোগ, প্রেমিক তাকে খুনেরও হুমকি দিয়েছিল। সে হুমকি দিয়ে বলেছে, বন্দুক ভাড়া করে নিয়ে এসেছে যদি প্রেমের সম্পর্ক না থাকে তাহলে তাকে প্রাণে মেরে ফেলবে। ঘটনায় আতঙ্কে রয়েছে ওই গৃহবধূ ও তার পরিবার। অভিযুক্ত প্রেমিকের বিরুদ্ধে শনিবার বিকেলে বারুইপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করে আক্রান্ত গৃহবধূ। ঘটনার পর থেকেই পলাতক থাকলেও রবিবার ভোর রাতে কুলতলি থানা এলাকা থেকে অভিযুক্ত প্রেমিক শাহজাহান মন্ডলকে গ্রেপ্তার করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৬ বর্ষ, ২২ সংখ্যা, ২৬ মার্চ – ১ এপ্রিল, ২০২২

কেন এই নরমেধ যজ্ঞ

পশ্চিমবঙ্গবাসী আবারও দেখল সেই ভয়ংকর নরমেধ যজ্ঞ। সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবাংলায় ঘন ঘন রাজনৈতিক হিংসা দেখা যাচ্ছে। এই নিয়ে আলিপুর বার্তা একাধিকবার প্রশাসনের আরও সক্রিয় হওয়ার বার্তা দিয়েছিল এই পত্রিকায়। গত সোমবার রাতে বীরভূমের রামপুরহাটের কাছে বগটুই গ্রামে যে পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডে পুরুষ নারী শিশু নির্বিশেষে আগুনে পুড়িয়ে শেষ করে দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার তদন্তের পথে এগোলেও কতগুলি প্রশ্ন সাধারণ নাগরিকদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে।

অতীতে বাম আমলে কসবার বিজন সেতুতে স্রেফ ছেলেধরা সন্দেহে আনন্দমার্গের গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী–সন্ন্যাসিনীদের পিটিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল বর্বরভাবে। সে ঘটনাতেও রাজনৈতিক ছায়া স্পষ্ট ছিল। সেদিনের অনেক অভিযুক্তই আজ প্রয়াত। বিচারের বাণী সেদিন নিভৃতে কেঁদে ফিরেছিল। আজও ৩০ এপ্রিল আনন্দমার্গের সন্ন্যাসীরা বিজন সেতুতে শ্রদ্ধা জানিয়ে শোক দিবস পালন করেন।

বরাহনগর গণহত্যা কাণ্ড, ছোট আঙারিয়া, কাশীপুর, নন্দীগ্রাম এমন অজস্র গণহত্যাকাণ্ডের ঘটনা সময়ের নিয়মে স্মৃতি হয়ে গেছে। তারই সাম্প্রতিক সংযোজন বগটুই গ্রামের গণহত্যা কাণ্ড। রাজনৈতিক দলাদলি রেষারেষি কোন পর্যায়ে যেতে পারে তার জ্বলন্ত উদাহরণ এই বর্বরোচিত ঘটনা। রাজনীতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। যদিও রাজনৈতিক রঙ এখানেও স্পষ্ট ছিল।

যে প্রশ্নটি বারংবার উঠে আসছে তা হলো এই ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার প্রাথমিক পর্যায়টি। ঠিক এমনই বক্তব্য রেখেছিলেন বাম আমলের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বানতলায় ছেলেধরা সন্দেহে অনিতা দেওয়ানের নেতৃত্বাধীন মহিলা চিকিৎসকদের হত্যা করার পর। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, এমন তো কতই ঘটে। এরপর কলকাতার হুগলি নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কাণ্ডারী বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী হাওড়ার নবান্ন থেকে এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া দেবার আগেই বীরভূমের শাসক দলের তরফ থেকে টেলিভিশন সেট বাস্ট করার গল্প ভাসিয়ে দেওয়া হল। অনুসন্ধান করা হলো বহিরাগত রাজনৈতিক তত্ত্বের। বিরোধীদের তীব্র রাজনৈতিক প্রতিবাদে বগটুই গ্রাম বাংলা ছেড়ে লোকসভাতেও স্থান করে নিল। অবশেষে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির কাছে গেলেন। অভিযুক্ত গ্রেফতার হলেন এবং নানা ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি মিলল। প্রশ্ন উঠবে এই বাংলার বুকে বারংবার কেন এমন ঘটনা ঘটে এবং তার প্রতিকার হয় না কেন? রাজনৈতিক প্রাঙ্গণে অশুভ শক্তি হিংসা এমন বিস্তার লাভ করলে জনমানসে রাজনীতিকদের প্রতি ক্রমশই অনাস্থা বেড়ে চলে। এই ধরনের ক্ষেত্রে দোষীরা খুব কম ক্ষেত্রেই সাজা পায়। মানুষের স্মৃতিশক্তিতে এইসব অপরাধ বেশিদিন স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না, কারণ নতুন নতুন সংগঠিত অপরাধের খবর পূর্ব স্মৃতিকে ভুলিয়ে দেয়। সেই সুযোগটাই রাজনীতির ঠিকাদারি নেওয়া দুষ্কৃতীরা নিয়ে থাকে। হিংসা ও দুর্নীতি মুক্ত স্বচ্ছ রাজনীতির নতুন ধারা এই বাংলায় নিয়ে আসা কী একান্তই অসম্ভব? যদিও এ বিষয়ে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা নিয়ে জনমানসে নানা বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা রয়েছে। রাজনীতি আশ্রয়ী, ভাতাজীবী মানুষদের বুদ্ধিজীবী আখ্যা দেওয়ার পরিপন্থী বহু মানুষ। সরকারকে সুপথে চালিত করার গঠন মূলক সমালোচনা করার নৈতিক দায়িত্ব থাকে বুদ্ধিজীবীদের। একসময় পরিবর্তনের বাংলায় বুদ্ধিজীবীদের প্রতি সাধারণ মানুষের যে আস্থা তৈরি হয়েছিল তা আজ বিলুপ্তপ্রায়। সরকার আসবে যাবে, প্রশাসনের নানা পরিবর্তন ঘটতে পারে কিন্তু সাধারণ মানুষের নরমেধ যজ্ঞ সব আমলেই অব্যাহত থাকবে কেন!

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র সতের

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং ক্রতো স্মর কৃতং স্মর।।১৭।।

অনুবাদ

এই অনিত্য শরীর ভস্মীভূত হোক এবং সমগ্র বায়ুর সঙ্গে প্রাণবায়ু মিলিত হোক। এখন হে ভগবান, কৃপা করে আমার সমস্ত উৎসর্গগুলি স্মরণ রাখবেন এবং যেহেতু আপনি হচ্ছেন পরম সুহৃদ, তাই কৃপা করে আপনার জন্য যা কিছু আমি করেছি সেই সমস্ত স্মরণ রাখবেন।

তাৎপর্য

জড় জগতে জড়া প্রকৃতির এক অপূর্ব কারিগরী শিল্পকলার প্রদর্শন হচ্ছে ইন্দ্রিয় তর্পণের প্রবণতা অনুযায়ী বিভিন্ন জীবদেহ সৃষ্টি করা। যে জীব বিষ্ঠা আহারের উপযোগী একটি জড় দেহ অর্থাৎ শূকরদেহ প্রদান করা হয়। সেই রকম , যে মাংস আহারে অভিলাষী তাকে একটি বাঘের দেহ প্রদান করা হয় যাতে অন্যান্য পশুদের রক্ত উপভোগ করে এবং তাদের মাংস আহার করে সে জীবন ধারণ করতে পারে। মানুষের দাঁতের আকৃতি যেহেতু ভিন্ন ধরনের, তাই বিষ্ঠা বা মাংস আহারে অভিলাষী তাকে একটি বাঘের দেহ প্রদান করা হয় যাতে অন্যান্য পশুদের রক্ত উপভোগ করে এবং তাদের মাংস আহার করে সে জীবন

ফেসবুক বার্তা

কলকাতা

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মহিলা ইঞ্জিনিয়ারকে চেনেন?

১৯৪৭ সালে দেশ যখন স্বাধীন হলো, সেসময় ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষায় পুরুষদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। সেই বছরেই পশ্চিমবাংলার তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী নিকুঞ্জ বিহারী মাইতি শিবপুরের 'বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ'–এর দরজা খুলে দিলেন মহিলাদের জন্যে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন দু'জন ছাত্রী। ভর্তি হলেন দুজনেই। কিন্তু একজন দ্বিতীয় বর্ষেই কলেজ ছাড়লেন। রইলেন একজন ছাত্রী। ১৯৫১ সালে তিনি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করলেন। তিনি ইলা মজুমদার – বাংলার প্রথম মহিলা ইঞ্জিনিয়ার!

/IndiaKolkataCity

গোপাল শ্রীধর পণ্ডিত ঠাকুর

শ্রীপাট মালঞ্চপাড়া–নবদ্বীপ, নদিয়া

পর্ব–১১

নির্মল গোস্বামী

জগন্নাথ মিশ্রের ব্যাটা অল্প বয়সী পণ্ডিত নদিয়ার নাগর সেজে পথে ঘাটে পল্লিতে পল্লিতে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসতেন। নদিয়ার মানুষজনও নিমাই পণ্ডিতকে সমীহ করত এবং ভালোবাসত। পিতৃ বিয়োগের পর যুবক নিমাইয়ের কাঁধে যখন সংসারের ভার চাপল, তখন টোলে গুরুগিরি ছাড়াও বাজার হাট করতে হতো। বাজার করতে গিয়ে সদা নিয়ে দর টানাটানি সকলেই করে থাকে। নিমাই বাজারে গিয়ে এক গরিব বেচারা কলা, থোর, কলার পাতা, মোচা এবং কলাগাছের খোল বিক্রি করত। তার সঙ্গে প্রায়শই ঝগড়াঝাটি করত। বিক্রেতা যত কম দরই বলুক না কেন নিমাই বলত তুমি ঠকাচ্ছ। জোর করে বিক্রেতার হাত থেকে জিনিস পত্র ছিনিয়ে নিয়ে বলত এর আবার পয়সা কি? আমি ব্রাহ্মণ আমাকে বিনা পয়সায় তোমার দেওয়া উচিত– তাতে পরকালের কাজ হবে। বিক্রেতা বেচারা নিমাইকে দেখলেই ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকত। এই বুঝি আবার গোল বাধায়। ক্রেতা–বিক্রেতার এই কলহ প্রত্যহ ঘটত। গরিব ব্রাহ্মণ এই বিক্রেতার নাম শ্রীধর আচার্য।

নিমাই গয়ায় পিতৃপিণ্ড দান করতে গিয়ে ঈশ্বরপুরীর কাছ থেকে দীক্ষা লাভ করার পর যখন নদিয়া ফিরলেন, তখন অন্য মানুষ। কৃষ্ণপ্রেমে নিমাইয়ের মন মজেছে। বৃন্দাবন ছেড়ে কৃষ্ণ মথুরায় চলে যাবার পর শ্রীমতী রাধারানীর কৃষ্ণ বিরহ যন্ত্রনায় পাগল প্রায় হয়ে পড়েছিলেন। যমুনার নীলজলকে কৃষ্ণ ভেবে নদীতে ঝাঁপ দিতেন। আকাশের মেঘ দেখে কৃষ্ণ–বিরহ উথলে উঠত। আলুথালু কেশ, স্খলিত বসনে জড়িত চরণে বনে বনে ঘুরে বেড়াতেন হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে। এখন নিমাই পণ্ডিতের ঠিক সেই রাধারাণীর দশা হয়েছে যেন। টোলে পড়াতে বসে 'ক' অক্ষর উচ্চারণ করতে পারতেন না। কৃষ্ণ স্মরণে আকুল নয়নে কেঁদে ভাসাতেন। ক্রমে ক্রমে নিমাইয়ের মধ্যে আমূল পরিবর্তন ঘটল। তিনি দিন রাত সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে হরি নাম সংকর্তনে মেতে থাকতেন শ্রীবাস অঙ্গণে। সংকীর্তনকালে কখনও কখনও নিমাইয়ের মধ্যে ঈশ্বরীয় আবেগের প্রকাশ হতো। তিনি তখন শ্রীবাসের ঠাকুর ঘরে বিষ্ণু খাট্টায় বসে নানা রূপ আদেশ করতেন। ভক্তরাও নিমাইকে ঈশ্বর জ্ঞানে তখন পূজা অর্চনা স্তবস্তুতি করত।

একদিন সংকীর্তনকালে নিমাই বিষ্ণু খাট্টায় বসে ভক্তদের আদেশ করলেন শ্রীধরকে ডেকে আন। সে আমার বড় ভক্ত। ভক্তরা বুঝতে পারল না কে শ্রীধর। এ ওর মুখ চাওয়া চাওই করছে। এমন সময় নিমাই বললেন বাজারের প্রান্তে বসে যে কলাপাতা, থোর, মোচা বেচে সেই শ্রীধরকে আন। তখন ভক্তরা ছুটল এদিক ওদিক। একে ওকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল যে তাঁতি পাড়ায় শ্রীধর নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করে। তারা শ্রীধরের কুটিরের কাছে গিয়ে শুনতে পেল যে বাড়ির ভিতরে একজন ঈশ্বরের নাম করে কাঁদছে এবং তার কান্নার স্বর বাইরে থেকে শোনা যাচ্ছে। এখন ভক্তরা নিশ্চিত হলেন যে এই সেই শ্রীধর।

নিমাই পণ্ডিত ডাকতে লোক পাঠিয়েছে শুনে শ্রীধর খুশী হল না। নিমাই পণ্ডিতকে তিনি এড়িয়েই চলতে চায়। কারণ ইতিপূর্বে তার অভিজ্ঞতা ভাল ছিল না। তবে লোক মারফত এক কথা কানে গিয়েছিল যে নিমাই পণ্ডিত আজকাল দিন রাত ভক্ত সঙ্গে হরিনামে মেতে আছেন– কেউ কেউ তাঁকে ঈশ্বরের অবতারও বলতে শুরু করেছে। শ্রীধর এলো শ্রীবাস অঙ্গনে। নিমাই পণ্ডিত বিষ্ণু খাট্টায় বসে বলেন এসো শ্রীধর এই দেখ আমার রূপ। শ্রীধর বংশীধারী কৃষ্ণকে দেখেই অচৈতন্য হয়ে পড়ল। ঠাকুরের কৃপায় আবার জ্ঞান ফিরল। ভগবান রূপী নিমাই বললেন অষ্ট সিদ্ধি তোমায় দিতে চাই, যা ইচ্ছা হয় তুমি চেয়ে নাও আমার কাছ থেকে। পূর্বে তোমার সঙ্গে অনেক ঝগড়া করেছি, কড়ি না দিয়ে তোমার মালপত্তর নিয়েছি এখন তুমি কি চাও বল। শ্রীধর বললেন প্রভু আর তো আমার কিছু চাইবার নেই। তবে তোমার পদে যেন আমার চির মতী থাকে এই বর দিন প্রভু। নিমাই বললেন তথাস্তু।

এই শ্রীধর পণ্ডিত নবদ্বীপে খোলা বেচা শ্রীধর নামে খ্যাত। ব্রজলীলায় মধু মঙ্গল নামে এক কৃষ্ণ সহচর ছিলেন। যার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের হাস্য রসিকতার সম্পর্ক ছিল। সেই মধু মঙ্গল এবার নদিয়া লীলায় শ্রীধররূপে এলেন। তাই নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে তার দর টানাটানির মাধ্যমে কৌতুক কোন্দল চলত। অভিরাম দাস পাট পর্যটন গ্রন্থে লিখেছেন, 'খোলা বেচা শ্রীধরের নবদ্বীপে বাস। মধুমঙ্গল পূর্বে এই জানিয়া নির্বাসা' বৈষ্ণবাচার দর্পণে 'নিত্যানন্দ প্রভু শঙ্খা ঢুকে বড় প্রীতি। নবদ্বীপে বাস যার শুদ্ধাচার অতি।'

শ্রীধরের সঙ্গে মহাপ্রভুর প্রতিদিন বচসা হতো। প্রভু বলতেন তুমি থোর, কলা বেচে ভালই পয়সা করেছ। আর আমার থেকে বেশি কড়ি চাইছ। অত পয়সা আমি দিতে পারবোনা। অবশেষে উভয়ে মধ্যে মিটমাট হত। তখন শ্রীধর বললেন আমি তোমাকে বিনা পয়সায় কিছু দিতে চাই এই বলে একখন্ড থোড় বা মোচা মহাপ্রভুকে দিতেন। মহাপ্রভু জানতেন যে শ্রীধর অত্যন্ত ধার্মিক ও শুদ্ধাচারী। কৃষ্ণঅন্ত প্রাণ।

মহাপ্রভু যেদিন চাঁদ কাজীকে জব্দ করে সাঙ্গ পাঙ্গদের নিয়ে শ্রীধরের বাসায় এলেন। শ্রীধরের দরজায় একটা লোহার জল পাত্র ছিল। তার এমন অবস্থা যে চোরেও তা নেয় না। মহাপ্রভু সেই জলপাত্র থেকে জল পান করলেন। শ্রীধর হায় হায় করে বাধা দিতে গেলেন। মহাপ্রভু সেই জল পান করে বললেন আজ আমার কৃষ্ণ ভক্তি হল।

বৃন্দাবন দাস এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন– ভক্ত জল পান করি প্রভু বিশ্বম্ভর/শ্রীধর অঙ্গনে নাচেন বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর/প্রিয়জন চতুর্দিকে গায় মহারসে/নিত্যানন্দ, গদাধর, শোভে দুই পাশে/খোলা বেচা সেবকের দেখ ভাগ্য সীমা/ব্রহ্মা, শিব কান্দে যার দেখিয়া মহিমা।

এই শ্রীধর ঠাকুর মাঝে মাঝে চৈতন্যদেবকে দেখতে রথের সময় পুরী যেতেন অন্যান্য গৌর ভক্তজনদের সঙ্গে। গৌরাঙ্গ ভক্তরা মহাপ্রভুর প্রিয় খাদ্য সামগ্রী সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। শ্রীধর মহাপ্রভুর জন্য থোড়, মোচা নিয়ে যেতেন। অত্যন্ত কুণ্ঠা ভাবে প্রভুকে নিবেদন করতেন প্রভু কিন্তু আনন্দের সঙ্গে শ্রীধরের দান গ্রহণ করতেন।

গোপাল শ্রীধরের গৃহ এক কালে নবদ্বীপের তাঁতি পাড়ায় ছিল। তিনি থোড় কলা বেচে যে পয়সা পেতেন তার অর্ধেক দিয়ে গঙ্গা পূজা করতেন, বাকি অর্ধেক দিয়ে জীবনে ধারণ করতেন। গঙ্গার ভাঙনে শ্রীধরের কোন স্মৃতি চিহ্ন আজ আর নেই। দণ্ড মহোৎসবের সময় বা খেতুরির বৈষ্ণব সম্মেলনে শ্রীধর অনুপস্থিত ছিলেন। কারণ তিনি নবদ্বীপ ছেড়ে কোথাও যেতে চাইতেন না। এ কথা অনুমান করা হয় যে মহাপ্রভুর অন্তর্ধ্যানের পূর্বেই বোধ হয় শ্রীধর

মন্ত্রিসভার ধাঁচে পালন হল বিশ্ব জল দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : জল অপচয় বন্ধ করে জল সংরক্ষণ করার অঙ্গীকার নিয়ে মঙ্গলবার দুপুরে বাসন্তী ব্লকের চুনাখালি হাটখোলা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পালিত হল বিশ্ব জল দিবস। এদিন বিদ্যালয়ে রীতিমতো সংসদীয় ধাঁচে জল সংরক্ষণ নিয়ে জরুরি বৈঠক হয়। বৈঠক উপস্থিত ছিলেন চুনাখালি হাটখোলা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধানমন্ত্রী শারমীন সুলতানা মোল্লা,শিক্ষামন্ত্রী নীলাদ্রী হাউলি,পরিবেশ বিষয়ক মন্ত্রী মীরাজ মোল্লা,খাদ্যমন্ত্রী কাজোরী মালি এবং ক্রীড়ামন্ত্রী তপন মন্ডল। ছিলেন বিদ্যালয়ের মন্ত্রিসভার অধ্যক্ষ তথা শিক্ষারত্নপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নিমাই মালি সহ অভিভাবক গণ। মঙ্গলবার সংসদীয় বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রীদ্বয় জল অপচয় বন্ধ করে পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে।কারণ আগামী দিনে দেশ তথা পৃথিবীর বুকে ভয়ানক ভাবে জল সংকট দেখা দেবে।ফলে এখন থেকেই আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে। এদিন বৈঠক শেষে বিদ্যালয়ের প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে বিদ্যালয়ের শিক্ষক–শিক্ষিকা এবং শতাধিক অভিভাবকগণ জল সংরক্ষণের বার্তা দিয়ে প্রায় এক কিলোমিটার পথ পদযাত্রার মাধ্যমে এলাকার মানুষদের কে সচেতন করে তোলেন। উল্লেখ্য দেশ পরিচালনা করার জন্য যেমন সংসদ,মন্ত্রী সভা রয়েছে ঠিক তেমন ভাবে স্কুল পরিচালনা করার জন্য বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিমাই মালির উদ্যোগে মন্ত্রী সভা গঠিত হয় ২০১০ সালে। নির্বাচিত হয় প্রধানমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রী। কারণ শিশুরাই আমাদের ভবিষ্যত।প্রতিবছরই নির্বাচনের

মধ্যদিয়ে স্কুলের মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। আর এই মন্ত্রিসভার মন্ত্রীগণ স্কুলের ভালোমন্দ সবকিছুই পরিচালনা করে থাকে। প্রধান শিক্ষকের মস্তিষ্কপ্রসূত এমন অভিনব উদ্যোগ জেলা তথা রাজ্যের কোনও বিদ্যালয়ে নেই বলে দাবি অভিভাবকদের। অন্যদিকে এমন মন্ত্রিসভা দ্বারা স্কুল পরিচালনা হওয়ায় খুশি অভিভাবকগণ।

জল সংরক্ষণের বিষয় জোর দেয়। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শারমীন সুলতানা বলেন, অকারণে কেউ জল নষ্ট করবেন না। কোথাও কোনও প্রকার জল অপচয় হলে তা বন্ধ করতে হবে আমাদের। কারণ ভূগর্ভস্থ জল ধীরে ধীরে কমে আসছে। জলই আমাদের জীবন। ফলে জলকে যেনতেন প্রকারে জল সংরক্ষণ করা উচিত।আমাদের কে উদ্যোগ নিয়ে জল অপচয়

সাগরের স্কুলে অরণ্য দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাষ্ট্রসংঘের তরফে ২০১২ সালে ২১ মার্চ দিনটিকে আন্তর্জাতিক অরণ্য দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছিল। জনসাধারণের মধ্যে অরণ্য সম্পর্কে সচেতন করার জন্যই এই অরণ্য দিবসের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। বিভিন্ন ধরনের গাছপালা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ঠিক কী কী কাজে লাগে, সে বিষয়ে সকলকে সঠিক ধারণা দিতে সারাবছর নিরলস পরিশ্রম করেন প্রচুর মানুষ। শুধুমাত্র অরণ্য নয়, অরণ্যে থাকা বিভিন্ন পশুপাখিও যে মানবজীবনের সঙ্গে যুক্ত এবং আমাদের প্রতিদিনের জীবনে ওদেরও ভূমিকা রয়েছে সেকথা অনস্বীকার্য। সাগরের চৌরঙ্গী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আয়োজনে পালিত হচ্ছে ইন্টার ন্যাশনাল ডে অফ ফরেস্ট, ২০২২। গাছেদের অবদান নাটক টি ও পরিবেশিত হল বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী দের দ্বারা বিশ্ব অরণ্য দিবস উদযাপন উপলক্ষে। মানবজীবনের তিনটি মূল উপাদান খাদ্য–বস্ত্র–বাসস্থান, সবেরই উৎসস্থল এই অরণ্যই। একথা বলা যায় যে, দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সব কাজের জন্যই মানুষ অরণ্যের কাছে ঋণী। অথচ এই

মানুষই যথেচ্ছভাবে ধ্বংস করছে। অরণ্য। ২০২২ সালের আন্তর্জাতিক অরণ্য দিবসের থিম হল Forests and sustainable production and consumption। আজকাল যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরিমাণ বেড়েছে এবং আবহাওয়া ও জলবায়ুর বদল ঘটছে, তার আসল কারণ বোঝা যায় ফরেস্ট রিস্টোরেশন এবং সাসটেনেবল ম্যানেজমেন্টের সাহায্যে। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক তাপস মণ্ডল বলেন, অরণ্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়। আজকের দিনে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বৃক্ষরোপণ উৎসবও হয়। সেই সঙ্গে অরণ্য নিধন করলে আগামী দিনে মানবসমাজ ঠিক কতটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে, সেটাও জানানো হয়। মানবজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে অরণ্য। শুধু যে খাদ্য–বস্ত্র–বাসস্থানের জোগান দেয় তা নয়, অরণ্যের উপর নির্ভর করে প্রচুর মানুষের জীবিকা। অসংখ্য পরিবারের দিন গুজরান হয় কেবল অরণ্যের ভিত্তিতেই। এর পাশাপাশি অরণ্যের যথেচ্ছ নিধন ক্রমাগত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়ে দেবে। ধ্বংসের দিকে এগোবে সমাজ। দূষিত হবে পরিবেশ। অর্থাৎ অরণ্য সংরক্ষণ করা এবং অরণ্য নিধন বন্ধ করা অবিলম্বে খুবই প্রয়োজন।

বাসন্তী মায়ের খুঁটি পুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি : এলাকার মানুষের মনকে আনন্দমুখর করে তুলতে গ্রামবাসীরা মিলিত ভাবে এলাকায় শুরু করেছিলেন বাসন্তী পুজো। বিগত ২০১৬ সাল থেকে ধারাবাহিক ভাবে হয়ে আসছিল বাসন্তী পুজো। বিগত দুবছর করোনা বাধায় প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকার বাসন্তী ব্লকের চুনাখালির বড়িয়া এলাকায় বন্ধ হয়ে যায় বাসন্তী পুজো। করোনার প্রভাব কমতেই স্বাভাবিক ছন্দেই ফিরছে জনজীবন। বিগত দিনের মতো আনন্দ উৎসবে মেতে উঠতে আবারও শুরু হল বাসন্তী পুজোর তোড়জোড়। বুধবার দুপুরে সপ্তম বর্ষের

বাসন্তী পুজোর খুঁটি পুজো অনুষ্ঠিত হয়। পুরোহিত কার্তিক চন্দ্র শথপতি'র বৈদিক মন্ত্রোচারণের মধ্যদিয়ে বাসন্তী পুজোর খুঁটি পুজোয় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী কৃষ্ণচন্দ্র মাহাতো, আদিত্য সরদার, শুভঙ্কর সরদার,কালিপদ সরদার, স্নেহাশীষ বৈরাগী, রাম সরদার, প্রদীপ বৈরাগী সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। বড়িয়া সার্বজনীন বাসন্তী পুজো কমিটির অন্যতম সদস্য দেবাশীষ বৈরাগী জানিয়েছেন বিগত দুবছর করোনা মহামারীর জন্য আমাদের বাসন্তী পুজো বন্ধ ছিল। করোনার প্রকোপ স্বাভাবিক হতেই আমরা বাসন্তী দেবীর আরাধনায় ব্রতী হয়েছি।আশাকরি মা সমস্ত কিছু অশুভ শক্তি বিনাশ করে ধরাতলে অবতীর্ণ হবেন।

মানবিক মুখের নজির দেখাল ঘোড়ামারা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত বছরে ঘটে যাওয়া ইয়াস ঘূর্ণি ঝড় সহ বছরের বিভিন্ন সময়ে ঘটা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হয় চারিদিকে নদী বেষ্টিত দ্বীপটির প্রায় সাড়ে চার হাজার মানুষকে। নদী বাঁধ ভেঙে প্রায়ই নোনা জলে প্লাবিত হয় এলাকার চাষবাস। ফলে সরকারি বেসরকারি ত্রাণের ভরসাতেই দিন গুজরান হয় দ্বীপবাসীর। আর এবার সেই বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মানুষগুলোই সমাজকে প্রতিদান দেওয়ার লক্ষ্যে মানবিক মুখের নজির স্থাপন করলো। আজ দ:২৪ পরগণা জেলার সাগর ব্লকের অন্তর্গত ঘোড়ামারা গ্রাম পঞ্চায়েত, কাকদ্বীপ মহকুমা ব্লাড ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় আয়োজন করলো এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। গ্রাম পঞ্চায়েতের নবনির্মিত ভবনে আয়োজিত এই রক্তদান শিবিরে শতাধিক মানুষ স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন যার মধ্যে ছিলেন ছেষট্টি জন মহিলা। আজ রক্ত দান শিবিরের উদ্বোধন করে পঞ্চায়েত প্রধান সঞ্জীব সাগর বলেন, করোনা অতিমারির সময়কালে ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে রক্তের আকাল চলছে। বহু সাধারণ মানুষকে রক্তের অভাবে প্রায়শই কঠিন সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সমাজের পাশে থাকার বার্তা দিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে প্রথম বারের জন্য এই রক্ত দান শিবির আয়োজন করা হয়েছে। এদিনের রক্ত দান শিবিরে রক্তদাতাদের হাতে শংসাপত্র ও স্মারক তুলে দেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান। রক্ত দান শিবিরের পাশাপাশি এদিন আরও একটি সময়োপযোগী উদ্যোগ নিল ঘোড়ামারা গ্রাম পঞ্চায়েত। এলাকার দশটি

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শূন্য থেকে পাঁচ বছর বয়সী প্রায় তিন শতাধিক শিশুদেরকে নিয়ে আয়োজিত হল অপুষ্টি শনাক্তকরণ শিবিরের। এ প্রসঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাহী সহায়ক মনোরঞ্জন বর্মন বলেন, গত বছরের বন্যায় সবকটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র জলমগ্ন হয়ে যাওয়ার ফলে কেন্দ্রগুলির সমস্ত ওজন মেশিন নষ্ট হয়ে যায়। ফলে দীর্ঘদিন বাচ্চাদের অপুষ্টির মান নিরীক্ষণ করা যায়নি। তাই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র গুলিতে নথিভুক্ত সমস্ত বাচ্চাকে আজ এই শিবিরে হাজির করানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের ক্ষুদ্রতম গ্রাম পঞ্চায়েত ঘোড়ামারার এই মানবিক উদ্যোগ আগামীতে অন্যান্য গ্রাম পঞ্চায়েতকেও যে উৎসাহিত করবে, তা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়।

নাবালিকা উদ্ধার করল চাইল্ড লাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রেমের টানে নদিয়া জেলার বেতাই থেকে বীরভূম জেলার ইলামবাজারে চলে আসে এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী এক নাবালিকা। গোপনসূত্রে খবর পায় চাইল্ড লাইন। মঙ্গলবার চাইল্ড লাইনের কর্মীরা ইলামবাজার থানার পুলিশকর্মীদের সহায়তায় নাবালিকাকে উদ্ধার করে কাউন্সেলিং-এর জন্য পাঠায়। তারপর তাকে জেলা শিশুকল্যাণ সমিতি হোমে রাখা হবে চাইল্ড লাইন সূত্রে জানা গিয়েছে। নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে।

অস্বাভাবিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার দিনে দুপুরে চুরির ঘটনা ঘটলো জয়নগরে। জয়নগর মজিলপুর পুরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের তিলিপাড়ার শিরালী পাড়ার মুখে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অময় প্রামানিকের অনুপস্থিতে সোমবার দুপুরে এক চুরির ঘটনা ঘটলো। আর এই ঘটনা কে ঘিরে আতঙ্ক ছড়ালো এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, অময় বাবুর স্ত্রী ও মেয়ে বারুইপুরে ছিলো। আর অময়বাবু বাড়িতে ছিলো না। কলকাতায় গিয়েছিল। আর সেই সুযোগে এদিন দুপুর ১.৪২ মিনিট নাগাদ (সি সি টিভির ফুটেজ অনুযায়ী) দুজন চোর বাড়িতে ঢুকে বাড়ির সব ঘর তছনছ করে সোনার অলংকার, নগদ টাকা, ফোন সহ একাধিক দামী সামগ্রী নিয়ে যায়। সিসিটিভি ক্যামেরার তার ছিঁড়ে ফেলে ওরা। এদিন রাত ৯ টার পরে বাড়ি ফিরে অময়বাবুর চক্ষু চড়ক গাছ। তিনি দেখেন তাঁর বাড়ির দামী সামগ্রী, গহনা,টাকা সব চুরি হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, আনুমানিক প্রায় নগদ ৫০ হাজার টাকার বহু গহনা ও দামী সামগ্রী চুরি হয়ে গেছে। তবে তার স্ত্রী বাড়িতে না ফেরা পর্যন্ত কত গহনা ও কী কী চুরি হয়েছে তা বলা সম্ভব নয়। এদিন চুরির খবর পেয়ে রাতেই সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসেন স্থানীয় কাউন্সিলার চিন্ময় দে সহ এলাকার বহু মানুষ। খবর পেয়েই ছুটে আসেন জয়নগর থানার এস আই চন্দ্রশেখর ঘোষাল সহ পুলিশের তদন্তকারী টিম। রাতেই ঘটনা স্থলে ছুটে আসেন জয়নগর থানার আই সি অতনু সাঁতরা। তিনি নিজে ওই বাড়ির সব জায়গা ঘুরে ঘুরে তদন্ত করেন। কথা বলেন গৃহকর্তা সহ স্থানীয় মানুষ দের সাথে। গত বছরে এই পাড়ায় বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে চুরির ঘটনা ঘটার পরে পুলিশি তদন্তে চোর ধরা ও পড়ে। আবার এই চুরি তাও দিনের আলোয় ঘটায় আতঙ্কিত এলাকার মানুষ। আর এ ব্যাপারে স্থানীয় কাউন্সিলার চিন্ময় দে বলেন, আগে এলাকায় এসব কিছু ঘটতো না। আমি জয়নগর থানার আই সির সাথে কথা বলে এই এলাকায় পুলিশ নিয়োগ করা যায় কিনা দেখবো। তবে জয়নগর থানা সূত্রে জানা গেল, তদন্তের স্বার্থে চোরেদের ছবি সামনে আনা হয় নি। তবে খুব শীঘ্রই তাঁরা চুরির কিনারা করবেন।

ম্যানগ্রোভ বসাতে এগিয়ে এলেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনকে বাঁচাতে দরকার ম্যানগ্রোভের। আর সুন্দরবনের কুলতলিতে মেছো ভেড়ি তৈরির জন্য ক্রমাগত কাটা হচ্ছিলো এই ম্যানগ্রোভ। আর এবার সেই সব জমিতে নতুন করে বসানো হলো ম্যানগ্রোভ। কুলতলির বিধায়ক, কুলতলি থানার আই সি কোদাল হাতে কাটলেন এবার ভেড়ি। বসালেন ম্যানগ্রোভ আমফানের ক্ষত এখনো তাজা এখানে। তাঁরই মধ্যে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভ লাগানোর কাজ চলছে। বাম আমল থেকে এখনো কুলতলিতে একের পর এক নদীর চর থেকে ম্যানগ্রোভ কেটে তৈরি করা হচ্ছে মেছো ভেড়ি প্রকাশ্যে দিবালোকে। আর অভিযোগ, কুলতলির গোপালগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের খালার ঘেরিতে ১০০ বিঘা জমিতে জেসিবি দিয়ে মাটি কেটে তৈরি করা হচ্ছে মেছো ভেড়ি। মধুসূদনপুর গ্রামের নৈপুকুরিয়া নদীপাড়ের ১০ বিঘা এলাকায় ম্যানগ্রোভ কেটে সেখান থেকে মাটি নিয়ে তৈরি হচ্ছে ইট। চার নম্বর গোড়ানকাঠ হাড়িভাঙ্গা গ্রামের নদী চরের ১৫ বিঘার জমিতে ম্যানগ্রোভ কাটা হয়েছে। সেখানেও তৈরি হবে এই মেছো ভেড়ি। গত এক বছরে ম্যানগ্রোভ ধ্বংস হয়েছে শুধুমাত্র কুলতলিতে, জামতলা সংলগ্ন পল্লীতে, আন্দারিয়া, সানকি জাহান কলোনি, ৪ নম্বর গড়ান কাঠি কেল্লা, দেউলবাড়িতে। এই ম্যানগ্রোভের বিঘার পর বিঘা জমির ধ্বংস হয়েছে আর সেখানে তৈরি হয়েছে মেছোভেড়ি। আর কয়েক দিন আগেই এবার নতুন করে গোরান কাটি এলাকায় ১০০ বিঘা জমির ম্যানগ্রোভ কেটে মেছোভেড়ি তৈরির অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় গ্রামে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, একদল দুষ্কৃতী ক্রমাগত এই কাজ করে চলেছে। সুন্দরবনকে শেষ করে দিচ্ছে। আর প্রকাশ্য দিবালোকে তাঁরা এক অশুভ শক্তির সাথে মিলে এই কাজ করছে বলেও অভিযোগ। আর এবার এই ঘটনার পরই তৎপর হয় পুলিশ এবং জন প্রতিনিধিরা। অবশেষে রবিবার সকাল থেকে শুরু হয় ম্যানগ্রোভ পোঁতার কাজ। এবার থেকে প্রতি রবিবার নদীর চর এলাকার ফাঁকা জমিতে বসানো হবে এই ম্যানগ্রোভ। আর এই ম্যানগ্রোভ বসিয়ে সুন্দরবন রক্ষার সংকল্প নিয়েছেন কুলতলির বিধায়ক গণেশ চন্দ্র মন্ডল। তিনি বলেন, ম্যানগ্রোভ

ধ্বংসকারীদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি এও বলেন, এবারে সুন্দরবন রক্ষার জন্য এই ম্যানগ্রোভ ধারাবাহিক ভাবে বসানো হবে এবং রক্ষাও করা হবে। কুলতলি থানার আই সি অর্ধেন্দু দে সরকার ও রায়দিঘি রেঞ্জের বনকর্মীরা এবং কুলতলির বহু জন প্রতিনিধিরা এগিয়ে এসেছেন এই ধারাবাহিক ম্যানগ্রোভ বাঁচিয়ে সুন্দরবনকে রক্ষা করতে।

আনন্দে জখম ২

নিজস্ব প্রতিনিধি : পরপর তিন তিনটি বাইক এ ধাক্কা মারলো এক যুবক। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন ওই বাইক চালক সহ অপর একজন। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে ক্যানিং থানার বাজার সংলগ্ন পেট্রোল পাম্প এলাকায়। গুরুতর জখম হয়েছে মনিকুল সাহা ও বাবু দাস। ঘটনার খবর পেয়ে দুজনকেই উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় ক্যানিং থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ক্যানিংয়ের তালদির ব্যারাসিং এলাকার বাসিন্দা মনিকুল সাহা। তার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। গত দুদিন আগে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেছিলেন। সোমবার এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেয়। পুত্র সন্তান হয়েছে শোনার পর আনন্দ-উল্লাসে ফেটে পড়ে ওই যুবক। সেই আনন্দে বাইক নিয়ে পাইচারি করতে থাকে। পায়চারি করার সময় পরপর দুটি বাইকে ধাক্কা দেয়।

তৃতীয়বার সজোরে আর একটি স্কুটিকে ধাক্কা মেরে রাস্তায় ছিটকে পড়ে সে। গুরুতর জখম হয় স্কুটি চালক বাবু দাস সহ ওই যুবক। স্থানীয়রা ক্যানিং থানার পুলিশের সহযোগিতায় তাদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

নাকে আটকে পিস্তলের গুলি

সুভাষ চন্দ্র দাশ : টান টান উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে চিকিৎসক এর তৎপরতায় কয়েক মিনিটের চেষ্টায় এক বছর তিন বয়সের শিশুর নাকের ছিদ্র থেকে বেরিয়ে এল পিস্তলের গুলি। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে ক্যানিং থানার আমড়াবেড়িয়া গ্রামে। তবে এটি প্লাস্টিকের খেলনা পিস্তল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বারুইপুর থানার অন্তর্গত বেতবেড়িয়ার বাসিন্দা হোসেন লস্কর। তিনি ক্যানিংয়ের মাতলা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার আমড়াবেড়িয়া দাসপাড়ার মঞ্জিলাকে বিয়ে করেছিলেন। মেহেতাব লস্কর নামে দম্পতির তিন বছরের এক পুত্র সন্তান রয়েছে। গত চারদিন আগে ক্যানিংয়ের মামার বাড়িতে এসেছিল সে। রবিবার সন্ধ্যা থেকে প্লাস্টিকের রিভলবার নিয়ে খেলছিল। সাথে সাথে প্লাস্টিকের গুলিও ছুড়ছিল সে। আচমকা একটি গুলি তার নাকের ছিদ্রের মধ্যে ঢুকে গিয়ে আটকে যায়। চিৎকার করে কান্নাকাটি শুরু করে। বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। পরিবারের লোকজন কী করবেন ভেবে উঠতে পারছিলেন না। শিশুটির শ্বাস নিতে ও কষ্ট হচ্ছিল। এমত অবস্থায় পরিবারের লোকজন শিশুটি কে নিয়ে দ্রুততার সাথে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে যায় চিকিৎসার জন্য। সেখানে নাক–কান–গলা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অভিষেক বিশ্বাস এর নেতৃত্বে চিকিৎসা শুরু হয়। মিনিট কয়েকের চেষ্টায় শিশুর নাক থেকে প্লাস্টিকের খেলনা রিভলবারের গুলি বের করতে সক্ষম হয় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। অপারেশন থিয়েটার থেকে শিশুকে বেরিয়ে আসতে দেখে হাসি ফোটে পরিবারের সদস্যদের। শিশুর মামা লতিফ মন্ডল জানিয়েছিলাম কী হয় সেই চিন্তায় রাতের ঘুম উবে গিয়েছিল। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের ডাক্তারবাবুর তৎপরতায় আমার ভাগ্নার নাকের মধ্যে ঢুকে যাওয়া প্লাস্টিকের খেলনা রিভলবারের গুলি বের হওয়ায় স্বস্তি ফিরে পায়। ডাক্তারবাবুকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

দেখা মিলল দক্ষিণরায়ের

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : গরম পড়ে গিয়েছে। পর্যটকদের মৌসুম শেষ হলেও সুন্দরবনে এখনো বেড়ে চলেছে পর্যটকদের আনাগোনা। দোল ও হোলি উপলক্ষে সুন্দরবনের পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা গিয়েছে এবার। সুন্দরবনে ঘুরতে গিয়ে দক্ষিণ রায়–এর দেখা পাওয়া এখন পর্যটকদের কাছে স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে। দোল ও হোলি উপলক্ষে কলকাতা থেকে একদল পর্যটক বৃহস্পতিবার সকালে সুন্দরবন ভ্রমণ করতে যায়। লঞ্চ নিয়ে ঘোরার সময় বসিরহাট রেঞ্জের অন্তর্গত খিলার জঙ্গলে বাঘ দেখতে পায় তাঁরা। সুন্দরবন গিয়ে

সাক্ষাৎ দক্ষিণ রায়ের এইভাবে দর্শন পাওয়াতে ইতি মধ্যে আনন্দিত পর্যটকেরা। সুন্দরবন ভ্রমণ শেষে বাড়ি ফেরার সময় আবার ছোট চিলমারী জঙ্গলের কাছে আবার দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে দেখা হয় তাদের। পরপর দুদিনে দুবার দক্ষিণ রায়ের দর্শন পাওয়াতে আনন্দিত হয়ে উঠেছে পর্যটকদের দল। এক পর্যটক নবকুমার বেতাল জানান, দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্যতম প্রাণবৈচিত্র্য সম্পন্ন পর্যটক কেন্দ্র হল এই সুন্দরবন। ভ্রমণপিপাসু বাঙালির কাছে সুন্দরবন মানেই আবেগ আর সুন্দরবন মানে বাঘ,হরিণ আর কুমির। আমরা বৃহস্পতিবার সাতগাছিয়া থেকে সুন্দরবন ভ্রমণ করতে আসি। করোনা সময়কালে দীর্ঘ ২ বছর আমরা বেড়াতে পারিনি সেভাবে তাই ছুটির মরসুমে আমরা লঞ্চ নিয়ে সুন্দরবনে ভ্রমণ করার সময় দুটি পৃথক জঙ্গলে বাঘের দর্শন পাওয়া সত্যিই আমাদের ভাগ্যের ব্যাপার। আমরা আনন্দিত।আর খুশির হাওয়া এখন পর্যটকদের মধ্যে।

সৃষ্টি সুখের উল্লাসে সৃজন উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনা বিধি মেনে ১৯ থেকে ২১ মার্চ হিমাদ্রি মিশন আয়োজিত ১৬তম 'সুন্দরবন সৃজন উৎসব'–২০২২ অনুষ্ঠিত হল প্রত্যন্ত সুন্দরবন অঞ্চলের সন্দেশখালি থানার দুর্গা মণ্ডপ হিমাদ্রি মিশন প্রাঙ্গণে। এবার সুন্দরবন সৃজন উৎসবের মঞ্চ উৎসর্গ করা হয়েছে প্রয়াত বিধায়ক জয়ন্ত নস্করের নামে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে সুন্দরবন সৃজন উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট নাট্যকার ও পরিচালক ড. দানী কর্মকার। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী বর্ণালী কর্মকার, অভিনেতা অমিত সরকার, বিশিষ্ট সমাজসেবী পঙ্কজ মণ্ডল, শম্ভুনাথ মণ্ডল, নিত্যানন্দ রায়, প্রদীপ কুমার মণ্ডল, চিত্রশিল্পী সুনীল চক্রবর্তী, চিত্রশিল্পী নমি তরফদার প্রমুখ। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন শমী তরফদার। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন সৃজন উৎসব কমিটির সভাপতি ডা: গিরীন্দ্রনাথ মণ্ডল। সুন্দরবন সৃজন উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে অধ্যাপক ড. দানী কর্মকার বলেন, 'একদিকে করোনার আবহ, অন্যদিকে রাশিয়া–ইউক্রেন–এর মধ্যে যুদ্ধের আবহ এরই মধ্যে হিমাদ্রি মিশন আয়োজিত ১৬ তম সুন্দরবন সৃজন উৎসব ২০২২ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সুন্দরবন সৃজন উৎসব, সৃষ্টির এই উৎসব আমাদেরকে উৎসাহ যোগায়, আমাদেরকে প্রাণিত করে বলে থেমে থেকো না চলতে থাকো এবং সৃজনে মেতে থাকো। বর্তমানে এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে দমদম থেকে সুন্দরবন সৃজন উৎসব আসতে আমাদের বাধ্য করেছে। গত বছরও আমরা এসেছিলাম। কারণ সারা পৃথিবী জুড়েই এরকম একটা ধ্বংসের আবহের মধ্যেও হিমাদ্রি মিশন সৃষ্টির আনন্দে মেতে উঠেছে। তাই আমরা তাতে সামিল না হয়ে পারলাম না। এরকম একটা ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যেও সৃষ্টির আনন্দে মেতে উঠেছেন হিমাদ্রি মিশনের কর্ণধার হিমাদ্রিশেখর মণ্ডল সেজন্য আমরা রবীন্দ্রনগর নাট্যায়ুধ–এর পক্ষ থেকে তাঁকে স্যালুট জানাই। এখান থেকেই হয়তো কোনও শিল্পী একদিন নাম করবে, যশ করবে, দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। এই প্রত্যাশা আমাদের রয়েছে হিমাদ্রি মিশনের প্রতি।' স্বাগত ভাষণে ডা: গিরীন্দ্রনাথ মণ্ডল বলেন, 'সুন্দরবন সৃজন উৎসবকে সাফল্য মন্ডিত করার জন্য সকলেই সহযোগিতা করেছেন এজন্য সবাইকে আমি মেলা কমিটির পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আপনারা সকলে এগিয়ে আসুন, এই সুন্দরবন সৃজন উৎসবকে সকলের সহযোগিতায় আমরা আরও এগিয়ে নিয়ে যাই।'সুন্দরবন সৃজন উসব কমিটির সম্পাদক সাংবাদিক হিমাদ্রিশেখর মণ্ডল বলেন, 'ড্যান্স হাঙ্গামার মতো পশ্চিমী সংস্কৃতি আজ সুন্দরবন অঞ্চলকে অক্টোপাসের মতো গিলে খাচ্ছে। তাই সুন্দরবন অঞ্চলের নিজস্ব সংস্কৃতিকে বাঁচাতে সুন্দরবন সৃজন উৎসব। সুন্দরবন সৃজন উৎসবের মঞ্চ থেকে প্রতি বছর জন্ম নিচ্ছে নতুন নতুন প্রতিভা। এই প্রতিভারাই হয়তো একদিন সুন্দরবন অঞ্চলের নাম উজ্জ্বল করবেন। আমরা চাই সুন্দরবন সৃজন উসব সুন্দরবনবাসীর প্রাণের উৎসব হয়ে উঠুক। আর এজন্য জাতি–ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে সকল শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।

সকলের আন্তরিক সহযোগিতা পেলে একদিন আমাদের লক্ষ্য পূরণ হবে এ প্রত্যাশা রাখি।' গত বছর ইয়াস, অতিবৃষ্টি এবং করোনায় মানুষের মনে হাসি নেই। তাই 'রবীন্দ্রনগর নাট্যায়ুধ' এবার সুন্দরবন সৃজন উৎসবে মঞ্চস্থ করল ড. দানী কর্মকার রচিত ও নির্দেশিত হাসির নাটক 'গয়ানাথের হাতি'। এছাড়া তরজা, ঝুমুর পরিবেশিত হয়। সুরেলা কণ্ঠে মনোজ্ঞ সঙ্গীত পরিবেশন করেন শমী তরফদার ও নমি তরফদার। এছাড়া ছিল বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা। ডাক্তার গিরীন্দ্রনাথ মণ্ডল ৭৫ জন রোগী দেখেন। ছোটদের জন্য ছিল বসে আঁকো, যেমন খুশি সাজো, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। সুন্দরবন সৃজন উৎসব হয়তো আগামী দিনে সুন্দরবন কে পথ দেখাবে। ১৬ তম সুন্দরবন সৃজন উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, নাট্যকার ও পরিচালক ড. দানী কর্মকার।

শ্রমিক শোষণ : অভিযোগ

প্রথম পাতার পর

কেন্দ্রীয় সরকার খসড়া রুল তৈরি করলেও শ্রমিক আন্দোলনের চাপে তা এখনও পাশ করাতে পারেনি। এর পাশাপাশি আর একটি সর্বনাশা পদক্ষেপ করে চলেছে কেন্দ্র। সরকারি ও রাষ্ট্রায়ত্ত সমস্ত সংস্থার বেরিকারি করণের গতিকে বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিশ্বায়নের যুগে বিগত তিন দশক ধরে চলছে এই বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়া। তার ফলে রেল, ব্যাঙ্ক, বিমা, বিদ্যুৎ, প্রতিরক্ষা, কয়লা, তেল, গ্যাস, স্টিল, টেলিকম, বিমান ও জাহাজ বন্দর সর্বত্রই চলছে বেসরকারিকরণ। এক্ষেত্রে যে প্রক্রিয়া অনুসৃত হচ্ছে, তা হল স্থায়ী শ্রমিক–কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের পর সেই শূন্যপদে স্থায়ী কর্মী নিয়োগ না করা। সেক্ষেত্রে কাজের সমস্যা দূরীকরণের জন্য সেখানে নেওয়া হচ্ছে চুক্তিভিত্তিক কর্মী। ১৯৯১ সালে তৎকালীন কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারে জমানায় বিশ্বায়নের পথ বেয়ে শুরু হয়েছে বেসরকারীকরণের এই প্রক্রিয়া।'

অশোকবাবু আরও বলেন, 'ব্যাপক বেসরকারিকরণের এই পরিবেশে সংগঠিত শিল্প চা, চট, ইঞ্জিনিয়ারিং সহ সর্বক্ষেত্রে কমেছে কর্মী সংখ্যা, বেড়েছে কাজের বোঝা। কমেছে সামাজিক সুরক্ষা। অস্থায়ী শ্রমিক এসেছে, এসেছে ঠিকাদার প্রথা। সম কাজে সম বেতন দেওয়ার সুপ্রিম কোর্টের রায়ও আজ উপেক্ষিত। সাম্প্রতিক করোনাকালে বহু পরিযায়ী শ্রমিক কর্মহীন হওয়ার পাশাপাশি মারাও গেছেন অনেকেই। এখন মাইগ্রান্ট লেবার অ্যাক্ট পরিবর্তন করে অধিকার হরণ করছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রে মোটরভ্যান, টোটো চালক, বিড়ি শ্রমিক, হকার, নির্মাণ শ্রমিক, মৎস্যজীবী সহ সমস্ত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা সহ বাঁচার মতো মজুরিও উপেক্ষিত। পাশাপাশি আইসিডিএস, আশা, মিড ডে মিল, পুরস্বাস্থ্য কর্মী সহ সমস্ত স্কিম ওয়ার্কারদের সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি ও সামাজিক সুরক্ষা নেই। উপযুক্ত নিরাপত্তা ও বিমা সুরক্ষা থেকেও তারা বঞ্চিত। দেশে নতুন কলকারখানা না হওয়ার জন্য বেকার সমস্যা দৈনন্দিন স্ফীত হচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ কৃষক দেনার দায়ে আত্মহত্যা করেছেন। জিনিসপত্রের দাম ক্রমশ আকাশচুম্বী হচ্ছে। যা সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের জন বিরোধী নীতি নির্ধারণের কারণেই মালিকশ্রেণির আগ্রাসন ক্রমশ বেড়ে চলেছে। আর শ্রমিক শ্রেণির উপর ক্রমশই ভয়াবহভাবে নেমে আসছে বিভিন্ন দমন–পীড়ন সহ বেনজির শোষণ বঞ্চনা।'

বামেদের লড়াকু মনোভাবে জিজ্ঞাসু জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যজুড়ে পরপর বিভিন্ন উপনির্বাচন এবং নির্বাচনে বামেদের ধারাবাহিক পরাজয় অব্যাহত। উদ্ভুত অভাবনীয় পরিস্থিতিতে বিরোধী রাজনৈতিক দল তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির নেতা–কর্মীদের তো কটাক্ষের সুরে একটাই কথা, পশ্চিমবঙ্গে বামেদের দূরবীণ দিয়েও দেখা যাচ্ছে না।' সংসদীয় রাজনীতিতে এরাজ্যে বিরোধীদের এই কটাক্ষের সমর্থনে হয়তো একাধিক যুক্তি থাকতে পারে। কিন্তু তারপরেও হাটে–মাঠে–রাজপথে বামেদের লাগাতার স্বতস্ফূর্ত কর্মসূচি পুলিশ–প্রশাসনের দৌড়ঝাঁপ বাড়িয়ে দিচ্ছে, কালঘাম ছোটাচ্ছে কীভাবে এরই উত্তর খুঁজতে শুরু করেছে আমজনতা। তবে, মুখে যতই কটাক্ষ করুক না কেন এবং প্রকাশ্যে স্বীকার না করলেও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও একইভাবে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে চলেছে। বিভিন্ন প্রান্তের বাম নেতৃবৃন্দ অবশ্য বিরোধীদের এই কটাক্ষের সরাসরি জবাব দেওয়ার পরিবর্তে বিভিন্ন ইস্যুতে আমজনতার আরও নৈতিক সমর্থন পাওয়াকেই এই মুহূর্তে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। আর যার ওপর ভিত্তি করেই আগামিতে বৃহত্তর আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করা হবে বলে সূত্র মারফত জানা গেছে। সংসদীয় রাজনীতিতে সিপিএম তথা বামফ্রন্ট রাজ্যজুড়ে যে চরম অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে এটা এখন আর কারও কাছে নতুন বিষয় নয়। পুরসভা থেকে পঞ্চায়েত, বিধানসভা থেকে লোকসভা সর্বত্রই বামেরা কার্যত ক্ষমতাচ্যুত। এক্ষেত্রে ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে রয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এবং ঠিক তার নিচেই অবস্থান কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপির। যদিও এরাজ্যের বহরমপুর এবং মালদা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্র দু'টি এখনও কংগ্রেসের দখলে থাকলেও বামেদের প্রাপ্তির ভাঁড়ারে শূন্যই। তবে, সদ্যসমাপ্ত পুরসভা নির্বাচনে একমাত্র নদিয়ার তাহেরপুরে সিপিএম এককভাবে পুরবোর্ড দখল করতে পারলেও কংগ্রেস এবং বিজেপি রাজ্যের কোথাও এককভাবে পুরবোর্ড গঠনে ব্যর্থ হয়েছে। অন্যদিকে, এবারের পুরনির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের নিরিখে দেখা যাচ্ছে বামেদের হারিয়ে যাওয়া ভোটের অনেকটাই দীর্ঘদিন পর ফিরে আসতে শুরু করেছে। বামেদের এই ভোটের বৃহত্তর অংশটাই এতদিন বিজেপির দিকে ছিল বলে রাজনৈতিক দলগুলি বেশ নজরে রেখেছে তা তাদের নেতা–নেত্রীদের প্রায়শই বাকসংযম বোধের অভাব সহ কটাক্ষেই পরিচয় মেলে। এককথায়, সিপিএম তথা বামেদের এরাজ্যে বিরোধীরা যতই কটাক্ষ করুক না কেন তারা যে এখনও আমজনতার কাছে প্রাসঙ্গিক এটা বলাই বাহুল্য। এটা অনেকটাই সম্ভব হয়েছে

মহল সহ আমজনতার একাংশের অভিমত। আর সেই সমর্থন ফিরে পেতেই সিপিএম তথা বামফ্রন্টের ভোটপ্রাপ্তির ঝুলিও ভরতে শুরু করেছে। সামগ্রিক দিক থেকে এটা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলাই যায় যে এরাজ্যে বামেরা তাদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে কার্যত মরিয়া। সপ্তাহ খানেক আগেই সিপিএমের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি গঠিত হয়েছে।

সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন রায়গঞ্জের প্রাক্তন সংসদ সদস্য মহম্মদ সেলিম। সংসদীয় রাজনীতিতে একজন সুবক্তা এবং লড়াকু রাজনীতিক রূপে মহম্মদ সেলিমের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে অনেকখানি। পাশাপাশি এবারেই ওই কমিটিতে ঠাঁই পাওয়া যুব নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়েরও লড়াকু ইমেজ রাজ্যবাসীর এতটাই নজর কেড়ে নিয়েছে যে বিভিন্ন সভায় তাঁর বক্তব্যের রেকর্ডিং অসংখ্য মানুষের মোবাইলে সেভ মোড়ে রাখা আছে। মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন চায়ের ঠেকে, আড্ডায় তাঁর সেই বক্তব্যে কান পাতছেন অনেকেই। তবে, এসব যে বিরোধী রাজনৈতিক বিভিন্ন নির্বাচনে পরপর পরাজয়ের পরেও শুধুমাত্র মানুষের কথা ভেবে নানান ইস্যুতে লাগাতার আন্দোলন কর্মসূচিতে মাঠে–ময়দানে–রাস্তায় নামার জন্য। পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী পূর্বস্থলী–২ ব্লকের প্রত্যন্ত এলাকা মেড়তলা গ্রামে রবিবার সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই–এর আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। সেখানে এলাকার লড়াকু যুব নেতা বীরেশ্বর নন্দী, প্রবীর দেবনাথ, আশালতা পাত্র, হাসিম শেখ প্রমুখের বক্তব্যের একটাই সুর ছিল, মানুষের জন্য লাগাতার আন্দোলনের রাস্তাই হল বামেদের একমাত্র রাস্তা। পূর্ব বর্ধমান জেলা সিপিএমের সম্পাদক সৈয়দ হোসেন বলেন, বামফ্রন্টের লক্ষ্য হল জাতি–ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বদা লড়াই করা। মানুষের বিভিন্ন দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য একমাত্র আমরাই সারাটা বছর রাস্তায় নেমে লড়াই করি। আমরা এখনও বিশ্বাস করি লাগাতার আন্দোলন কর্মসূচির মধ্য দিয়েই অসংখ্য মানুষের সমর্থন একদিন ঠিকই ফিরে পাব।

৩৬৫ দিন মানুষের পাশে থাকুন : গৌতম দাশগুপ্ত

কুনাল মালিক : শতাব্দী প্রাচীন বজবজ পুরসভার চেয়ারম্যান হলেন গৌতম দাশগুপ্ত। এর আগে তিনি ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছেন। এখন আরও বড় দায়িত্বে এলেন। বরাবরই সৎ, স্বচ্ছ এবং সংস্কৃতি মনোস্ক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে নিজেকে তুলে ধরেছেন। ২০টি ওয়ার্ডের আগামী দিনে মানুষকে সুষ্ঠ পরিষেবা দেবার দায়িত্ব তাঁর এবং তাঁর বোর্ডের সদস্য সদস্যাদের। গৌতম দাশগুপ্তর কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে।

প্রশ্ন: চেয়ারম্যান হিসাবে বজবজ পুরসভার জন্য প্রথম কী কাজ করবেন?

উত্তর: আমি তো এককভাবে কোনও সিদ্ধান্ত নেব না। বোর্ড মিটিংএ সবাই যা সিদ্ধান্ত নেবেন সেটাই করবো। সমষ্টিগত ভাবে কাজ হবে।

প্রশ্ন: ২০টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৮টিতে আপনারা ১৮টি ওয়ার্ডে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতেছেন। বিরোধীরা বলছে নির্বাচনের নামে প্রহসন হয়েছে। কি বলবেন?

উত্তর: ৩২টি মিউনিসিপ্যালিটিতে তো আমরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতেছি। সেখানেও কী প্রহসন হয়েছে? আমাদের এখানে তো ২টি ওয়ার্ডে ভোট হয়েছে। তাহলে সেখানেও তো আমরা প্রহসন করতে পারতাম। আসলে বিরোধীরা যদি প্রাথী খুঁজে না পায়, তাহলে আমরা কী করতে পারি।

প্রশ্ন : নতুন কর্মসংস্থানের কোনো পরিকল্পনা আছে?

উত্তর : পৌরসভা তো কারখানা নয়, যে চাকরি হবে। সীমিত লোক নিয়ে পৌরসভা চলে। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হল মানুষকে পরিষেবা দেওয়া। পঞ্চায়েত স্তরে ১০০ দিনের কাজ আছে,আমাদের তাও নেই। অর্থাভাব আছে।

প্রশ্ন : বজবজ ট্রাক টার্মিনাস থাকা সত্ত্বেও ট্রাকগুলো মেন রোডে দাঁড়িয়ে থাকে। দুর্ঘটনাও ঘটছে। এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেবেন?

উত্তর : এখন পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। পুলিশ বিষয়টি দেখছে।

প্রশ্ন : সুভাষ উদ্যানে কমিউনিটি হল বা স্টেডিয়াম কবে সম্পূর্ণ হবে।

উত্তর : বাম আমলে ৭০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে, তৃণমূল সরকার এসে আরও দেড় কোটি টাকা দিয়েছে। এখনও পৌনে ২ কোটি টাকা চাই। তাই কবে শেষ হবে সেটা এখনই বলা যাবে না।

প্রশ্ন : বজবজের নিকাশির কোনো সমস্যা আছে?

উত্তর: বজবজে কোনও ড্রেনেজ সমস্যা নেই। বর্ষাকালে কয়েকটি পকেটে একটু জল জমে।

প্রশ্ন: যারা পৌরমাতা বা পিতা হয়েছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে কী বার্তা দেবেন?

উত্তর: মমতা ব্যানার্জীর দর্শন ও অভিষেক ব্যানার্জীর নির্দেশ মেনে চলুন। ২৪×৭ ঘণ্টা এবং ৩৬৫ দিনে মানুষের সাথে, মানুষের পাশে থাকুন।

ঠাণ্ডা জলে ভাত হয়

প্রথম পাতার পর

এরপর তিনি কৃষি বিষয়ক মেলা ও অনুষ্ঠানে যেতে শুরু করেন, যেখান থেকে তিনি অনেক কিছু শেখার সুযোগ পান। পঞ্জাবের মোহালিতে এমনই এক অনুষ্ঠানে কালো গমের কথা জানতে পারেন তিনি। একইভাবে পশ্চিমবঙ্গে তিনি কালো ধান ও ম্যাজিক চালের জাত সম্পর্কে তথ্য পেয়েছেন। বিজয় এই তিনটি জাত সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পেরে চাষ শুরু করেন। যার জন্য ব্যাপক প্রশংসিত হচ্ছেন তিনি। বিজয় গিরিও এক একর জমিতে ম্যাজিক ধান চাষ করেন। এই জাতের ধান আসামে প্রচলিত, সেখানেও জিআই ট্যাগ পাওয়া গেছে। এই ধানের বিশেষত্ব হল এর চাল কোনও এলপিজি বা চুলায় রান্না করতে হয় না। এই চালটি ৪৫–৬০ মিনিটের জন্য সরল জলে রাখলে রান্না হয়।

খাওয়ার ক্ষেত্রেও এর স্বাদ সাধারণ ভাতের মতোই। এই চালের বিশেষত্ব হল এতে প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন রয়েছে।

মহানগরে

উপভোক্তা অধিকার দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্রেতা সুরক্ষা দফতর ক্রেতাদের সুরক্ষা প্রদানে বদ্ধপরিকর। ১৯৬২ সালের ১৫ মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি জন এফ কেনেডি ক্রেতাদের অধিকার নিয়ে একটি বিল পেশ করেন। সেটিকে মাথায় রেখেই ১৯৮৩ সাল থেকে এই দিনটিকে 'বিশ্ব উপভোক্তা অধিকার দিবস' হিসাবে পালন করা হয়। এ বছর সেই দিনটিকে মাথায় রেখে ২২ মার্চ দক্ষিণ কলকাতা উপভোক্তা দফতরের তত্ত্বধানে কালীঘাটের দিলীপ মজুমদার স্মৃতি ভবনের প্রেক্ষাগৃহে এই দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়। ক্রেতাদের সচেতনতার জন্য এক আলোচনা সভার সাথে সাথে ছিল ক্রেতা সুরক্ষা নিয়ে একটি নাটক। যেখানে আড়িয়াদহ নাট্য পীঠ নাটকের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাবে তুলে ধরেছে ক্রেতা সুরক্ষা

আইনের বিভিন্ন দিক।

কলকাতা কর্পোরেশনের বোরো ৮–এর চেয়ারপার্সন চৈতালী চট্টোপাধ্যায় বলেন, এই উদ্যোগ সত্যি সকলের কাছে পৌঁছে যেতে সাহায্য করবে। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন বাজার এলাকায় গিয়ে গিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আধিকারিকদের অনুরোধ করেন। ৮৩ নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি প্রবীর কুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এই ধরনের অনুষ্ঠান আরও বেশি করে করতে হবে যাতে নিচু তলার মানুষের কাছে আরও ভাল করে পৌঁছে যাওয়া যায়। ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের প্রাক্তন আধিকারিক অরুণ মুখার্জি এবং ওই দফতরের বর্তমান সহ আধিকারিক শৌনভ গুপ্ত ক্রেতা সুরক্ষা নিয়ে বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সাধারণ মানুষেরা প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে নিজেদের উৎসাহে অনুষ্ঠানে ওতোপ্রতোভাবে অংশ নেন।

লার্ভার নোটিশ অমান্যে পুর জরিমানা

বরুণ মণ্ডল : জেনেও স্রেফ নিজ গাফিলতিতে নিজ বাড়িতে মশার লার্ভার পরিমাণ বৃদ্ধি করে লক্ষ লক্ষ টাকা জরিমানা গুনলেন এক কলকাতা পুরবাসী। শুধু সাধারণ নাগরিকরা নন, মাত্র ডিসেম্বর – জানুয়ারি এই দু'মাসে মিউনিসিপ্যাল কোর্টের নির্দেশে প্রায় ২৫ লাখ টাকা পুর কোষাগারে জমা দিতে বাধ্য হচ্ছেন কলকাতার সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাও। ডেঙ্গু – ম্যালেরিয়ার জীবাণুবাহক এডিস মশার লার্ভা থাকার জেরে দু'দফায় কলকাতা পুরসভা সতর্ক করার পরেও গুরুত্ব না দেওয়ায় চলতি মার্চ মাসের প্রথম ১০ দিনে জরিমানা আদায় হয়েছে ৪ লক্ষ ৫৫ টাকা। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আইন, ১৯৮০ – র ৪৯৬এ ধারা প্রয়োগ করে এমন জরিমানা চালুর জেরে কলকাতায় ডেঙ্গু – ম্যালেরিয়ার জীবাণুর বিস্তার কিছুটা বন্ধ হয়েছে। ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে কলকাতার উপ–মহানাগরিক অতীন ঘোষ বলেন, মহানগরের জনস্বাস্থ্যের

স্বার্থে কলকাতা পুরসভা বছরভর ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া নিয়ে নজরদারি চালিয়ে আসছে। তার অংশ হিসাবে পুর আইনের ৪৯৬এ ধারা প্রয়োগে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের জরিমানা আদায় হচ্ছে। এর আগে কলকাতায় কখনও মশার লার্ভা জন্মানোর দায়ে অর্থের জরিমানা করা হয়নি।

প্রসঙ্গত, জনস্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দিয়েই রাজ্য সরকার কলকাতা পুরসভার বর্তমান পুরবোর্ডের সুপারিশে ক্ষতিকারক লার্ভা জন্মানো রুখতে ১৯৮০ সালের কেএমসি অ্যাক্টের ৪৯৬ ধারার সংশোধন করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর সম্মতিতে সংশোধিত ৪৯৬ এ ধারা চালু হতেই এবার নাগরিক স্বার্থে বাড়ি – অফিস – কারখানার ক্ষতিকারক লার্ভা জন্মাতেই কলকাতা পুরসভা সক্রিয় হয়ে কড়া ব্যবস্থা নিতে শুরু করে। উপ–মহানাগরিক জানান, বাড়ি বা অফিসে নজরদারির সময় স্বাস্থ্যকর্মীরা লার্ভা দেখতে পেলে ৭ দিন অন্তর নোটিশ দিয়ে সতর্ক করে। আর ১৫ দিনের মাথায় দ্বিতীয় নোটিশ দেওয়ার পর মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিস্টেটের এজলাসে জরিমানা ধার্য করে, ফৌজদারি মামলা করা হচ্ছে। পুরসভা সূত্রে খবর, ৪৯৬ এ / ৬১০ এই দুই ধারায় মামলা দায়ের করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য দফতরের কর্তারা আশাবাদী, মশার লার্ভা জন্মাতে দেওয়ার অভিযোগ প্রমাণ হওয়ায় জরিমানা আদায়ের ফলে কলকাতা মহানগরে জনসচেতনতা কর্মসূচি আরও বৃদ্ধি পাবে।

জল সংরক্ষণের শপথ গ্রহণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্ব জল দিবসের দিন ভারত চেম্বার অফ কমার্সের উদ্যোগে মাটির তলার জলের

ঘাটতি নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। আলোচকরা সকলেই জলস্তর বাড়ানোর জন্য সওয়াল করেন এবং তার পদ্ধতি সকলের কাছে তুলে ধরেন। পানীয় জলের ঘাটতি যাতে না হয় সে নিয়েই দিক্ প্রদর্শন করেন তারা। সভায় উপস্থিত ছিলেন ভারত চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি রমেশ কুমার সারাওগী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিষয়ক অধ্যাপক ডঃ তড়িৎ রায়চৌধুরী, পরিবেশ বিষয়ক বিজ্ঞানী ডঃ সাথী নন্দী চক্রবর্তী, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি খড়্গপুরের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক শীর্ষেন্দু দে, রানী রাসমণি গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর আশুতোষ ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের চেয়ারম্যান ডঃ কল্যাণ রুদ্র। সবশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ভারত চেম্বার অফ কমার্সের সহ সভাপতি এনজি খৈতান।

চলতি বছরে চালু হবে জোকা মেট্রোরেল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০১০ – এর এপ্রিল থেকে ২০২২ – এর সেপ্টেম্বর দীর্ঘ সাড়ে ১২ বছর পর জোকা – এসপ্ল্যানেড মেট্রো রেলের একাংশে জোকা–মাঝেরহাট ৬.৪৯ কিলোমিটার পথে সিঙ্গল মেট্রো পরিষেবা চালু হবে। ২৪ মার্চ কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে মেট্রোরেলের ভারপ্রাপ্ত জেনারেল ম্যানেজার অরুণ অরোরা একথা জানান। সিঙ্গল মেট্রো অর্থাৎ দিনে একটি লাইন দিয়ে একটি ট্রেনই যাতায়াত করবে। আরও সহজ করে বললে হবে আপ লাইনে চলবে একটি ট্রেন এবং

ডাউন লাইনে চলবে একটি ট্রেন। পরে এই সংখ্যাটা বাড়ানো হবে। প্রসঙ্গত, দীর্ঘ দিন ধরে প্রস্তুত হওয়া লাইন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকা পরিকাঠামোর সমস্যার সমাধানে বর্তমান এই পদ্ধতি। জিএম আরও জানান, ২০২৫ সালের জুলাইয়ের মধ্যে তারাতলা থেকে এসপ্ল্যানেডের মধ্যে সম্পূর্ণ ভাবে মেট্রো চলবে। প্রসঙ্গত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৯ – এ রেলমন্ত্রী থাকাকালীন তার প্রথম রেল বাজেটেই জোকা থেকে বেহালা হয়ে বিবাদী বাগ মেট্রোরেল প্রকল্পের ঘোষণা করেন। আর অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি প্রতিভা দেবী সিং পাতিল জোকাতে এই মেট্রোরেল প্রকল্পের শিলান্যাস করেন ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১০।

শহিদ দিবসে কুর্নিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : নেহেরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতা সাড়ম্বরে পালন করল শহিদ দিবস। ভারতের মহান বিপ্লবী শহিদ ভগত সিং রাজগুরু এবং শুকদেব ফাঁসির মঞ্চে শহিদ হয়েছিলেন আজকের দিনে। এই ত্রয়ীর শহিদ হওয়ার দিনটিকে শহিদ দিবস হিসেবে সারা ভারতবর্ষে পালন করার সাথে সাথে দক্ষিণ কলকাতার বেহালাতে পালন করা হলো। এনসিসির ছাত্র–ছাত্রীরা কুচকাওয়াজ এর মাধ্যমে কুর্নিশ জানায় তাদের।

ভারতের সকল বিপ্লবীদের মাথায় রেখে যুবা যুবরা নতুন ভারত গড়ার পথে এগিয়ে চলবে এই শপথ গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও এক শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। ৩ শহিদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন দক্ষিণ কলকাতার আধিকারিক অন্তরা চক্রবর্তী। এছাড়াও এদিন এক কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সকল যুবরা খুবই আনন্দ সহকারে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। এই ত্রয়ীর বীরগাথা মাথায় রেখে সকল বিপ্লবীদের আজ স্মরণ করা হয়। বিপ্লবীদের এই ত্যাগ সকলে তাদের চলার পথের পাথেয় করে এগিয়ে চলার পরামর্শ দেন দক্ষিণ কলকাতার আধিকারিক অন্তরা চক্রবর্তী। ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেছে যারা জীবনের জয়গান তাঁদের কুর্নিশ জানায় নেহেরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতা তাদের এই কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে।

সায়েন্টিস্টস শেপিং টুডেজ ইন্ডিয়ায় সাফল্যের শিখরে প্রিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের অন্তর্গত কলকাতার এস এন বোস ন্যাশনাল সেন্টার ফর বেসিক সায়েন্সেস–এর প্রবীণ অধ্যাপিকা প্রিয়া মহাদেবন ৭৫ আন্ডার ৫০ সায়েন্টিস্টস শেপিং টুডেজ ইন্ডিয়া নামক দপ্তরের সংকলনে স্থান করে নিয়েছেন। পুস্তিকাটি এ বছর ২৮ ফেব্রুয়ারি নতুন দিল্লীতে প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং। কমপেনডিয়ামে ৭৫ জন বিজ্ঞানীর ব্যক্তিগত জীবন এবং পেশাদারি সাফল্যের কথা উল্লিখিত হয়েছে। তাঁদের ঘিরে থাকা বৈচিত্র্য এবং প্রেক্ষাপটের বিভিন্নতা, বিজ্ঞানী হওয়ার কারণ, কি কি ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছেন তাঁরা, বিভিন্ন বিভাগে তাঁদের কাজ নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় সমৃদ্ধ হয়েছে পুস্তিকাটি।

অধ্যাপিকা মহাদেবনের কাজ মূলত বৈদ্যুতিন, চুম্বক, ন্যানোস্কেলের ব্যবস্থাতে কাঠামোগত, আলোকিক এবং যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং অবস্থান পরিবর্তন সাপেক্ষ ধাতু যৌগিকে আকর্ষণশক্তি সমৃদ্ধ নমুনার সৃষ্টি ইত্যাদি। অধ্যাপিকা মহাদেবন প্রতিষ্ঠানে রিডার হিসেবে যোগ দেন ২০০৫ সালে। ২০০৯–এ তিনি ওই প্রতিষ্ঠানেই অ্যাসোসিয়েট প্রফেসার পদে উন্নিত হন। ২০১৩ থেকে এখনও পর্যন্ত তিনি ওই প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপিকা হিসেবে কাজ করে চলেছেন। অধ্যাপিকা মহাদেবন ১৯৯৩–এ ব্যাঙ্গালোরের আইআইএসসি–র পদার্থ বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৯৮–এ তিনি পিএইচডি করেন। তিনি একাধিক পুরস্কার–ও পেয়েছেন। তাঁকে ২০২২–এর পয়লা জানুয়ারি থেকে দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস (টিডব্লুএএস)–এর ফেলো হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

লেন্স বার্তা

বেহাল রাস্তা তৈরির কাজ চলছে রায়চক যাওয়ার পথে।

নিয়ম করে রোজ পরিষ্কার হচ্ছে স্কুল সংলগ্ন রাস্তাঘাট।

চারিদিকে আজ শুধুই বিজ্ঞাপনের রাজনীতি।

চৈত্র সেল জমজমাট বেহালায়।

খেলব হোলি রঙ দেব না ? ছবি : অভিজিৎ কর

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়–এর বসতবাড়ির ১০০ বছর স্মরণে হাওড়া জেলার দেউলটি স্টেশনের নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নামে করার প্রস্তাব রাখে হাওড়া গ্রামীণ সাংস্কৃতিক চক্র। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানটির পরিচালনা করেন বাগনান ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন দাস। উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি নয়ন হালদার, বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ চন্দ্রনাথ বসু, কবি মিলি দাস, তমা কর্মকার, ডাক্তার সীমা রায় সহ ১০০ জনের মত কবি–সাহিত্যিক। সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় গত ২০ মার্চ রবিবার।

ছবি: অরুণ লোধ

রংয়ের উৎসবে মাতোয়ারা

দেবাশিস রায়

অতিমারি করোনার চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভ্রূকুটিকে তুচ্ছ করেই রংয়ের উৎসবে মেতে উঠল আট থেকে আশি সকলেই। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম সর্বত্রই

একই ঘরানার ছবিটা ধরে পড়ল। কোথাও বসন্তোৎসব, কোথাও দোলযাত্রা, আবার কোথাও হোলি উদযাপনকে কেন্দ্র করেই তিন–চারদিন ধরে বাহারি রং ও আবির নিয়ে মেতে উঠেছিল কোটি কোটি মানুষ। নানা রংয়ে একে অপরকে রাঙিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি নাচে–গানে মেতে ওঠার জন্যই তো বছরভর অপেক্ষা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে একসময় যে বসন্তোৎসবের সূচনা করেছিলেন এই সময়ে তার বিরাট ব্যাপ্তি ঘটেছে। সবকিছু দেখেশুনে মনে হচ্ছে রাজ্যজুড়েই শান্তিনিকেতনের ধারাকে অনুসরণের প্রবল আকাঙ্খা। তবে, কোথাও কোথাও নবীন প্রজন্মের মাত্রাতিরিক্ত জাঁকজমক আর আতিশয্যের ধাক্কায় ঐতিহ্যবাহী বসন্তোৎসবের তালে ছন্দপতন ঘটে যায়। যা কোনওমতেই কাম্য নয়। সারা রাজ্যের সঙ্গেই পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়ে এবারও রংয়ের উৎসব উদযাপিত হল। এই উপলক্ষ্যে রাজ্যের শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমান জেলায় অন্যতম বড়ো উৎসবের আয়োজন হয়েছিল কাটোয়া ১ নং ব্লকের বিকিহাট এলাকায় অবস্থিত বিশ্বশুক সেবাশ্রম সংঘে। শুকদেব ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রমে শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রাকে কেন্দ্র করে তিনদিন যাবৎ ধর্মীয় উৎসবে শামিল হয়েছিলেন লক্ষাধিক মানুষ। এখানকার অর্ধ শতাধিক বছরের ঐতিহ্যবাহী দোল উৎসবে ওপার বাংলার অনেকেই যোগদান করতে আসেন বলে জানা গেছে। শ্রীচৈতন্যদবের স্মৃতি বিজড়িত কাটোয়ার গৌরাঙ্গবাড়ি সহ মাধাইতলা মন্দিরেও যথাযথ মর্যাদায় দোল উৎসব উদযাপিত হয়েছে। এছাড়াও জেলাজুড়ে বর্ধিষ্ণু জনপদের পাশাপাশি বর্ধমান, মেমারী, গুসকরা, কালনা, কাটোয়া ও দাঁইহাট শহরে বিভিন্ন সংস্থার উদ্যোগে বসন্তোৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। এই উপলক্ষ্যে জেলার অগ্রদ্বীপ স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় একটি বেসরকারি শিক্ষা কেন্দ্র আয়োজিত অনুষ্ঠানে অসংখ্য মানুষ শামিল হয়েছিল। বিশেষ করে নাচে–গানে অসংখ্য কচিকাঁচার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ সকলের নজর কেড়ে নেয়।

কিংস ম্যানিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুদূর মুম্বইয়ের কিংস এন্টারটেনমেন্ট দোলের দিন কলকাতার বোড়ালে এক রিসর্টে রূপালী পর্দার কলাকুশলীদের নিয়ে দোল উৎসবে মেতে ওঠে। কিংস ম্যানিয়া ২০২২–এর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছিলেন নবীন প্রবীণ কলাকুশলীরা। দু বছর ধরে মহামারীর কবলে কিংস ম্যানিয়া আয়োজন করা যায় নি। তাই সকলের মন ছিল ভারাক্রান্ত। এবছর সকলেই নাচে গানে রঙের হুল্লোড়ে রঙীন হয়ে ওঠেন। বিভিন্ন ইউটিউবারও উপস্থিত ছিল এই কিংস ম্যানিয়ার অনুষ্ঠানে। প্রখ্যাত শিল্পীরা বিভিন্ন ধরনের গানের মাধ্যমে মাতিয়ে তোলেন সকলকে। রঙের উৎসব মানেই রঙীন হয়ে ওঠা মনে প্রাণে।

সেই রঙ নিয়েই প্রাণের রঙে সারা বছর যেন উদ্দীপনায় কাজ করে চলতে পারে কলাকুশলীরা সেই ভাবনাতেই এই উৎসব। কলাকুশলীরা বলেন আবার এক বছর ধরে অপেক্ষা করে থাকব কিংস ম্যানিয়ার জন্য।

মাঙ্গলিকী

সময় চিহ্ন প্রদর্শনী

উজ্জ্বল সরদার : সম্প্রতি কলকাতার আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস এর তিনটি কক্ষ জুড়ে এক চমকপ্রদ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল। প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী অসিত পাল, দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের অধিক সময় ধরে তাঁর সৃষ্টিশীল কাজে মগ্ন। লেখক হিসাবেও তিনি প্রথিতযশা। মুক্ত শিল্প' এর সমন্বয়ে এমন গুণী শিল্পীর পঞ্চাশ বছরের কাজের এক ঝলক প্রদর্শনী সময় চিহ্ন' শিরোনামে অনুষ্ঠিত হল গত ৯ থেকে ১৭ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত। এই প্রদর্শনীটির সমগ্র তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অপর প্রখ্যাত শিল্পী হিরণ মিত্র। শিল্পী শ্রীশুভাপ্রসন্ন, নাট্য ব্যক্তিত্ব রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত প্রমুখের উপস্থিতিতে এই প্রদর্শনীর সূচনা হয়। ১৯৭১ এর টালমাটাল সময় থেকে ২০২১ সালের দীর্ঘ যাত্রাপথে শিল্পীর অনন্য জীবনের ছবিও ফুটে উঠেছে এই প্রদর্শনীতে। কন্যা অর্চি –র আকস্মিক প্রয়াণ তাঁর শিল্পী জীবনকে সাংঘাতিক ভাবে প্রভাবিত করে। তাঁর সৃষ্ট বহু ব্রোঞ্জ ভাস্কর্যের মধ্যে সেই সব সৃষ্টি লুকিয়ে আছে। গত ১২ মার্চ বিকালে শিল্পী অসিত পালের জীবন নিয়ে অরিন্দম সাহা সরদারের সাক্ষীচিত্র 'আপন হতে বাহির হয়ে' প্রদর্শিত হয় এই প্রদর্শনীতেই। শিল্পীর জীবনের শৈশব থেকে এই সাম্প্রতিক জীবন পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে রাখা আছে এখানে। এই প্রদর্শনীতে গ্রাফিক আর্ট, ১৯৭১ ত্রিপুরা, চৈতন্য, চিৎপুরের কাঠ খোদাই শিল্প, কড়ি, আত্মপ্রতিকৃতি, কাকের পিঠে নগর দর্শন এসব বিভাগে ছবি গুলি ভাগ করে নিয়ে প্রদর্শিত হয়। অতীতের বাঙলার কাঠখোদাই চিত্রের পুনরুদ্ধার করে তাকে আবার নবরূপে উদ্ভাসিত করার চমৎকার প্রয়াস দীর্ঘ দিন ধরে করে চলেছেন শিল্পী অসিত পাল। সেসব কাজ দেখা গেল এই প্রদর্শনীতে। শিল্পী তাঁর এই বিষয়ের গবেষণা সম্বলিত একাধিক গ্রন্থও লিখেছেন। গ্রন্থগুলি হল– ১৯৮৩ সালে সিগাল বুক থেকে প্রকাশিত 'উডকাট প্রিন্ট অফ নাইনটিন সেনচুরি ক্যালকাটা', ২০১৩ সালে সিগনেট থেকে প্রকাশিত উনিশ শতকের কাঠ খোদাই শিল্পী প্রিয়গোপাল দাস, ২০১৮ সালে সিগনেট থেকে প্রকাশিত 'আদি পঞ্জিকা দর্পণ' ও ২০২২ সালে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত 'কলকাতার কাঠখোদাই'। প্রখ্যাত এই শিল্পী ১৯৭১ থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে সম্পাদনা করেছেন 'আর্টিস্ট' নামের পত্রিকা। এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হল শিল্পীর সৃষ্ট মা, হেলো, মা ও শিশু, টেলিফোন, আশ্রয়, মাথা, কাগজের নৌকা, ভাঙা মন এই সকল শিরোনামের ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য ও। প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত শিল্পীর সবকটি শিল্পকর্ম এতটাই চমকপ্রদ যে সকলেই বলে কাকে ছেড়ে কাকে দেখি। তাঁর কাঠখোদাই চিত্রকে নতুন আঙ্গিকে তুলে আনার যে চমৎকার প্রয়াস দেখা গিয়েছে তাতে নিশ্চিত যে একটি হারিয়ে যাওয়া চিত্র ঘরানা সম্পূর্ণ ভাবে নতুন প্রাণ পেয়ে বেঁচে রইল এমন সৃষ্টির স্বাদ দিয়েছে। প্রদর্শনীর সূচনায় হাজির থেকে শিল্পী শুভাপ্রসন্ন জানালেন খালেদ চৌধুরী, পূর্ণেন্দু পত্রী দের ছবির মতই অসিত পালের ছবির নিজস্ব পরিচয় আছে। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে শিল্পী অসিত পালের প্রতিটি সৃষ্টিকর্ম অনন্যতার দাবিদার। একান্ত সাক্ষাৎকারে শিল্পী অসিত পাল বললেন, আমার শিল্পী জীবনের দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের অধিক সময় ধরে যা দেখেছি তার সিংহভাগ ভাবনা আমি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি আমার এই সমগ্র প্রদর্শনীতে। এখানে কেবলমাত্র আমার কোনও একটি নির্দিষ্ট সময়ের কাজ নেই, সময়ের পরতে পরতে আমার বিভিন্ন ভাবনা ফুটে উঠেছে এখানে। আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস এর তিনটি কক্ষ জুড়ে চলা এই প্রদর্শনী আদতে হাতে গোনা কয়েকটা দিনে শেষ হলেও এর ব্যাপকতা হয়ত সুদূরপ্রসারী।

বিশ্বনারী দিবসে সুমনা–র লড়াইকে কুর্নিশ

কৃষ্ণচন্দ্র দে : ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। দিনটি নারী সমাজ এবং তৎসহ নাটককর্মীবৃন্দের কাছে একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন। উক্ত দিবসে বেহালা অনুদর্শী–র নির্দেশিকা সুমনা চক্রবর্তী নিষ্ঠা সহকারে দিনটি স্মরণ করলো নাট্য আকাদেমির তৃপ্তি মিত্র সভাগারে : অনুষ্ঠানের সূচনা পর্বে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সোমা মাইম থিয়েটারের কর্ণধার সোমা দাস এবং নাজট ভাবনা (সুন্দরবন) এর তরফ থেকে মৌমিতা বর সাহা। অতিথি বরণ পর্ব শেষ হলে প্রথমেই বক্তব্য রাখেন সোমা দাস। সোমা সরল সোজা ভঙ্গিতে বললেন আমি নারী না পুরুষ তার থেকে অনেক বেশি আমার পরিচয় আমি মানুষ। আমার কাজ আমার মূকাভিনয় দিয়ে। শ্রদ্ধেয় শ্রীনিরঞ্জন গোস্বামীর থেকে আমার মূকাভিনয় শিক্ষা। আমার বাবাও নাটকের শিল্পী ছিলেন। তিনি মূকাভিনয়ও করেছেন। নাটকের প্রথম পর্বে যখন মহিলারা অভিনয়ে এলেন বিনোদনের পাঠ হিসাবে, তাদের কপালে জুটতো নানা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ। এমনকি তাদের সম্ভোগও করা হত। শিল্পী হিসাবে তাদের প্রাপ্য সম্মানটুকুও দেওয়া হতো না। শুধুমাত্র অতীত জীবিকার জন্য তাঁর নামে বিনোদিনী থিয়েটার নাম রাখা হল না। নাম রাখা হল 'স্টার থিয়েটার'। গুর্মুখ রায়কে এড়িয়ে গিরিশ ঘোষ এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের বিশ্বাস ঘাতকতায় বিনোদিনীর নামটা বাদ দিয়ে দেওয়া হল। যাই হোক যতদূর জানা যায় জনৈক জার্মান মহিলা প্রথম চিত্রনাট্য লিখেছিলেন। এথেন্সে এমন ব্যবস্থা চালু ছিল যে বাবার বংশধরকে বিয়ে করলে নারী বাবার সম্পত্তি পেত। আমরা নারীরা কিছু করছি তার কোনও খোঁজ কেউ রাখে না। আমি কোনও আর্থিক গ্রান্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পাইনি। তবে রাজ্য সরকার আমার পাশে দাঁড়িয়েছে। তথাপি মাইমএর তৃতীয় উৎসব আমি করতে পারিনি।

মৌমিতা বললেন– দুই হাতে তালের মন্দিরা যেন সদাই বাজে। একজন বারবনিতা জলের অভাবে নিজের বুকের দুধ দিয়ে জনৈক তৃষ্ণার্ত পুরুষের তৃষ্ণা নিবারণ করেছিলেন, এখানেই নারীর মহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত। কোন একটি বিশেষ দিন নির্দিষ্ট করে নারী দিবস পালন নয় প্রত্যেক দিনই প্রতি মুহূর্তেই নারী দিবস পালনের মুহূর্ত হয়। কবিগুরুর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধ্যাতারা ওঠা, আমি নইলে মিথ্যা হত কাননে ফুল ফোটা। উপসংহারে বলতে পারা যায় বা লেখক হিসেবে অবশ্যই বলতে পারি কবির কথায় সুর মিলিয়ে শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী, পুরুষ গড়েছে তোমায় সৌন্দর্য সঞ্চারী আপন অন্তর হতে।

এরপরে দুটি একাঙ্ক নাটক অভিনীত হয়। প্রথম নাটক 'কৃষ্ণকলি' কাহিনী উত্তম দাস, নাটক ও নির্দেশনা সুমনা চক্রবর্তী।

'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি' কবিগুরুর গান দিয়ে শুরু হল নাটক। এক আদিবাসী রমণী জাগরী হেমব্রম এর লড়াই নাটকের বিষয়বস্তু। কোন এক দুর্ঘটনায় জ্বলন্ত উনুনে পড়ে গিয়ে জাগরীর স্তন গ্রন্থি পুড়ে যায়। ফলে পরিণত বয়সেও তার শরীর স্তনহীন থাকে। এই নিয়ে সমাজে স্কুল কলেজে জাগরীকে অনেক ব্যঙ্গ বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়। এমন কি তার কলেজের সহপাঠীরা তাকে বিদ্রুপ করতে ছাড়ে না। ও যেন সকলের কাছে এক মজার বস্তু। তারই মাঝে এক ঝলক বসন্তের স্নিগ্ধ শীতল বাতাস এনে দেয় তার কলেজের মাস্টারমশাই। এর মধ্যে কোন এক বন্ধুর জন্মদিনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে তার বাড়ি যায়। সেখানে সবাই যখন আনন্দে মাতোয়ারা কতকটা বিদ্রুপ বা মজা করেই কলেজের ওই বান্ধবী তাকে একটি উপহার দেয়। জাগরী বেশ খুশি মনেই সেটা গ্রহণ করে বাড়ি নিয়ে আসে। বাড়ি এসে উপহারটি দেখেই সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। আসলে ওটা একটা প্যাড লাগানো বক্ষ আবরণী। জাগরী সম্বিৎ ফিরে পেতেই উনুন জ্বালিয়ে জ্বলন্ত উনুনে সেটা পুড়িয়ে ফেলে। ওটাই ওর নিরুচ্চার প্রতিবাদ। অভিনয়ে সকলেই সুমনাকে কম বেশি ভাল সহযোগ দিয়েছে। বিশেষ করে মা

নাটক

চরিত্রে চৈতালি সরকারের অনবদ্য অভিনয় মনে দাগ কাটে। এছাড়া অর্জুন চরিত্রে সপ্তর্ষী ভৌমিক, বোধি চরিত্রে রাজু দাস এবং পিনাকি ভাল অভিনয় করেছেন। জাগরী চরিত্রে সুমনা চক্রবর্তীর সংবেদনশীল অথচ দৃঢ় লড়াকু এবং সপ্রতিভ চরিত্রায়ণ সকলকেই মুগ্ধ করেছে। লোক নাট্যের আঙ্গিকে উপস্থাপনা করে সুমনা যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। সবশেষে বলতে কোন দ্বিধা নেই উৎপল চক্রবর্তীর সাউন্ড এফেক্ট ও তার আবহ নাটকটিকে অন্য মাত্রা দিতে পেরেছে। নাটকের সব কম্পোজিট মিলিয়ে বলতে পারি ভাল কাজের নমুনা রাখলো সুমনা।

দ্বিতীয় নাটক নাজট ভাবনা নিবেদিত মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের মর্মস্পর্শী নাটক 'কাঁথা'।

অন্নদার স্মৃতি রোমন্থনে জানতে পারি ওর ছেলে বউমা নাতি ওকে একলা ফেলে শহরে চলে গিয়েছে। বলে গিয়েছে সময় সুযোগ পেলে ওকে নিয়ে যাবে। অন্নদা সেই থেকে বাড়ি বাড়ি কাজ করে কোনও মতে বেঁচে বর্তে আছে। কিন্তু রেল কলোনির লাগোয়া বস্তিতে চলেছে তার শবরীর প্রতিক্ষা। বস্তির ঘর থেকে বেরিয়ে গাছতলায় বসে থাকে। অন্নদা ছেড়া কাপড়ের টুকরো দিয়ে সেলাই করে একটা কাঁথা বানিয়েছে। ওই কাঁথা সে সব সময় গায়ে জড়িয়ে রাখে, কারণ ওই কাঁথা তার স্বামী–বৌমা–ছেলে এবং নাতির ব্যবহার্য ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো দিয়েই তৈরি। ওটা গায়ে থাকলে ওর মনে হয় সবাই ওর সাথে আছে।

বস্তির ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার ধারে গাছতলায় এসে বসে থাকে তার ছেলের অপেক্ষায়। হঠাৎ সেখানে হাজির হয় একটা যুবক ছেলে ও তার বন্ধু। তাদের কথোপকথনে জমে ওঠে নাটকের ক্লাইম্যাক্স।

দর্শককে নাড়া দিয়েছে অন্নদা চরিত্রে মৌমিতা বর সাহার অনবদ্য অভিনয়। মৌমিতা নাটকটিকে একেবারে নো অ্যাকটিং জোনে নিয়ে গিয়েছে। আবেগ মাখানো সংলাপে দর্শকের চোখ ভিজে গিয়েছে। ভাল সহযোগ দিয়েছেন

যুবক চরিত্রে কবিশঙ্কর মৃধা এবং বন্ধুর ভূমিকায় মহেশ দাস। মৌমিতাকে শুধু বলবো নাটকটাকে নিয়ে আরও একটু ভাবতে। প্রসেনিয়ামে আনলে কেমন হয়? কারণ উপকরণ মালমশলা এবং পাকা রাধুনি সবই যখন মজুত আছে। একবার ভেবে দেখতে পার। আবহসঙ্গীত ও প্রক্ষেপণে ছিলেন শ্রীপদ বর।

নাটকটি দেখতে দেখতে পল্লীকবি জসিমউদ্দিনের রুপাই মিঞা ও সাঁজুর বিয়োগ ব্যথা সম্বলিত গাথা 'নকশি কাঁথার মাঠ' এর কথা বারবার মনে পড়ে যাচ্ছিল। তবে সেটা একটু ভিন্ন কাহিনী ও ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপিত ও পরিবেশিত। তবে আবার বলছি খুব ভাল কাজ।

সামতাবেড়েতে জমজমাট কবিতা উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনা সংক্রমণের ভয় কাটিয়ে দু'বছর পরে ফের কবিতা উৎসবে মেতে উঠল কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দেউলটি সামতাবেড়েতে তাঁরই বাসভবনে। আয়োজক হাওড়া গ্রামীণ সংস্কৃতি চক্র। দেউলটি রেলওয়ে স্টেশনের নাম শরৎচন্দ্রের নামে নামাঙ্কিত করার দাবিতে প্রতিবাদ জোরদার বিক্ষোভ আন্দোলন চলছে। এ প্রসঙ্গে অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা তথা সম্পাদক চন্দ্রনাথ বসু বলেন, দেউলটি স্টেশনের নাম পরিবর্তনের জন্য হাওড়া ডিআরএম থেকে দিল্লির কেন্দ্রীয় রেলভবনে ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয়েছে। এদিন বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১৫০ জন কবি এতে অংশ নেন এঁদের মধ্যে ১১ জন কবিকে 'শরৎ সাহিত্য রত্ন' ভূষণে সম্মানিত করা হয়। আন্তর্জাতিক কবি সম্মেলনে ছিল কবিতা পাঠ, গান বক্তৃতা সহ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রূপনারায়ণ নদীর তীরে সামতাবেড়েতে জমি কিনে ১৯২৫ সালে বাড়ি তৈরি করেন। তিনি ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত জীবনের শেষ দিন এখানে অতিবাহিত করেন। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি কবি ও নাট্যকার আরণ্যক বসু এবং বাংলা দলের মহিলা ক্রিকেটার অনিন্দিতা চাটার্জীকে সংবর্ধিত করা হয়। প্রত্যেক কবিরা বাংলা ভাষায় কবিতা পাঠ করেন। হাসিখুশি বাচিক শিল্পী মধুমিতা শ্মৃত শরৎবাবুর জীবনী সম্পর্কে বলেন। মধুমিতার পরিচ্ছন্ন উচ্চারণ, শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। উল্লেখ্য, কবি আবু সামাদের আদি বাড়ি মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জে। বর্তমানে বাঁকুড়ায়। পেশায় রাজমিস্ত্রি, নেশা কবিতা রচনা করা। ইতিমধ্যেই আবুসামাদ বেশ কয়েকটি কবিতার বই লিখেছেন। বাঁকুড়ার জ্ঞানেন্দ্রনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক রাধালোচন ঘোষের রবি রশ্মি বইটি প্রকাশ হয়।

এছাড়া প্রসঙ্গত জন্ম থেকেই নিউরো রোগে আক্রান্ত দুর্গাপুরের প্রতিবন্ধী কবি দেবস্মিতা নাথ কবিতা পাঠ করেন। সুন্দরবনের গোসাবা প্রত্যন্ত এলাকার কবি কৃষ্ণপদ দাসের বই কবিতা–কাঞ্চন থেকে কবিতা পাঠ করেন। ডক্টরেট এমদাদ হোসেন তাঁর কবিতা শ্রোতাদের আবিষ্ট করে। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শরৎচন্দ্রের নাতি দীপক বন্দোপাধ্যায়, বাগনান ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতি নয়ন হালদার। কবি দীপালী মাইতি, আমাদের দেশে বহু মানুষের বাঁচার রসদ কবিতা। এমন সুন্দর একটি রুচিশীল মার্জিত অনুষ্ঠান শ্রোতাদের মনে বহুদিন থাকবে সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

জলঙ্গী পত্রিকার নারীশক্তি সম্মান

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার বিশ্ব নারী দিবসের ১১৩তম বর্ষে মহীয়সী নারীদের স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এই দিবসটি উদযাপন করলেন জলঙ্গী পত্রিকা গোষ্ঠী ও আদ্যামা সেবা সমিতি যৌথ উদ্যোগে শিয়ালদহ কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ভবনে। সংগঠনের মূল উদ্যোক্তা জলঙ্গী পত্রিকার সম্পাদিকা চিন্ময়ী বিশ্বাস। এবছর তাঁদের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের মূল ভাবনা দেশ গঠনে নারীর ভূমিকা। এদিন অধিকার রক্ষা সমিতির সদস্যা তপতী চ্যাটার্জী বলেন, ১৯০৮ সালে আমেরিকায় কাপড় কারখানায় ২ হাজার মহিলা শ্রমিক পথে নেমেছিলেন সুস্থ পরিবেশের জন্য। তারপর ১৯১০ সালের ৮ মার্চ দিনটিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় সংঘের সমান অধিকারের স্বীকৃতিতে সবাই সই করেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমকাজে সম মজুরি বন্টন। তবে ঘরে বাইরে নারীর প্রতি দৃষ্টি ভিন্ন চিন্তার প্রকাশ ভঙ্গি আছে। নারীকে ভোগের বস্তু হিসাবে দেখতেই অভ্যস্ত পুরো সমাজ। আর আছে অধিকার বোধ। আসবাব পত্রের মতো নারীকে নিজের সম্পদ ভাবতেই ভালবাসে প্রতিটি পুরুষ। ব্যতিক্রম থাকতেই পারে। ধর্ষণের ক্ষেত্রে বয়সের কোনও পরিমাপ করা হয় না। তার মধ্যে চলে ভয়ংকর নৃশংসতা। এরপর সুপর্ণা ঘোড়াই এ বিষয়ে আলোকপাত করেন, নিষিদ্ধ পল্লির মহিলারা আন্দোলন করে তাদের দুর্বার সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করেছে। আমাদের মূল লক্ষ্য হলো নারীদের অধিকার সুরক্ষিত করা এং সমাজ থেকে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে সক্রিয় পদক্ষেপ নিতে হবে। এদিন সমগ্র অনুষ্ঠানটিতে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। গান এবং কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের মূল ভাবধারা প্রবাহিত হল। স্বপ্না ব্যানার্জী, ইন্দ্রনীল রায় চৌধুরী তাদের হৃদমাঝারে সংস্থার গ্রুপের সমবেত আবৃত্তি পরিবেশন করেন। দিল্লির নির্ভয়া কাণ্ড ঘটনা অবলম্বনে গোপা কর্মকার জন্মভূমি চোখের জল কবিতা শোনান। সাথী মণ্ডল বারিক কবিতা পাঠ করেন 'নারী শক্তি', রেবা মুখার্জীর কণ্ঠে 'বসন্ত এসেছে'। পাশাপাশি নদিয়ার রানাঘাটের লেখক ও কবি রবীন বিশ্বাসের নিজস্ব লেখা কবিতা বই থেকে 'নারী তুমি মানবী না দেবী'। শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। রবীনবাবুর বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে। এই দিনের অনুষ্ঠানে সংস্থার কর্ণধার চিন্ময়ী বিশ্বাস বহুদূর থেকে আগত প্রত্যেক মহিলা কবিদের উত্তরীয়, ব্যাজ ও ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধিত করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুনিপুণ হাতে সঞ্চালনায় ছিল সদা হাস্যময় শিক্ষিকা মধুমিতা শ্মৃত। উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর থেকে প্রকাশিত 'মুখ্যবার্তা' পত্রিকার সম্পাদক নারায়ণ মজুমদার।

শরৎ পাঠচক্রের সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় স্মরণ

শ্রেয়সী ঘোষ : বাংলা গানের জগতের সাম্রাজ্ঞী গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হল শুক্রবার ১১ মার্চ সন্ধ্যায় শরৎচন্দ্রের বাসভবনে। আয়োজক শরৎ সমিতির শরৎচন্দ্র পাঠচক্র। গানে ও কথায় সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত জীবনকে তুলে ধরলেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ও অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ। পর্যায়ক্রমে শিল্পীর জীবন, সঙ্গীতে অনুশীলন, বড়ে গোলাম আলি খাঁর কাছে সঙ্গীত শিক্ষা, হিন্দি ছবির জগতে পদার্পণ, বাংলা ছবির জগতে সার্বিক প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিষয়ে তুলে ধরলেন ড. শঙ্কর ঘোষ। ছবির জগতে যে সব বিশিষ্ট সুরকারদের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা কথায় ও গানে পরিবেশন করলেন তিনি। সেই সূত্রেই এলো অনুপম ঘটক, রবীন চট্টোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, অনিল বাগচী, সুধীন দাশগুপ্ত, নচিকেতা ঘোষ, শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সুরে শিল্পীর কালজয়ী গান গুলির কথা শোনালেন বেশ কিছু জনপ্রিয় গান। সে তালিকায় রয়েছে আকাশেণ অস্তরাগে (সূর্যমুখী), কে তুমি আমারে ডাকো (অগ্নিপরীক্ষা), এ শুধু গানের দিন (পথে হল দেরী), আমি যে জলসাঘরের (অ্যান্টনী ফিরিঙ্গী), আমাদের ছুটি ছুটি (জয়জয়ন্তী), এ গানের প্রজাপতি পাখায় পাখায় (দেয়া নেওয়া), আজ হোলি খেলব শ্যাম (মঞ্জরী অপেরা), তুমি আমার চিরদিনের গান (চিরদিনের) প্রভৃতি গান গুলি দর্শকেরা স্বতঃস্ফূর্ত করতালি দিয়ে শিল্পীকে অভিনন্দন জানালেন। সভার শুরুতে শিল্পীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন শরৎ সমিতির সম্পাদক ড. শ্যামল কুমার বসু। অনুষ্ঠান শেষে তিনিই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। দর্শকদের কাছে এ অনুষ্ঠান এক স্মরণীয় সন্ধ্যা হয়ে রইল।

পত্র–পত্রিকার আলোচনা

প্লাবন (সম্পাদক – স্বপন দত্ত, ১১ বর্ষ ২–য় সংখ্যা, কার্তিক–চৈত্র ১৪২৮. মূল্য ৪০ টাকা)

বিলম্বে হলেও পত্রিকাটি যে ফের স্বমহিমায় ফিরে এসেছে দেখে ভালো লাগল। বীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাসের ধারাবাহিক নিবন্ধটি (প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ্যবর্ণের অবস্থান) তথ্য–সমৃদ্ধ এবং পক্ষপাতহীন। এছাড়াও অপূর্ব কর (রবীন্দ্রনাথ – চিত্রাঙ্গদা ..) ও বাঁধন সেনগুপ্ত–র (শতাব্দীর উদ্দাম পথিক) দুটি নিবন্ধে কবিগুরু ও নজরুল ইসলামের নবমূল্যায়ন করার প্রয়াস প্রশংসনীয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অবদান নিয়ে লেখা স্বপন দত্তের নিবন্ধটি বিস্মৃতির মালিন্যমোচন করেছে। কৌস্তভ মুখোপাধ্যায়ের নিবন্ধটি (নেতাজীর মৃত্যু ..) পাঠকের কৌতূহল উসকে দিল। নতুন কোনও তথ্য উদঘাটিত হয় কিনা দেখা যাক্। উপেক্ষিত শর্মার গল্পটি কিছুটা হতাশ করেছে। শেষাংশ আরও আঁটোসাঁটো হতে পারতো। সুস্মিতা পালের গল্পটি ভালো। কবিতা পর্বে সমরেন্দ্র বিশ্বাস. বিমান দত্ত, বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়, ইলা দাস, নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, মানসী কীর্তনীয়া, শিখা ঘটক, সন্দীপন রায়, শঙ্খ চক্রবর্তী, গৌতম হাজরা প্রমুখ বেশ ভালো. প্রতিমা নাগের অনুবাদ গল্পটি (উপহার) সুন্দর, তবে শেষ লাইনে উপসংহার বলার পুরানো অভ্যাসটি বদল করার সময় কি আজো আসে নি ! কোভিড জনিত ডামাডোল কাটিয়ে উঠে পত্রিকাটিকে সচল হতে দেখে আশ্বস্ত লাগে। (পত্রিকার ঠিকানা – ১৪৩/৫, নীলাচল, কলকাতা – ৭০০ ১৩৪ / 9804816490 / ltttleplaban@gmail.com)

জ্ঞান ও চেতনা (সম্পাদক – অনামিকা চক্রবর্তী / নবম বার্ষিক সংখ্যা ফেব্রুয়ারী ২০২২)

পত্রিকার এই বার্ষিক সংখ্যাটি ১৯শে ফেব্রুয়ারী ২০২২ কলকাতার কৃষ্ণপদ মেমোরিয়াল হলে উদ্দীপনার সাথে প্রকাশিত হল। অতিমারী–র ঝাপটা সামলেও মাসুন্দী মহিমাচরণ মিশ্র মেমোরিয়াল চ্যারিটেবল সোসাইটির উদ্যোক্তারা পত্রিকাটি প্রকাশের যে প্রয়াস বজায় রেখেছেন তা অনুসরণযোগ্য। সংখ্যাটিতে ১৫০ জনেরও অধিক কবির কবিতা সংকলিত হয়েছে। মূলতঃ মানবতার কথা তুলে ধরেছে কবিতাগুলি। এতজন কবির মধ্যে থেকে আলাদা নামোল্লেখ সম্ভব নয়। পত্রিকা প্রকাশ ছাড়াও, একাধিক সামাজিক দায়বদ্ধতাও এঁরা পালন করে আসছেন। দরিদ্র ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক ও গ্রামের মানুষদের মধ্যে বস্ত্র, কম্বল বিতরণের নিয়মিত কর্মসূচী ছাড়াও গত বছরের করোনা কালে খাদ্য বিতরণেও এগিয়ে এসেছিলেন এঁরা। নানা কর্মসূচীর সচিত্র সংবাদ পাওয়া গেল পাতায় পাতায়। তবে ছাপা ছবিগুলির মান বড়ই দুর্বল। (পত্রিকার ঠিকানা – গ্রাম ও ডাক – মাসুন্দী, থানা – কেতুগ্রাম, জেলা – পূর্ব বর্ধমান –৭১৩১২৯)

শতভিষা (সম্পাদক – চিরন্তন মুখোপাধ্যায়, ৩য় বর্ষ, মার্চ ২০২১ / মূল্য ১০০ টাকা)

বর্তমান সংখ্যাটি দুই সেরা বাঙালী ড. অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় ও সত্যজিত রায়ের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে উতসর্গীকৃত। কৃতি শিক্ষাবিদ অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়ের উপর আলোকপাত করেছেন সন্দীপ বাগ, অদিতি চ্যাটার্জী, সুপর্ণা চক্রবর্তী, কল্যাণ দাস, হিমাংশু আদক প্রমুখ আটজন বিশিষ্ঠজন। প্রতিটি লেখাই তথ্যগুণে মূল্যবান আকর হয়ে উঠেছে। সত্যজিত রায়ের বহুমুখী প্রতিভার সন্ধান করেছেন এগারো জন লেখক লেখিকা। তপনকান্তি মুখার্জী, ধ্রুব বাগচী, ড.অশনিকা ঘোষ ও তিস্তা বেজ – এঁদের লেখা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। চন্দন নস্করের খোলা চিঠি (সত্যজিত রায়–কে) আমাদের আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। শীর্ষ বিষয় ছাড়াও রয়েছে কয়েকটি নিবন্ধ ও বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা – প্রদীপ ঘোষ, ড.শতরূপা মুখোপাধ্যায় ও স্বয়ং সম্পাদক। প্রদীপ ঘোষের লেখাটি (বাংলার প্রাচিন বন্দর) অত্যন্ত পরিশ্রমী রচনা। গল্পাংশে মহুয়া দাশগুপ্ত নতুন গদ্যভাষার পথ খোঁজার চেষ্টা করেছেন। প্রিয়ঙ্কার গল্পটি কিন্তু তেমন দাগ কাটলো না। করোনাকে উপজীব্য করে একটি রম্য রচনা লিখেছেন সুকুমার মণ্ডল। কবিতাগুলি সুনির্বাচিত। নন্দিতা সিনহা, ত্রমেকা ঘোষ, ধীমান সরকার, জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, অদিতি ঘটক, তাপস মুখোপাধ্যায় প্রমুখেরা ছাপ ফেলেছেন। সব মিলিয়ে ১৬০ পাতার পত্রিকার এই সংখ্যাটি অবশ্যই সংগ্রহযোগ্য। (পত্রিকার ঠিকানা – ৬৭ ত্রিপুরা রায় লেন, সালকিয়া, হাওড়া – ৭১১১০৬/ 7980734832 / e_mail : satavisha2015@gmail/com.)

অন্যচোখে (সম্পাদক – গৌর দাস / ২৬তম বর্ষ যুগ্ম সংখ্যা ডিসেম্বর ২০২১ – নভেম্বর ২০২২, দাম – ৮০ টাকা)

পাঁচটি নিবন্ধ রয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিস্মৃত–কথা তুলে এনেছেন রণেন্দ্র কুশোর গুহ, সুফি সম্প্রদায়ের কথা সম্পাদকের কলমে। গত শতাব্দীর বিশিষ্ট অভিনেতা কমল মিত্রের কথা লিখেছেন উদয় শঙ্কর চক্রবর্তী। কেবলমাত্র তাঁর অভিনীত ছায়াছবি বা নাটকের তালিকা তুলে ধরার বদলে লেখাটিতে কমল বাবুর মঞ্চে ও সিনেমায় অভিনয় প্রসঙ্গে আরও আলোচনা কাম্য ছিল। একটি রম্য রচনা (সুকুমার মণ্ডল) রয়েছে। সুশীল দাস ও সুকেশ ঘোষের গল্প দাগ কাটে। গৌর দাসের গল্পটি দুই চরিত্রের বক্তব্য–ভারে পথ হারিয়েছে, ফলে গল্প পড়ার মজাটাই উধাও। কবিতা দুটি পর্বে বিন্যস্ত রয়েছে। শ্রীজাত, সুবোধ সরকার, বীথি চট্টোপাধ্যায়, শংকর ব্রহ্ম, তারাশংকর দত্ত, ইলা দাস, বিদ্যুত কুমার গাঙ্গুলী, সুকুমার বিশ্বাস, অণিমা বিশ্বাস, স্বরূপ চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ রায় প্রমুখের কবিতা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। প্রায় ১২০ পাতার বইটি কিন্তু প্রচুর মুদ্রণ প্রমাদে বিদীর্ণ। প্রচ্ছদ–চিত্রণের থিম বোঝা গেল না, এখন বুঝি দুর্বোদ্ধতাই ফ্যাশন। (পত্রিকার ঠিকানা – এফ–৪১, ব্রহ্মপুর প্লেস, কলকাতা – ৭০০ ০৯৬ / 8276095125)

কচিকাঁচা সবুজসাথী (সম্পাদক – কৃষ্ণা নাহা, দেবাশীষ রায়শর্মা ও বিধান সাহা, ২৭তম বর্ষ মে–নভেম্বর ২০২১, মূল্য – ২৫ টাঃ) – সুদীর্ঘ দু–বছর বাদে কচিকাঁচা সবুজ সাথী তথা কচি কলম ফের প্রকাশিত হল। অতিমারি ও প্রেস বিভ্রাটের যুগপত ধাক্কা সামলানো – এটা অবশ্যই স্বস্তির বার্তা। প্রবীর জানা, চিত্তরঞ্জন দাস, আব্দুল হান্নান, সুব্রত সুন্দর জানা, ধনঞ্জয় সিংহ, অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়, সতীরঞ্জন আদক, শেফালী সরকার, জগদীশ মণ্ডল, সনত কুমার বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকদের লেখা পাওয়া গেল স্বমহিমায়। কয়েকটি ছোট গল্প রয়েছে – এই পর্বে সৈয়দ রেজাউল করিম, সুকুমার মণ্ডল বিদেশী গল্পের ভাবানুবাদে কৌতূহল জমিয়ে দিয়েছেন। কচি কলম বিভাগটি বড়ই কৃশ, আরও একটু কলেবর বৃদ্ধি কাম্য ! (পত্রিকার ঠিকানা – ৮৯/এ, জজবাগান, পোঃ হরিদেবপুর, কলকাতা–৭০০ ০৮২ / 9477943121)

আহেলি অণু সাহিত্য পত্রিকা (যুগ্ম সম্পাদক তরুণ কুমার চৌধুরী ও ড.মহাদেব চন্দ্র দাস, বইমেলা সংখ্যা ২০২২, মূল্য – ৬০/–) সত্তরের দশকের লিটল ম্যাগাজিনের স্মৃতি উসকে দেয় এই সংস্করণটি। ছয় ইঞ্চি উচ্চতার মুঠো–আয়তন। ৬৪ পাতার পরিসরে ৬৮ জন এসময়ের কবিদের ছোট্ট ছোট্ট কবিতায় জীবন দর্পণের নানা মুখ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, গোলাম রসুল, জয় গোস্বামী, শ্রীজাত, বিভাস রায় চৌধুরী থেকে এসময়ের এক ঝাঁক কবির সমাহার। রয়েছে সাম্প্রতিক প্রয়াত দীপঙ্কর অধিকারীর তিনটি অণু কবিতা। কবিতা বাছাই–এ সম্পাদক ও সহযোগীদের উদ্যোগের প্রশংসা করতে হয় অন্ততঃ একটি কারণে, তা হল পাতা ভরানোর বদলে, ভালো মানের কবিতা জোগাড় করেছেন এঁরা। ছাপা ও প্রচ্ছদও পাঠকের তারিফ আদায় করবে। সাধু প্রয়াস। (পত্রিকার ঠিকানা – তরুণ কুমার চৌধুরী, নোকাড়ি, রানাঘাট, নদীয়া – ৭৪১২০২ / 8597207070)

শব্দের ঝংকার (যুগ্ম সম্পাদক – সুনীল মুখার্জী ও স্বপন পাল , ৪৩ বর্ষ শারদ সংখ্যা ২০২১, মূল্য – ৭০/–) শারদ সংখ্যাটি কিঞ্চিত বিলম্বে হাতে এলো। অতিমারী পরিস্থিতিতেও এঁরা যে এতটুকু দমেননি তা পত্রিকার অবয়বে স্পষ্ট। প্রায় ২০০ কবির লেখা সংকলিত হয়েছে। সন্ধ্যা ধাড়া, আরতি দে, বিভু মুখোপাধ্যায়, সুতপা মুখার্জী, লোপামুদ্রা কুণ্ডু, নন্দিতা সিনহা, ভীম চন্দ্র ঘোষ, তিস্তা বেজ, চিরন্তন মুখোপাধ্যায়, মিলি দাস, ভারতী বন্দোপাধ্যায়, অরূপ পান্তি, শিশির সাঁতরা প্রমুখ কবিরা নিজেদের স্বাক্ষর বজায় রেখেছেন। গদ্যাংশ কিছুটা হতাশ করল। নতুন শতকের দু–দুটি দশক পেরিয়ে এসেও পঞ্চাশ দশকের স্টাইল ও বহু ব্যবহৃত মেলোড্রামার ছড়াছড়ি। আরও একটি কথা, কবিতার তুলনায় হঠাত করে গদ্যের অক্ষর বিন্যাস আয়তনে বেড়ে গেল কেন! অনেকটা যেত শিশু–পাঠ্য বই–এর মত। স্বাভাবিক আয়তনে অক্ষর–বিন্যাস করলে আরও কয়েকটি লেখা অনায়াসে ঠাঁই করে নিতো! (পত্রিকার ঠিকানা – ১/২/৩ ব্যাপটিস্ট বেরিয়াল গ্রাউণ্ড (জেলিয়া পাড়া বাই লেন), সালকিয়া, হাওড়া–৭১১ ১০৬ / 6289842503)

নতুন নেতার ঢাকে কাঠি এবারের আইপিলে

চেন্নাই থেকে কলকাতা

অরিঞ্জয় মিত্র

আইপিএলের ঢাকে কাঠির পড়ার অব্যবহিত আগে তাঁর দল চেন্নাই সুপার কিংসের অধিনায়কত্ব ছেড়ে দিলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি। যদিও বকলমে দলটা যে তিনিই চালাবেন তা দিনের আলোর মতো পরিস্কার। বস্তুত, দেশের ক্যাপ্টেন হিসাবে ধোনি যে অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছেন, চেন্নাইয়ের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি। বুঝিয়ে দিয়েছেন জাত অধিনায়ক তিনি। তখন প্রাথমিকভাবে হতাশা বা রাগ এলেও মাহির জন্য স্বান্তনাটুকুও খুঁজে নেয় কলকাতাবাসী। ধোনির এই কামব্যাক ভারতের ক্রিকেটীয় বৃত্তের পক্ষেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ধোনির মতো বুদ্ধিদীপ্ত প্রাক্তন অধিনায়কের সতেজ মগজ থাকলে কার না ভালো খেলতে ইচ্ছে করে। সে বিরাট কোহলি হোক বা রোহিত শর্মা হোক। আইপিলের মঞ্চে

শ্রীনিবাসন বিতর্কে কয়েক বছর দূরে থাকার পর ফের রাজকীয় প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েছে মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বাধীন চেন্নাই সুপার কিংস। মুম্বইয়ের সঙ্গে যুগ্মভাবে ৩ বার আইপিএল জেতার শিরোপা পেয়েছে চেন্নাই ব্রিগেড। মাহি বারংবার প্রমাণ করেছেন তাঁকে ঘিরে যে অহেতুক সমালোচনার ঝড় উঠেছিল তা ঢাকা পড়ে যাবে তাঁর হেলিকপ্টার শটের মারকাটারিতে। এমনিতে কলকাতার প্রাণভোমরা নিবদ্ধ থাকে কেকেআর-এ। করব, লড়ব, জিতব রে'র মন্ত্রে অভিষিক্ত তিলোত্তমা। তাও সৌরভের জন্য পুনের দলের হয়ে গলা ফাটিয়েছেন কলকাতাবাসী। তেমনই মহেন্দ্র সিং ধোনি কলকাতার জামাই বলে তাঁর প্রতি আলাদা একটা চোরাস্রোত রয়েই গিয়েছে। সাক্ষী ধোনির বাপের বাড়ি কলকাতায় আর তাই মাহি আমাদের জামাই এই শ্লোগানে কিছু নগরবাসী বুক বেঁধেছে চেন্নাইকে ঘিরে। কখনও জামাইয়ের হাতে বঙ্গসন্তানদের হার হয় বটে। ভারতীয় ক্রিকেটে আরও একবার নিজের অপরিহার্যতা প্রমাণ করে চলেছেন ধোনি। সেটাই আরও বাস্তবায়িত হয়েছে তিন-তিনবার আইপিএল জয়ের পর।

ভারত অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির দাপটে এই জায়গা অর্জন করেছে সিএসকে। যার দৌলতে উত্তেজনাপূর্ণ একাদশ আইপিএলের ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছিল টিম ধোনি। গতবারেও আকর্ষণীয় ম্যাচে হায়দরাবাদকে হারিয়ে ফাইনালে টিকিট পেয়েছে চেন্নাই তা হার মানাবে যে কোনও রুদ্ধশ্বাস উপন্যাস বা থ্রিলার মুভিকে। ১৪০ রানের মধ্যে হায়দরাবাদকে আটকে রেখে চেন্নাই প্রথমেই ম্যাচের রাশ হাতে তুলে নিয়েছিল।

কিন্তু হঠাৎ করেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হাতে। ধোনি সহ একের পর উইকেট হারিয়ে রীতিমতো হারের মুখে দাঁড়িয়ে চেন্নাই সুপার কিং। সেখান থেকে দক্ষিণ আফ্রিকান তারকা ফাফ ডুপ্লেসি যেভাবে ম্যাচ নিজেদের দিকে টেনে আনল তা অনস্বীকার্য। অবশ্য এই প্রোটিয়া তারকার কাজ অনেকটাই সহজ করে দেন তরুণ ভারতীয় পেসার শার্দুল ঠাকুর। সময় মতো আসা বাউন্ডারিগুলো ফাইনালে টেনে নিয়ে যায় চেন্নাইকে। একসময় মাত্র ৩ ওভারে ৪৩ রানের টার্গেটের সামনে মাত্র দুই উইকেট হাতে থাকা চেন্নাই প্রায় কোমায় চলে গিয়েছিল। সেখান থেকে ডুপ্লেসির পাল্টা মার ও শার্দুলের প্রত্যাঘাত সিএসকেকে ফাইনালে যেতে সাহায্য করল।আবার হায়দ্রাবাদকে ফাইনালে তুলতে আফগানিস্থানের পাঠান তারকা রশিদ খানের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। এভাবে সেমিফাইনালে কলকাতাকে হারানোর মশলা হয়ে উঠবে এই পাঠান তা বোধহয় কেউ ভাবতেও পারেন নি। বস্তুত হায়দ্রাবাদের ব্যাটিংয়ের শেষ ওভারেই ম্যাচের রাশ হাতে নিয়ে নেয় গেরুয়া জার্সিধারীরা। পরের পর বাউন্ডারি-ওভার বাউন্ডারি মেরে রশিদ খেলার চাকাটাই পুরো ঘুরিয়ে দেন।

এই ২০-২৫ টি রানই তফাৎ গড়ে দেয় ম্যাচের। এই ব্যবধান কোনওমতেই মেটাতে পারেনি কেকেআর। সেমিফাইনালে উঠলেও কেকেআর-এর গতবারের অধিনায়ক দীনেশ কার্তিকের কিছু সিদ্ধান্ত কিছুতেই ঠিকঠাক হয়নি। পাশাপাশি ফাইনালে যেভাবে দলের ব্যাটিং লাইন আপ ধরাশায়ী হয়ে পড়েছিল তার জন্য কার্তিকের মতো ব্যাটসম্যানের মতো ব্যর্থতাও কোনও অংশে কম নয়। শট নির্বাচনে কলকাতার ব্যাটসম্যানদের যে বিস্তর ভুল হয়েছে এটা মানছেন সকলেই। গৌতম গম্ভীর ছিলেন কেকেআর-এর পক্ষে অনেক মানানসই এবং সফল অধিনায়ক। দীনেশ কার্তিক যে জায়গাটা কোনওদিন পান নি। যদিও এবার শ্রেয়স আয়ারের হাত ধরে অনেক প্রত্যাশা কেকেআর-এর।

ভারতীয় দলেও শ্রেয়স অপরিহার্য হয়ে উঠছেন। অনেকটা ঋষভ পন্থের মতো আক্রমণাত্মক শ্রেয়স। এমনকি আগামিতে টিম ইন্ডিয়ার স্কিপারের ব্যাটন পাওয়ার ক্ষেত্রেও ঋষভ বনাম শ্রেয়সের দ্বৈরথ দেখা যেতেই পারে। দ্বাদশ বছরে পা আইপিএল-এর। গত কয়েক বছরের মধ্যে এবারের জৌলুস যে ধারেভারে অনেকটাই বেশি ছিল সেটাও মানছেন অনেকেই। তাও এখন ভারতীয়দের যাবতীয় আশা-আকাঙ্খা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে জোড়া বিশ্বকাপ নিয়ে। এর মধ্যে ফুটবল বিশ্বকাপ আর মাত্র কদিন পরেই। তা নিয়ে তাপ উত্তাপ তো আছেই। কিন্তু ক্রিকেটপ্রেমীরা পাখির চোখ করছেন ২০২৩-এর ক্রিকেট বিশ্বকাপকে। কারণ এই আসরে ফের ভারতের প্রভুত্ব স্থাপন করার বড় সুযোগ মিলবে। এমনিতে টেস্ট বা একদিনের র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারত এগিয়ে থাকলেও ক্রিকেট বিশ্বকাপ ঘরে না এলে সব ব্যর্থ হয়ে যাবে নিঃসন্দেহে।

এবারের আইপিএল যে এতটা জমে উঠেছে তাতে নিশ্চিতভাবে পোয়াবারো সংগঠকদের। বিশেষ করে এ বছর যেন দর্শকের ভিড়ও উপচে পড়ছে বিভিন্ন মাঠে। আট থেকে আশি সব ধরনের দর্শকের উপস্থিতিতে সরগরম পরিবেশও। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একাদশ আইপিএলে আরও যে জিনিসটা ভরপুর হয়ে উঠেছে তা হল এমন আকর্ষক টুর্নামেন্ট বহুদিন দেখা যায় নি এদেশের মাটিতে। একদিনের ম্যাচের যে চরম অনিশ্চয়তা তা সেভাবে বোধোগম্য হচ্ছিল না আগে। কয়েকটা দলের মৌরসিপাট্টা আর বাকিদের নীরব আত্মসমর্পণ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল আইপিএল। সেখানেও জোর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বস্তুত, এ বছরের আইপিএলে প্রত্যেকটা দলের মধ্যে যে লড়াই হচ্ছে তাকে নিশ্চিতভাবে বলা চলে কাঁটে কা টক্কর। একমাত্র হায়দরাবাদ আর চেন্নাই ছাড়া বলা যাচ্ছে আর কারা যাবে সেমিতে। বিশেষ করে শেষের দিকে যেভাবে যে কোনও দল হারিয়ে দিচ্ছে অন্যদের তাতে টুর্নামেন্ট জমে উঠেছে সাঙ্ঘাতিকভাবেই।

আগের কয়েকটি মরসুমে নতুন অধিনায়ক হিসেবে বুম-বুম দীনেশ কার্তিককে পেয়ে রীতিমতো তেতে ছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। বস্তুত গৌতম গম্ভীরের নেতৃত্বে কলকাতা দুবার আইপিএল জিতলেও নতুন চ্যালেঞ্জের সামনে কেমন যেন জড়সড় লাগছিল কেকেআরকে। সেটাই যেন নয়া অধিনায়ক কার্তিকের হাত ধরে পালটে যেতে চলেছে এমন একটা ভাবমূর্তি তৈরিও হয়ে গেছিল সহজেই। কেকেআর আর কার্তিক এক হয়ে যাওয়ার পর মাঠে নামার আগেই দৌড়াতে শুরু হয়েছে তিলোত্তমার ছেলেরা। প্রথমদিকে কার্তিকের নেতৃত্বাধীন কেকেআর দারুণ পারফরমেন্স মেলে ধরলেও যত টুর্নামেন্ট গড়াতে আরম্ভ করে ততই যেন পিছোতে থাকে নাইট ব্রিগেড। এমন কিছু ম্যাচে তাদের হার মানতে হয়েছে যে দেখে মনে হয়েছে দলের মধ্যে বোঝাপড়াটা ঠিক সেভাবে গড়ে ওঠেনি। বিশেষ করে নতুন অধিনায়কের দক্ষতা নিয়েও অনেক প্রশ্ন উঠতে আরম্ভ করেছিল। ঠিক সেই সময়ই দলের রাশ শক্ত করে ধরে ফেললেন দীনেশ কার্তিক। যার ফলে এবারের আইপিএলের তো বটেই টি-২০-র ইতিহাসের অন্যতম সেরা রান তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে কেকেআর। তারপর থেকে নাইটদের আর ব্রাত্য রাখা যাচ্ছে না। দুঃখের এটাই এমন সময় এই পারফরমেন্স মেলে ধরল যখন চরম লড়াইয়ের মধ্যে চলে গিয়েছে প্রতিযোগিতা। কলকাতার ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলতে দেখা যাচ্ছে পঞ্জাব, রাজস্থান, বেঙ্গালুরু ও মুম্বইকে। এই পাঁচ দলের মধ্যে যে কোনো দুটি দল চলে যেতে পারে এবারের ফাইনালে। এমনটাই ধারনা ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের। যদিও গেম অফ আনসার্টেনিটির ক্রিকেটে যে কোনও ভবিষ্যতবাণীই খাটে না তা প্রমাণ হয়েছে বারংবার।

কড়া নাড়ছে কাতার বিশ্বকাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি: কড়া নাড়ছে ফুটবল বিশ্বকাপ। এখনও পর্যন্ত খবর অনুযায়ী কাতার বিশ্বকাপে গতবারের হোস্ট রাশিয়ার জায়গা হচ্ছে না। যদিও সেইঅর্থে কুলীন দেশগুলির মধ্যে পড়ে না রাশিয়া। সেদিক থেকে ২০১৮-র রুশ বিশ্বকাপে ইতালি বা হল্যান্ডের না থাকাটা ছিল বড় অনুপস্থিতি। এবারে যদিও যোগ্যতা নির্ণায়ক ম্যাচ চলছে। তাও তামাম ফুটবল ভক্তদের আশা মোটের ওপর বড় দলগুলি যেন অবশ্যই যোগ্যতা অর্জন করতে সফল হয়।

লাতিন আমেরিকান ফুটবলের ভক্ত এদেশের একটা বড় অংশের মানুষ। বিশেষ করে ব্রাজিলের অনুগামী প্রচুর। তবে মারাদোনার

পর থেকে আর্জেন্টিনা সমর্থকও বেড়েছে পাল্লা দিয়ে। লাতিন ঘরানার পূজারি দেশবাসী এবার অন্তত ইউরোপিয়ান চেইন ভাঙতে চাইছেন। যদিও বাস্তব পরিস্থিতি বলছে এবারেও বিশ্বকাপের দাবিদার কোনও ইউরোপিয়ান দেশ।পালাবদল ঘটিয়ে বিশ্বকাপে দাপট দেখাবে লাতিন আমেরিকার দেশগুলো? সেদিকে পাখির চোখ সকলের। এইসব প্রশ্ন নিয়েই এখন সোচ্চার গোটা ফুটবল দুনিয়া।

এতদিন হত কি বিশ্বকাপে ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার অধিকার প্রায় সমানুপাতিক ছিল। সে জায়গাতেই থাবা বসিয়েছে ইউরোপ। আর ইউরোপিয়ানদের এই কর্তৃত্ব চলছে প্রায় একযুগ ধরে। গত তিনটি বিশ্বকাপ ঘরে তুলেছে ইউরোপের তিন-তিনটি দেশ। এদের মধ্যে স্পেন, ইতালি ও জার্মানির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে আবার জার্মানি সবথেকে শক্তিধর দেশ হিসেবে গণ্য হয়। পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলকে টক্কর দিয়ে জার্মানি ৪ বার জিতে নিয়েছে বিশ্বকাপ। পিছিয়ে নেই রক্ষণাত্মক ফুটবলের জন্য বিখ্যাত ইতালি। তারাও জার্মানির সমান ৪ বার জিতেছে বিশ্বকাপ। লাতিন আমেরিকার অপর শক্তিশালী দেশ আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ ঘরে এনেছে ২ বার। শেষবার মারাদোনার এক ও অদ্বিতীয়ম কামালে কিস্তি মাত করেছে আর্জেন্টাইনরা। তাও সে ১৯৮৬ সালে। ফুটবলে মারাদোনার যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে যাকে ধরা হয় সেই লিওনেল মেসি অবশ্য এখনও দেশকে বিশ্বকাপ দিতে পারেননি। ২০১৪-র ফাইনালে অসাধারণ খেলেও জার্মানির কাছে ০-১ হার থামিয়ে দিয়েছে মেসির সেই স্বপ্নকে। সেসব ঝেড়ে ফেলে রুশ বিশ্বকাপকে পাখির চোখ করেছিলেন লিওনেল। সেখানেও ব্যর্থতাই সঙ্গী হয়েছে মেসির। লিওনেল অবশ্য এই লড়াইকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে ইতিমধ্যেই হাজির হয়েছেন দেশে। সতীর্থদের সঙ্গে গা ঘামানোর পাশাপাশি শেষ মুহূর্তের ছক কষে নেওয়াও চলছে জোরকদমে। আর্জেনটিনার কাছে বিশেষ করে মেসির কাছে যেমন চ্যালেঞ্জ কাতার বিশ্বকাপ তেমনই লাতিন আমেরিকার অন্যতম ফুটবল দৈত্য ব্রাজিলের কাছেও মরণপণ সংগ্রাম হতে চলেছে এই টুর্নামেন্ট। ১৪ তে জার্মানির কাছে ৭ গোল খাওয়ার কষ্ট এখনও কুরে কুরে খায় আম ব্রাজিলিয়ানদের। অবশ্য সেই ব্রাজিল আর এখনকার ব্রাজিল মোটেই এক নয়। বরং বিশ্ব ফুটবল র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথম সারিতে থেকে ব্রাজিল বুঝিয়ে দিয়েছে তারা এবার একেবারেই অন্যরকম। যারা বিশ্বকাপ জেতা ছাড়া আর কিছু ভাবছেই না। মেসির কাছে যেমন আর্জেন্টিনাকে কাপ দেওয়া মূল লক্ষ্য তেমনই ভাবনায় মজে আছেন ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার নেইমার। এদের মাঝে একবার করে বিশ্বকাপ জেতা ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, স্পেন ও ইতালির কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে। জার্মানি নাম যে দেশের তারা যে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মরণকামড় দিতে তৈরি থাকবে এটা না বললেও গোটা দুনিয়া জানে। এদের সঙ্গে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলো কতটা জুঝতে পারে সেটাও এবার দেখার।

টগবগে টাইগারদের প্রোটিয়া বধ

পারঙ্গম শাস্ত্রী

ইতিমধ্যেই বিশ্বজনীন বিভিন্ন সূচক থেকে জানতে পারা যাচ্ছে বাংলাদেশ এগোচ্ছে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন নিখাদ বঙ্গসন্তানদের এই দেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের উন্নতির ছাপ রাখছে। এমতাবস্থাতে বাংলাদেশের অন্যতম গৌরবজ্জ্বল স্বীকৃতি এল ক্রিকেটের মাধ্যমে। শক্তিশালী দক্ষিণ আফ্রিকাকে তাদের দেশের মাঠে ওয়ান ডে সিরিজে ২-১ হারিয়ে দিল বাংলার টগবগে টাইগাররা। সিরিজ নির্ণায়ক এই ম্যাচে বাংলাদেশকে দুরন্ত জয় এনে দিলেন তাসকিন আহমেদের তুখোড় বোলিং ও তামিম ইকবালের দুরন্ত ব্যাটিং। প্রোটিয়াদের অল্পরানে বেঁধে ফেলার কাজটি প্রথমেই সুচারুভাবে সম্পন্ন করেন তাসকিন আহমেদ। ৩৫ রানে ৫ উইকেট নিয়ে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন তিনি। টার্গেট কম থাকায় চাপ মুক্তভাবে খেলতে পারে বেঙ্গল টাইগাররা। তারমধ্যে আবার অধিনায়ক তামিম ইকবালের ৮৭ রান বিশেষ উল্লেখ্য। অধিনায়ক তামিম স্বীকারও করেছেন তাঁর দীর্ঘ ১৫ বছরের ক্রিকেট কেরিয়ারে এই জয় অবিস্মরণীয়। একইসঙ্গে সিরিজ জেতার পিছনে অপর তিন সিনিয়র ক্রিকেটারের ঋণও স্বীকার করেছেন তামিম। বস্তুত বাড়িতে স্ত্রী, মেয়ে সহ অনেকেই হাসপাতালে থাকা সত্ত্বেও শাকিব উল হাসান যেভাবে এই সফরে নিজেকে মেলে ধরেছেন তার তারিফ করছেন প্রত্যেকে। এরসঙ্গে মাহমদুল্লা ও মুশফিকুর রহিমের কথাও তুলে ধরেছেন অধিনায়ক তামিম। একদিনের সিরিজ জেতার পর বাংলাদেশের লক্ষ্য এখন টেস্ট সিরিজ জেতা। দুই ম্যাচের এই টেস্ট সিরিজ জেতা যে অত সহজ নয় তা বাংলাদেশ ভালোই জানে। তাবলে অলআউট ঝাঁপানোর ক্ষেত্রে কালক্রম করতে নারাজ টাইগাররা। এর আগেও বাংলাদেশ বিশ্বের অনেক বড় দেশের বিরুদ্ধে জয় পেয়েছে। বিশ্বকাপেও তাদের পারফরমেন্স যথেষ্ট ভালো হয়েছে। কিন্তু কখনও ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারে নি বাংলাদেশ। কোনও একটি ম্যাচে বড় অঘটন ঘটানোর পর অকস্মাৎ থেমে গিয়েছে টাইগারদের বিজয়রথ। তুলনামূলক কম শক্তিশালী দলের কাছে হার মানতে হয়েছে। সেদিক থেকে দেখতে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে এই ওয়ান-ডে সিরিজ জয় বাংলাদেশ ক্রিকেটের পক্ষে মাইলস্টোন তৈরির মতো ঘটনা। অধিনায়ক তামিমকে দেখতে হবে আগামিতে যেন এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখা যায়। তবে গিয়েই বিশ্ব ক্রিকেটে কড়া নাড়তে পারবে বাংলাদেশ। মনে রাখতে হবে একটাসময় শ্রীলঙ্কা ছিল অত্যন্ত দুর্বল একটি দল। সেই দলই পরে ঘুরে দাঁড়ায় এবং বিশ্বকাপও জেতে। আবার অত্যন্ত শক্তিশালী ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়েছে ক্রিকেটবিশ্বে। এই জায়গা থেকেই ব্যাটন এখন বাংলাদেশের হাতে।

অভিযানে পিয়ালী

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ২০১৯-এ এভারেস্ট চূড়ার খুব কাছ থেকে ফিরতে হয় তাঁকে। সেই আক্ষেপ তাড়া করে বেড়াচ্ছে পিয়ালীকে। ২০২১ সালে মার্চে অন্নপূর্ণা অভিযানের জন্য নেপালও গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সময় মতো অভিযানের অর্থ জোগাড় করতে না পারায় খালি হাতে ফিরতে হয়। উল্লেখ্য শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতা ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ে ২০২১ সালের ১ অক্টোবর পৃথিবীর সপ্তম উচ্চ শিখর ধৌলগিরি (২৬,৭৯৫ ফিট উচ্চতা) অভিযানে যান। এবং অক্সিজেন ছাড়া জয় করেন পিয়ালী। তিনি প্রথম ভারতীয় অসামরিক মহিলা পর্বতারোহী, যিনি কৃত্রিম অক্সিজেন ছাড়া এই অভিযানে সফল হয়েছেন। এবার লক্ষ্য কৃত্রিম অক্সিজেন ছাড়া এভারেস্ট জয়। এছাড়া লোৎসে জয়। বিশ্বের প্রথম এবং চতুর্থ শৃঙ্গ অভিযানের জন্য নেপাল রওনা দেবেন চলতি মার্চ মাসের ২৮ তারিখ। ফিরবেন দু'মাস পর। অক্সিজেন ছাড়া জোড়া শৃঙ্গ অভিযান কঠিন হলেও অসম্ভব নয় তাঁর পক্ষে।

এর জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন জোরকদমে। চন্দননগর স্টেশন থেকে কিছুটা দূরে কাঁটাপুকুরে পিয়ালী বসাকের বাড়ি। তাঁদের ঘরে শোভা পাচ্ছে পিয়ালীর পর্বত আরোহনের বিভিন্ন ছবি ও অজস্র পুরস্কার। ইতিমধ্যেই সে ১০টা দুর্গম উচ্চতার শিখর চূড়া জয় করেন। বাবা তপন বসাক অসুস্থ শয্যাশায়ী, মা স্বপ্না গৃহবধূ। পিয়ালী কানাইলাল বিশ্ববিদ্যামন্দির (ইংরাজী) স্কুলের শিক্ষিকা। ছোটবোন তমালী ওই একইদিনে চাকরি সূত্রে গোয়া যাচ্ছেন। মঙ্গলবার ১৫ মার্চ সন্ধ্যায় চন্দননগর গিরিধৃত ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ বিষয়ে পিয়ালী বলেন, পাহাড়ে চড়তে গিয়ে ৩৫ লাখ টাকা ঋণ হয়েছে। এবারেও আর্থিক খরচ প্রায় ৩৫ লাখ টাকা, এভারেস্ট যাওয়ার খরচ অনেকটাই বেশি। চন্দননগর মাউন্টেন ক্লাব, রাধানাথ শিকদার হিমালয়া মিউজিয়াম, হিমালয়া রিসার্চ ইনস্টিটিউট পক্ষ থেকে তথা চন্দননগর হেরিটেজ সংস্থার প্রেসিডেন্ট কল্যাণ চক্রবর্তী ১ লাখ টাকার চেক ও ২০০ ডলার পিয়ালীর হাতে তুলে দেন। এছাড়া জনৈক এক ব্যক্তি ছেলের বিয়ের টাকা দেন। চন্দননগর কলু পুকুর চৌধুরী বাগানের সমাজসেবী রতনচন্দ্র আমিন পিয়ালীকে আর্থিক সাহায্যের আশ্বাস দেন।

সম্মাননা প্রাক্তন ক্রিকেটারদের

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের পক্ষ থেকে আজ শিলিগুড়ির প্রাক্তন ক্রিকেটারদের সম্মানিত করা হল। আজ শিলিগুড়ির ক্রিকেট লাভার্স

এর পক্ষ থেকে শিলিগুড়ির প্রাক্তন ক্রিকেটারদের হাতে ফলক এবং ফুলের তোড়া তুলে দিলেন শিলিগুড়ি ক্রিকেট লাভার্স এর বর্তমান সভাপতি মনোজ ভার্মা। তিনি জানান, অতীতের অনেক ক্রিকেটার আছেন যারা শিলিগুড়ির জন্য অনেক ঘাম ঝড়িয়েছেন খেলতে গিয়ে। শিলিগুড়ি ক্রিকেট লাভার্স এর পক্ষ থেকে তাদের সবাইকে সম্বর্ধনা দেওয়া হল। এবং সবাইকে আগামী দিনে শিলিগুড়ি ক্রিকেট লাভার্স এর সদস্যপদ দেওয়া হবে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com